ব্যাকরণ-বিভীষিকা

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

এম্, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

(পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

"আপরিতোষাদ্‌বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌ ।"

সন ১৩৩০ সাল

মূল্য আট আনা

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেনরোড স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথমবারে মুদ্রিত	১০০০	শ্রাবণ ১৩:৮
দ্বিতীয় সংস্করণ	১০০০	চৈত্র ১৩২০
তৃতীয় সংস্করণ	১০০০	চৈত্র ১৩৩০

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি সমস্যা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' 'বাণান-সমস্যা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' এই প্রবন্ধত্রয় লিখিত হইয়াছিল। প্রথমটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে (ময়মনসিংহে, বৈশাখ ১৩১৮) আংশিকভাবে পঠিত হইয়াছিল এবং অধুনালুপ্ত মাসিক-পত্র 'সাহিত্যে' (জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৮) সমগ্র-ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে ইহা বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী ও নায়কে আংশিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের ও অপর দুইটি প্রবন্ধের বহুল-প্রচারকল্পে তিনটিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ('ব্যাকরণ-বিভীষিকা' শ্রাবণ ১৩১৮; 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' মাঘ ১৩১৯; 'বাণান-সমস্যা' আষাঢ় ১৩২০।)

আড়াই বৎসরের মধ্যে নীরস-ব্যাকরণ-সংক্রান্ত পুস্তিকার এক সহস্র খণ্ড নিঃশেষ হইয়াছে, ইহাতে প্রতীতি হয় যে পুস্তিকাখানি সাহিত্যামোদীদিগের প্রীতিসাধন করিয়াছে। ইহা দ্বারা যাহাতে বাঙ্গালাভাষায় পরীক্ষার্থী ছাত্রবর্গের উপকার হয় সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। তবে পদে পদে ব্যাকরণের সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যুৎপত্তি-বিচার করি নাই, তাহাতে গ্রন্থকলেবর অযথা স্ফীত হইত এবং পুস্তিকাখানিও রীতিমত ব্যাকরণগ্রন্থ হইয়া পড়িত। এই পুস্তিকা অবলম্বন করিয়া শিক্ষক মহাশয়েরা বিষয়গুলি ছাত্রদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন, আমার এই প্রার্থনা।

বর্ত্তমান সংস্করণে বহু নূতন উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং 'দোআঁশলা শব্দ ও শব্দসঙ্ঘ' ও 'অব্যয়ে বিভক্তিযোগ'-নামক দুইটি নূতন পরিচ্ছেদ বসাইয়াছি। যুক্তি ও তর্ক স্ফুটতর করিবার চেষ্টায় স্থানে স্থানে ভাষা সংশোধন করিয়াছি। নূতন বহু বিষয়ের সন্নিবেশের সুবিধার জন্য, এবারে পুস্তিকাখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার অক্ষরে মুদ্রিত করিতে হইল, তথাপি ইহার আয়তন-বৃদ্ধি নিবারণ করা গেল না। সুতরাং মুদ্রণব্যয়-নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ মূল্যবৃদ্ধিও করিতে হইয়াছে। আশা করি, মূল্যবৃদ্ধিসত্ত্বেও বর্ত্তমান সংস্করণ পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণের নিকট আদর লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এবং তাহা হইলেই সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পুস্তিকাখানি প্রবন্ধাকারে পঠিত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ হওয়া পর্য্যন্ত, এই তিন বৎসরের মধ্যে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এতৎ সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা করিয়া লেখকের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এতদ্ভিন্ন বহু সাময়িক পত্রেও ইহা সমালোচিত হইয়াছে। তজ্জন্য সমালোচক মহোদয়দিগের ও সম্পাদক মহোদয়দিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিশেষতঃ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় (সাহিত্য, পৌষ ১৩১৮ সাল), রায়সাহেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ, মহাশয় (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮) ও বহুভাষাবিদ্ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ মহাশয় (প্রবাসী, জৈষ্ঠ ১৩২০ ও বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩২০) পুস্তিকার অনেক বিষয়ের তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। তাঁহাদিগের আলোচনার ফলে এই সংস্করণে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তবে সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি নাই। তাঁহাদিগের উপাদেয় সমালোচনাগুলি পুস্তিকার অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারিলে গৌরব বোধ করিতাম, কিন্তু তাহাতে পুস্তিকার আরও আকারবৃদ্ধি ও ব্যয়বাহুল্য হয় এই বিবেচনায় নিরস্ত থাকিতে হইল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অমূল্য পত্রখানি গ্রন্থারম্ভে এবং অপর কতকগুলি সমীচীন সমালোচনার সারাংশ পুস্তিকার শেষে মুদ্রিত হইল। পুস্তিকা-সম্বন্ধে অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার অনুমতি না পাওয়াতে সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতে পারিলাম না। তথাপি তাঁহার অনুগ্রহলিপির জন্য তাঁহার নিকট প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিমধিকমিতি

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২০

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা

"ব্যাকরণ-বিভীষিকা" সম্বন্ধে

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিমত।

আপনার "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" অতি উপাদেয় প্রবন্ধ। আপনি বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দ্বারা উহার "নাড়ী-নক্ষত্র" বুঝিয়া এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। আমি ময়মনসিংহের সভায় মুক্তকণ্ঠেই আপনার প্রবন্ধের প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়াছি। সংস্কৃতব্যাকরণেও যে আপনার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা আছে, এই প্রবন্ধে উহা স্পষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নীরস-ব্যাকরণ-সংক্রান্ত বিষয়ের সরসভাবে নির্দ্দেশ ও বিন্যাসে আপনি সিদ্ধহস্ত।

যদিও আমি প্রচরৎ বঙ্গভাষার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া একটুকু উদার ভাব অবলম্বন করা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি, তথাপি আজ কালি এই ভাষা লইয়া যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত লেখকদিগকে ব্যাকরণের নিগড়ে একটুকু দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র সমালোচনায় বাঙ্গালার তদানীন্তন অনেক উচ্ছৃঙ্খল লেখক লেখনীত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার "ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র কশাঘাতে তাদৃশ অনেক লেখক সাবধান হইবেন; অনেকে লেখনীত্যাগ করিয়া ভাষাটীকে একটুকু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে দিবেন। ফলতঃ আপনার প্রবন্ধ সর্ব্বথা সময়ের উপযোগী হইয়াছে, সংশয় নাই।

আমি ময়মনসিংহের সভাস্থলেও বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি, প্রবন্ধোক্ত সকল কথার সহিত আমার ঐকমত্য নাই। যথা চাতকিনী,

কুতুকিনী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দগুলি অনেক দিন যাবৎ বাঙ্গালা পদ্যে চলিতেছে ও এখনও চলিবে। তবে বিশুদ্ধ গদ্য বা সাধুভাষায় তাদৃশ প্রয়োগ বর্জ্জনীয় বটে। আমার বোধ হয়, লেখ্য সাধু গদ্য ভাষাই আপনার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য; পদ্য, নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতির রচনা উহার লক্ষ্য নহে।

আপনি প্রবন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কথার উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু সকল কথায় আত্মমত ব্যক্ত করেন নাই। যেখানে তাহা করিয়াছেন, তাহাও যেন ভঙ্গিক্রমে একটুকু সসঙ্কোচে লিখিয়াছেন। ইহা কেন? এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে আত্মমতপ্রকাশকল্পে আপনি যে সম্পূর্ণ সমর্থ, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি তত্তৎস্থলে স্ফুটরূপে নিজমত প্রদর্শন করিলে, নব্য লেখকদিগের প্রকৃত-ব্যবস্থা-প্রাপ্তি-পক্ষে আশানুরূপ সুযোগ ঘটিত। যাহা হউক, আমি আশা করি, প্রবন্ধের উপসংহারে ভবদীয় অভিপ্রেত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষিপ্তরূপে ও স্পষ্টভাবে পুনরুল্লিখিত হইবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি সুস্থ হইতে পারি, সাহিত্যপ্রবেশের নূতন সংস্করণে আপনার লিখিত অতি প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় প্রবন্ধের পর্য্যালোচনা করিব।

ঢাকা সারস্বত মন্দির।
২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সাল।

(স্বাঃ) শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণেও স্থানে স্থানে প্রয়োজন-মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী 'প্রবাসী'তে (অগ্রহায়ণ ১৩২১ হইতে শ্রাবণ ১৩২২) তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যগুলি বর্ত্তমান সংস্করণে অনেক স্থলে উপকারে আসিয়াছে। (শুদ্ধিপত্রেও ২।৪টির উল্লেখ করিয়াছি।) এই সংস্করণে পুস্তিকায় আলোচিত শব্দাবলির একটি নির্ঘণ্ট (Index) দেওয়ার ইচ্ছা ছিল ; সেজন্য আমার একটি পুরাতন ছাত্র যথেষ্ট পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়-সংস্করণ-অবলম্বনে প্রস্তুত ; তৃতীয় সংস্করণে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেগুলির জন্য নির্ঘণ্টেরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ; ছাত্রটি দূরদেশে, আমারও রোগজীর্ণ দেহে এমন শক্তি নাই যে সেটি আদ্যন্ত সংশোধন করি ; এ অবস্থায় সেটি মুদ্রিত করা চলিল না। যেরূপ বিলম্বে তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল, তাহাতে আশা হয় না যে আমার জীবদ্দশায় আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ সংস্করণেও যে নির্ঘণ্টটি পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিব, তাহাও দুরাশা। যাহা হউক, বিনা-নির্ঘণ্টেও পুস্তিকার কিঞ্চিৎ কলেবর-বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং এবার মলাটটি যাহাতে সুদৃশ্য ও অধিককালস্থায়ী হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। এই উভয় কারণে কিঞ্চিৎ মূল্যবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, মাতৃভাষার শুভানুধ্যায়িগণ পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণের প্রতিও অনুগ্রহ-দৃষ্টি রাখিবেন। তাহা হইলেই, এই দুর্ব্বল শরীরে যে শ্রম করিয়াছি তাহা সার্থক জ্ঞান করিব। কিমধিক-মিতি চৈত্র ১৩৩০

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা

সূচীপত্র।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

উপক্রমণিকা

মুখবন্ধ

রঙ্গরস অনেক করিয়াছি। আজ একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্নের আলোচনা করিব। কিন্তু সম্প্রতি রঙ্গরসের জন্য বর্ত্তমান লেখকের নামটা যৎকিঞ্চিৎ জাহির হইয়া পড়িয়াছে, গম্ভীরভাবে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তাঁহার শুনানি পাওয়াই শক্ত। তিনি যাহা বলিতে যাইবেন, তাহা 'পরমার্থ' হইলেও সকলে 'পরিহাস' বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আজ সত্য সত্যই একটা গুরুতর কথা পাড়িব। এবার আর হাসির ফোয়ারা নহে, ব্যাকরণের সাহারা। যদি দুই এক স্থলে আপনাদের ফোয়ারা-ভ্রান্তি হয়, তাহা হইলে জানিবেন উহা 'মায়াবিনী মরীচিকা' বই আর কিছুই নহে।

বিষয়-নির্দ্দেশ

সংস্কৃতভাষার যে সমস্ত শব্দ বা পদ বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে, সেগুলি কোন্ ব্যাকরণের শাসনে আসিবে, এই প্রশ্নটি আজ আপনাদের নিকট উত্থাপন করিতেছি।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে ময়মনসিংহে আংশিক-ভাবে পঠিত (১৩১৮)।

প্রথম পক্ষের যুক্তি

বাঙ্গালা সাধুভাষার ব্যাকরণ লইয়া দুইটা দল আছে। দুইটাই প্রবল দল। দুই পক্ষই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিতে চাহেন। এক দলের মতে, যাহা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণবিরুদ্ধ, তাহা বাঙ্গালা সাধুভাষাতেও অপপ্রয়োগ; কেননা, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী (বা মাতামহী)। 'খাঁটী বাংলা' শব্দের বেলায় লেখকগণ যা' খুসী করিতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃত-ভাষার শব্দের বেলায় এরূপ যথেচ্ছাচারে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। সংস্কৃতভাষা হইতে শব্দগ্রহণ করিয়া সেগুলির উপর একটা উদ্ভট ব্যাকরণের কলজারী করা নিতান্ত অত্যাচার; কথায় বলে, 'যা'র শিল তা'র নোড়া, তা'রই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।' [ল্যাটিন, গ্রীক বা হিব্রু ভাষা হইতে যে সমস্ত শব্দ অবিকল ইংরেজীতে গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির বেলায় ইংরেজীতে কি নিয়ম খাটান হয়? Seraph, cherub, datum, erratum, memorandum, প্রভৃতি শব্দের বহুবচন, ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরেজীর সাধারণ নিয়ম চলে কি?] ফলতঃ, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেমন তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রবেশদ্বারে এই বাক্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, 'জ্যামিতি-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইয়া যেন কেহ এখানে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে না আসে', সংস্কৃতভাষানুরাগী সম্প্রদায়ও সেইরূপ নিয়ম করিতে চাহেন যে, 'সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে অধিকার লাভ না করিয়া যেন কেহ বাঙ্গালা সাধুভাষার চর্চ্চা করিতে না আসে।' ইঁহারা এরূপও আশঙ্কা করেন যে, বাঙ্গালা রচনায় একটু শিথিলতার প্রশ্রয় দিলে বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃতভাষায় রচনা পর্য্যন্ত দূষিত ও অধোনীত হইবে। এ আশঙ্কা নিতান্ত ভিত্তিহীনও নহে, কেননা, অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সংস্কৃত-ভাষায় শ্লোক রচনা করিতে গিয়া বাঙ্গালা-ভাষার প্রয়োগের অনুযায়ী প্রয়োগ করিয়া বসেন দেখিয়াছি। ছাত্রেরা তো সংস্কৃত-ভাষায় রচনায় বাঙ্গালার জের টানিয়া এরূপ ভুল প্রায়ই করে।

দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি

অপর দলের মত, বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যেমন রাসায়নিকের বিবেচনায় ঘি ও চর্ব্বি একই পদার্থ, সেইরূপ সংস্কৃত-ভাষার বৈয়াকরণের বিবেচনায় সংস্কৃত-ভাষা ও বাঙ্গালা-ভাষা একই পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাঙ্গালা ভাষা স্বেচ্ছায় ও স্বীয় প্রকৃতি-অনুসারে ব্যাকরণ গড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে, কেননা ইহা 'জীবন্ত ভাষা'। ইঁহারা আরও বলেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত-ভাষার কন্যা বা দৌহিত্রী নহে, কনিষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গালা ভাষা কোন দিন সংস্কৃত-ভাষার চালে পরচালা বাঁধিয়া বাস করে নাই, এখনও করিবে না। ইহা কুটীরবাসিনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা চিরদিনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখায় কোনও ফল নাই। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতভাষা হইতে শব্দ-সম্পদ্ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু শব্দগুলি ব্যবহার করিবার সময় নিজের এক্তিয়ার-মাফিক ব্যবহার করিবে, ইহাতে ওজর-আপত্তি চলিতে পারে না। সংস্কৃতভাষার যে সকল শব্দ অবিকল বাঙ্গালা-ভাষায় ব্যবহৃত, সেগুলি যখন বাঙ্গালা মুল্লুকে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তখন তাহারা বাঙ্গালার আইনকানুন মানিতে বাধ্য। তাহাদিগের মূলভাষার আইনকানুন এ ক্ষেত্রে চলিবে কেন? ইংরেজীতে বলে, When you are in Rome, do as the Romans do; আমাদের শাস্ত্রেও আছে, "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি!" [গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ভাষা হইতে শব্দ লইয়া ইংরেজী ভাষায় সেগুলির বহুবচন, প্রত্যয়, বা উপসর্গ যোগ করিবার সময় মূলভাষার নিয়ম রদ হয় না কি? Genius এর বহুবচন Geniuses, Genii দুইই হয়, তবে অর্থভেদ আছে; radius, focus এর বেলায় দুইরূপ হয়, কোন অর্থভেদ নাই। এক ভাষার শব্দে অন্য ভাষার প্রত্যয় বা উপসর্গ-যোগে (hybrid word) দোআঁশলা-শব্দ-নির্ম্মাণও হয়।]

ফলকথা, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের ভেজাল চাহেন না। বিশ্বামিত্র যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া দিয়া একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ একটা অভিনব 'বাংলা' ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। ইঁহারা আরও বলেন যে, সকল আধুনিক ভাষারই জটিলতা কমিয়া সরলতার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়, বাঙ্গালার বেলায়ই কেন তাহার অন্যথা হইবে? ভাষা-শিক্ষার্থী শিশু ও বিদেশীর শ্রমলাঘবের জন্য ভাষা সহজ করার চেষ্টা আবশ্যক, তাঁহারা কেহ কেহ এ যুক্তিরও অবতারণা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের আর একটি যুক্তি ও তাহার বিচার

দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার এক সম্প্রদায় আর একটা যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিশু, এখন হইতেই ইহাকে ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধিলে ইহার স্বাভাবিক গতিশীলতা ও সহজ স্ফূর্ত্তি নিরুদ্ধ হইবে। লেখকসম্প্রদায়কে পদে পদে বাধা দিলে প্রতিভার বিকাশ হইবে না। ইহার ফলে আমরা অনেক প্রতিভাশালী লেখক হারাইব, 'জননী বঙ্গভাষা' দরিদ্র হইয়া পড়িবেন। বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞ অভিভাবকগণ ইহার উত্তরে বলেন, শিশুর উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান নহে কি? শৈশবে সংশোধন না করিলে শেষে যে রোগ মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইবে। পাছে লেখকসংখ্যা কমিয়া যায় এই আশঙ্কায় ব্যাকরণের নিয়ম শিথিল করা, ও পাছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পরীক্ষোত্তীর্ণ-ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায় এই আশঙ্কায় পরীক্ষার আদর্শ খর্ব্ব করা, দুই-ই একপ্রকারের কথা।

বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিশু, এ কথাটা আমি অনেকবার অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ঠিক অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে শিশু বলেন, তাঁহাদিগের বোধ হয় বিশ্বাস, মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার পুষ্টি করিয়াছেন; অর্থাৎ, ইংরেজের আমলে ও

ইংরেজী শিক্ষার ফলেই এই ভাষার উদ্ভব। ব্রাহ্মাব্দ দেখিলেই এই নব-প্রণীত ভাষার বয়ঃক্রম জানা যায়! কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষা কি এতই অর্ব্বাচীন? সংস্কৃতভাষার সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন না হইলেও এদেশে ইংরেজের শুভাগমনের বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিরাট্ একটা বাঙ্গালা সাহিত্য যে ছিল, তাহা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি খাঁটী বাঙ্গালী কবিগণের কীর্ত্তিতে স্বতঃপ্রকাশ। এমন কি, প্রাচীন বাঙ্গালায় গদ্যেরও একটা ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল। তবে ইংরেজের আমলে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে, গদ্যপদ্য উভয় সাহিত্যে নব ভাব, নব আদর্শ, নব শক্তি আসিয়াছে, ইহা অবশ্য শতবার স্বীকার করি। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সকলেই—অন্ততঃ অনেকেই—সংস্কৃতভাষার সাহিত্য-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। অথচ তাঁহাদিগের রচনায়, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণমতে যে সব দুষ্টপদ, তাহার অভাব নাই। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি মনে হয় না, প্রাচীন আমল হইতে সংস্কৃত-ভাষার শব্দ-সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকৃতিসিদ্ধ ধারা চলিয়া আসি-তেছে? ইহা কোন দিনই সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের ষোল আনা শাসন মানিয়া চলে নাই। হয়তো প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ ইহার কতকগুলি রহস্য বুঝাইয়া দিতে পারে। যাঁহারা প্রাকৃত ও পালিভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা সম্ভবতঃ উপস্থিত প্রশ্নের সমাধান অতি সহজে করিয়া দিবেন। এ দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িবে কি? বর্ত্তমান লেখক শিক্ষা ও সংস্কারবশে অনেক স্থলে সংস্কৃতভাষায় ব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, প্রাকৃত ও পালিভাষায় তাঁহার অজ্ঞতাই ইহার অন্যতম কারণ।

আধুনিক বাঙ্গালা-ভাষার লেখক

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন আমলে দুই সম্প্রদায় বাঙ্গালা লেখক দেখা দিয়াছেন। এক সম্প্রদায় সংস্কৃতভাষাবিশারদ; যথা, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগতি ন্যায়রত্ন, হেমচন্দ্র

বিদ্যারত্ন ইত্যাদি। অপর সম্প্রদায় ইংরেজীনবীশ; যথা, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি। (জীবিত লেখকদিগের নাম করিলাম না।) সাধারণতঃ ইংরেজীনবীশেরা সংস্কৃতভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের রচনায় দু'দশটা অপপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের রচনায়ও যে এরূপ দুষ্টপদ খুঁজিলে না মেলে, এমন নহে। এ ক্ষেত্রে কেবল যে ডিগ্রী-ধারীরা ডিক্রীজারী করিয়াছেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পাঁতি দিয়াছেন। এই সব দেখিয়া এক এক সময় মনে হয়, দেবীবর ঘটক যেমন প্রত্যেক কুলীনেরই এক একটা দোষ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কুলীন লেখকদিগের মধ্যেও প্রত্যেকেরই এক একটা দোষ পাওয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় 'পৌত্তলিকতা' জিনিশটা উঠাইতে গিয়া 'পৌত্তলিকতা' উদ্ভট পদটা চালাইয়াছেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উভচর' ও 'মনান্তর', মাইকেল 'নায়কী' ও 'গায়কী', অক্ষয়কুমার দত্ত 'সৃজন', কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'সক্ষম,' বঙ্কিমচন্দ্র 'সিঞ্চন' 'সিঞ্চিত' চালাইয়াছেন। খাঁটি টোলে-পড়া আধুনিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের রচনায়ও 'সিঞ্চন' 'সিঞ্চিত' দেখিয়াছি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিতজনের 'রোমাবতী'তে 'দুরাচারিণী', 'আত্মাপুরুষ,' 'পিতাস্বরূপ' 'একত্রিত,' রহিয়াছে। কেন এমন হয়? ইহার কি কোন মীমাংসা নাই?

সংস্কৃতভাষাবিশারদদিগের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষা-সম্বন্ধে দুইটা দল আছে। এক দল সংস্কৃতভাষার রীতিশুদ্ধ প্রয়োগের পক্ষপাতী। অপর দল অনেক-পরিমাণে উদারপ্রকৃতি (liberal)। কিন্তু ইঁহাদিগকে দলে পাইয়া বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্যবাদীদিগের গৌরব করিবার কিছু নাই। কেননা, ইঁহাদিগের এই উদারতা অবজ্ঞাজনিত। ইঁহারা বলেন, বাঙ্গালা একটা অপভাষা, প্রাকৃত ভাষা, পামরের ভাষা, পৈশাচিক ভাষার সামিল, অতএব বাঙ্গালায় এত বাঁধাধরা

কি ? বাঙ্গালায় সবই শুদ্ধ, সবই চল। এটা ভাষার জগন্নাথক্ষেত্র, এখানে কোন বাছবিচার নাই। এ ক্ষেত্রে ভাষার খিচুড়ী অবাধে চলিতে পারে।

এই মতই কি শিরোধার্য্য করিয়া লইব ? বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ দেখিলেই কি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া মানিব, এবং সেটাকে বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ বলিয়া ধার্য্য করিব ? যাহা ভাষায় খুব চলিত, তাহা শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে ক্ষতি নাই ; না মানিলে উপায়ান্তরও নাই ; কেননা, তাহার রোধ করা অসম্ভব। 'চক্ষুলজ্জা', 'চক্ষুদান,' 'স্বচক্ষে,' 'চর্ম্মচক্ষে', 'মনান্তর,' কেহ ছাড়িবে কি ? এগুলি কথাবার্ত্তায় চলিলেও সাহিত্যের ভাষায় চলিতে দিব না বলিয়া কোট ধরিলে সে কোট বজায় রাখা কঠিন। কিন্তু লেখক-সম্প্রদায়ের খেয়ালমত যে সব কৃত্রিম পদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই যে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে, ইহা আমার সঙ্গত বিবেচনা হয় না। উৎকট মৌলিকতা, অজ্ঞতা, বা অসাবধানতার ফলে যে সব শব্দ উদ্ভাবিত হইতেছে, সেগুলিতে যে ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

ব্যাকরণ-সম্বন্ধে একটি কথা

ব্যাকরণ-সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভাষা নূতনই হউক, পুরাতনই হউক, যতদিন তাহা জীয়ন্ত ভাষা থাকে, ততদিন ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া তাহার স্বাভাবিক গতিরোধ করা অসম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় যে, খরস্রোতাঃ নদীর প্লাবন-নিবারণের জন্য একস্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ফল হয় নাই, আবার অন্যত্র বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। এইরূপ বাঁধের পর বাঁধ নদীপ্রবাহের গতির রহস্যটা বেশ বুঝাইয়া দেয়। সেইরূপ পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র, সূত্রের পরে বার্ত্তিক, তাহার পর ভাষ্য, তাহার পর টীকা—এই ক্রমিক চেষ্টা ভাষার ক্রমবিকাশের রহস্য বেশ বুঝাইয়া দেয়। যেমন নূতন পদ আসিয়াছে, নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হইয়াছে, অমনই নূতন নিয়ম বাঁধিতে হইয়াছে।

'ব্রহ্মোত্তরে'র বেড়া বদলাইয়া নূতন জমি আত্মসাৎ করার ন্যায় নূতন বার্ত্তিক যোগ করিয়া নূতন অনেক পদ 'সিদ্ধ' করিয়া লওয়া হইয়াছে। অতএব ব্যাকরণের সৃষ্টি ভাষার ভবিষ্যৎ পরিণতি বন্ধ করিবার জন্য নহে; অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ পরিলক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। যখন ভাবের বন্যা বহিবে, তখন ব্যাকরণের পুরাতন বাঁধে সকল সময়ে তাহা. আটকাইতে পারিবে না, বাঁধ ছাপাইয়া যাইবে। তবে যদি কোন মনস্বী কাটগুড়ীর বাঁধের ন্যায় এমন শক্ত বাঁধ বাঁধিতে পারেন যে, চিরদিনের মত ভাবের বন্যায় ভাষার খাতে নূতন জলপ্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তিনি সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। সেরূপ চেষ্টা ঐরাবতের গঙ্গাপ্রবাহ-নিরোধের ন্যায় বিফল হইবে না কি?

বর্ত্তমান পুস্তকে অনুসৃত প্রণালী

আমার কার্য্য অন্যপ্রকারের। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের ব্যতিক্রমের বহু উদাহরণ একটা প্রণালী-অবলম্বনে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজাইয়াছি, এবং আমার সাধ্যমত নিয়ম বা কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে যাহা অপপ্রয়োগ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, তাহার উচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা হইতে সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণজ্ঞান, এবং ঋজুপাঠ হইতে সাহিত্যজ্ঞান সম্বল করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে সুপণ্ডিত, তাঁহারা এই ভার লইলে বিচার-বিতর্ক ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এ সকল হীন কার্য্যে হাত দেন না। তবে অক্ষমের অকৃতিত্ব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রকৃত অধিকারীরা যদি এ পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিফল হইবে না। গালাগালিটুকু আমার উপরি পাওনা হইবে, মীমাংসায় লাভ হইবে—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের।

ক্ষমাভিক্ষা

এই পুস্তকে প্রদত্ত উদাহরণগুলি আমার স্বকপোলকল্পিত নহে। প্রাচীন ও আধুনিক, সংস্কৃতবাগীশ ও ইংরেজীনবীশ, পেশাদার ও সৌখীন, উপাধি-ধারী ও নিরুপাধি, সকল শ্রেণীর লেখকদিগের রচনা হইতেই এই সমস্ত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু বিষয়ের সম্পূর্ণতার জন্য জীবিত লেখকদিগের রচনা হইতে, উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি হইতে, যথেষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করিতে বিরত হই নাই; * কেননা, আমার প্রধান উদ্দেশ্য প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিনির্ণয়। যাহারা রচনাপ্রকরণ শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দৃষ্টান্তমালা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি, পরন্তু তাঁহাদিগের বিধান ও রচনা হইতেও উদাহরণ মিলিয়াছে। যে সকল লেখক এ কারণে বিরক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের আশ্বাসের জন্য বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান লেখকের নিজের রচনায় যে সকল দুষ্টপদ আছে, সে দৃষ্টান্তগুলিও ছাড় পড়ে নাই। এমন কি, কতকগুলি গলদ ভুক্তভোগি-হিসাবেই প্রথমে তাঁহার নজরে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও সাহিত্যে যথেচ্ছাচারনিবারণের জন্য, ভাষা ও সাহিত্যের উপকার ও উন্নতির জন্য, এরূপ অপ্রিয় আচরণ দোষাবহ নহে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও জগতের স্থায়ী উপকারের জন্য জীবন্তপ্রাণিদেহব্যবচ্ছেদ (vivi-section) নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হয় না। ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্তা!

---

* কতকগুলি ভুল সম্ভবতঃ মুদ্রাকর-প্রমাদ, তথাপি সকলগুলিই উল্লেখ করিয়াছি, কেননা অনেকের নিকট ছাপার লেখা অকাট্য যুক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ণচোরা শব্দ

অনেক লম্বশাটপটাবৃত লোককে হঠাৎ দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়; পরে বুঝা যায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইতর লোক। বাঙ্গালায় কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলির দর্শনধারী চেহারা দেখিলে হঠাৎ সংস্কৃতভাষার শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি সংস্কৃতভাষার শব্দ নহে। সেগুলি সাহিত্য-ভোজে ধোঁকার ঝাল। শুধু ছাত্রগণ কেন, অনেক পণ্ডিতও সংস্কৃতভাষার রচনায় সেগুলি ব্যবহার করিয়া বসেন। অতএব প্রথমেই সেগুলির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অবশ্য সে সকল শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করিলে আমি আপত্তি করি না, তবে সেগুলি যে সংস্কৃতভাষার শব্দ নহে এইটুকু বুঝাইতে চাহি। (কোন কোন স্থলে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।)

অকাট্য, (কট্ ধাতু সংস্কৃতভাষায় আছে, কিন্তু তাহার অর্থ আলাদা); অন্তঃশীলা (অন্তঃসলিলার অপভ্রংশ); আলুয়িত বা এলায়িত (সংস্কৃতভাষার 'আলুলায়িত'র সংক্ষেপ); উপরন্ত (অপরন্তুর বিকৃত উচ্চারণ?); উলঙ্গ ও তস্য স্ত্রীলিঙ্গ উলঙ্গিনী (বা উলাঙ্গিনী); উল্লুক (ভল্লুকের নিকট-জ্ঞাতি! সংস্কৃতভাষার উলূক = পেঁচা); কাণ্ডারী (ভাণ্ডারীর ভায়রাভাই! কর্ণধারের অপভ্রংশ?); কুহেলিকা* বাঙ্গালার আকাশ হইতে কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া প্রহেলিকার ন্যায় প্রকাশমানা; গয়ংগচ্ছ; গল্প; গাভী (সংস্কৃতভাষায় 'গবী'); গোলমাল; চন্দ্রিমা (সংস্কৃতভাষায় চন্দ্রিকা আছে, চন্দ্রমাঃ আছে); জালায়ন ('বাতায়নে'র দেখাদেখি, সংস্কৃতভাষায় 'জাল' = জানালা); ঝটিকা (সংস্কৃতভাষার 'ঝঞ্ঝা' হইতে 'ঝড়', সম্ভবতঃ 'ঝড়ে'র প্রকৃত মূল না জানাতে 'ঝটিকা'র উদ্ভব); ঝলকিত;

* লেখকের কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু সংস্কৃতভাষার প্রামাণিক অভিধানে কুহেলিকা ও পুত্তলিকা আছে জানাইয়াছেন। প্রয়োগ পাইয়াছেন কি না জানান নাই।

বিলসিত ; তত্রাচ ('তথাচ'র অশুদ্ধরূপ, 'তত্রাপি'র দেখাদেখি); তাচ্ছিল্য বা তাচ্ছল্য (সংস্কৃতভাষায় 'তাচ্ছীল্য' আছে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ; হয় তো 'তুচ্ছ' হইতে বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে অনুপ্রাসের প্রভাবে হইয়াছে); ('কটুকাটব্য' সংস্কৃতভাষায় চলে কি?); পুঙ্খানুপুঙ্খ কি সংস্কৃতভাষার শব্দ? পুত্তল, † পুত্তলিকা, পৌত্তলিকতা (সংস্কৃতভাষায় এ সব শব্দ আছে কি? পুত্রিকার প্রাকৃত রূপ?)*; ভরশা; ভাস্কর্য্য (সংস্কৃতভাষায় প্রস্তরমূর্ত্তি-নির্ম্মাতা অর্থে 'ভাস্কর' নাই); মতি বা মোতি (মুক্তার বা মৌক্তিকের অপভ্রংশ না যাবনিক শব্দ?); মর্ম্মন্তুদ ('অরুন্তুদ'র দেখাদেখি হালে তৈয়ারি); মাত্র (সংস্কৃতভাষায় 'মাত্রা' আছে, পরপদ হইলে সমাস-স্থলে তাহার অন্ত্য আকার-লোপ হয়; 'মাত্রচ্' প্রত্যয় আছে, স্বতন্ত্র 'মাত্র' শব্দ নাই); মূর্চ্ছাভঙ্গ (সম্ভবতঃ 'উৎসাহভঙ্গ'); রাণী ('রাজ্ঞী'র অপভ্রংশ); রূপসী ('রূপীয়সী'র অপভ্রংশ?); বনানী ('অরণ্যানী'র দেখাদেখি হালে তৈয়ারি); বালি ('বালু'র অশুদ্ধ উচ্চারণ); বিদ্রূপ; ব্যাভ্রম; শশব্যস্ত; শিহরিত; শীকার ('স্বীকারে'র অর্থবিশেষ নহে কি? না যাবনিক শব্দ?); ষড়যন্ত্র; সচ্ছল; হা হুতাশ (হা হতাশ হইবে, হুতাশ=অগ্নি নহে); হুহুঙ্কার (সংস্কৃতভাষায় 'হুঙ্কার'; 'হুহুঙ্কার' অন্নদামঙ্গলে আছে; বাঙ্গালী বীরের জাতি, হুঙ্কারে কুলায় নাই, 'অভ্যস্ত' করিয়া হুহুঙ্কার করিয়া লইয়াছে! হাহাকারের দেখাদেখি?)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্, এ, মহাশয় † সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৭শ ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যায়) প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন,

---

* এটা আমার মনগড়া কথা নহে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ বলেন। 'আর্য্যাবর্ত্ত' (বৈশাখ ১৩১৮) 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য। 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

† উক্ত অধ্যাপক মহাশয় যে শব্দকোষ খণ্ডশঃ প্রকাশিত করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ হইলে এ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিবিচারে সহায়তা করিবে।

—গঠিত ('ঘটিত'র অপভ্রংশ) ; চমকিত ('চমৎকৃত'র সংক্ষেপ) ; টিকা ('তিলকে'র অপভ্রংশ, টীকা স্বতন্ত্র শব্দ) ; পুনরায় ('পুনর্ব্বারে'র অপভ্রংশ) ; মাকুন্দ (মৎকুণের অপভ্রংশ) ; মিনতি (('বিনতি'র অনুনাসিক উচ্চারণ) ; বিজলী বা বিজুলী ('বিদ্যুতে'র অপভ্রংশ) ; ব্যভার ('ব্যবহারে'র দ্রুত উচ্চারণ) ; সরম ('সম্ভ্রমে'র অপভ্রংশ) । অতএব এগুলিও বর্ণচোরা শব্দ।

সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত কোলের অপভ্রংশ কুল (ফল), কোষ্ঠীর অপভ্রংশ কুষ্ঠী (যথা গোষ্ঠীর গুষ্ঠী উচ্চারণ), সত্রের অপভ্রংশ ছত্র, জ্ঞাতির অপভ্রংশ জ্ঞাত, পরশ্বঃর অপভ্রংশ পরশু, বৃহতের অপভ্রংশ বিরোধ, বিবাহের অপভ্রংশ বিভা, বীজের অপভ্রংশ বীচি, বৃষ্টির অপভ্রংশ বিষ্টি, শ্যালকের অপভ্রংশ শালা, শ্যালী বা শ্যালিকার অপভ্রংশ শালী, সংস্কৃতভাষার কুল, কুষ্ঠী, ছত্র, জ্ঞাত, পরশু, বিরোধ, বিভা, বীচি, বিষ্টি, শালা, শালী বা শালি, প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 'বাহার'-অর্থবোধক চটক সংস্কৃতভাষার চটকপক্ষীর সহিত এক নহে।

ইহার কতকগুলি শব্দ ভোলফেরার মধ্যেও ধরিতে পারিতাম। কিন্তু অবিকল ঐ শব্দগুলি সংস্কৃতভাষার শব্দ বলিয়া অনেকের ভ্রম হইতে পারে, এইজন্য বর্ণচোরা শব্দের মধ্যে দিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভোলফেরা শব্দ

কতকগুলি কারণে বাঙ্গালায় আসিয়া সংস্কৃতভাষার অনেক শব্দের ভোল ফিরিয়া যায়। অবশ্য সেগুলি অপভ্রংশ বলিলে লেঠা চুকিয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র তাহাতে অনর্থ-নিবারণ হয় না। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রায়ই হসন্ত শব্দ বা পদ হসন্ত-চিহ্ন না দিয়া ছাপান হয়। সমাস ও সন্ধির সময়ে অকারান্ত-ভ্রমে সেগুলির সঙ্গে ভুল সন্ধি হয়। বহুস্থলে সংস্কৃত-ভাষার শব্দ বা পদের বাঙ্গালায় প্রয়োগকালে বিসর্গ-বিসর্জ্জন ঘটিয়াছে,

সেগুলির বেলায়ও সমাস ও সন্ধির সময়ে বিষম অনর্থ ঘটে। উভয় শ্রেণীর উদাহরণ সন্ধি ও সমাস-প্রকরণে দিব। 'বাণান-সমস্যা'-পুস্তিকায় দুইটি প্রশ্নেরই বিশদ আলোচনা করিয়াছি। বিসর্গান্ত বয়ঃ ও আশীঃ বাঙ্গালায় বয়স ও আশীষ হইয়াছে। এদুটি শব্দের উচ্ছেদ অসম্ভব। (আশীষে ইবর্ণের দীর্ঘত্ব আশীর্ব্বাদের দেখাদেখি, ইহা অশুদ্ধ। 'আশিষ' মন্দের ভাল।) কাচ, তুষ, পুষ, পাচন, শাপ এই পাঁচটি শব্দে চন্দ্রবিন্দু লাগাইয়া বিকৃত করা হয়। উচ্চারণ-দোষে সুরঙ্গ, মরক 'সুড়ঙ্গ', 'মড়ক' হইয়াছে।

দ্রুত-উচ্চারণে করবীর 'করবী', ব্যবসায় 'ব্যবসা', বিকৃত উচ্চারণে নাগকেশর 'নাকেশ্বর' বা 'নাগেশ্বর' বাগীশ্বরী 'বাগেশ্বরী', অন্নকূট 'অন্নকোট', হইয়াছে, জাম্ববান্ হনুমানের দেখাদেখি 'জাম্বুবান্' সাজিয়াছে, মঞ্জরী 'মঞ্জুরী' ও 'মুঞ্জরী' হইয়াছে, উপকথা 'রূপকথা' হইয়াছে, চাকচক্য 'চাকচিক্য'-রূপ লাভ করিয়াছে, পল্যঙ্ক 'পালঙ্ক', আতঙ্ক 'আতঙ্গ', বাসকঘর 'বাসরঘর' হইয়াছে, ভ্রাতৃবধূ 'ভাদ্রবধূ' হইয়াছেন! এইরূপ বহু উদাহরণ 'বাণান সমস্যা'-পুস্তিকায় 'বর্ণ-বিপর্য্যয়'-প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

অনেক স্থলে অকারান্ত শব্দ বাঙ্গালায় আকারান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা বাঙ্গলা ভাষার একটা বিশিষ্টতা বলিয়া মনে হয়। (হিন্দীতেও অগস্ত্য-কুণ্ডা, রামাপুরা, মদনপুরা, মিশিরপোখরা প্রভৃতি এই শ্রেণীর।) ইহা কি বিকৃত উচ্চারণ না একটা বাঙ্গালা প্রত্যয়? (স্ত্রী-প্রত্যয় অবশ্য নহে।) ইহার দরুণ বহু শব্দের ভোল ফিরিয়াছে। যথা—দারা (দার নিত্য বহুবচনান্ত বলিয়া 'দারাঃ' পদের বিসর্গ-বিসর্জ্জনে এইরূপ ঘটিয়াছে কি? না পুংলিঙ্গ 'দার' শব্দের কল্পিত স্ত্রীলিঙ্গ?); অলকা তিলকা (অলক তিলক), মামা (মাম), মলা বা ময়লা (মল*), তলা বা তালা (তল), গলা (গল), কণ্ঠা (কণ্ঠ), কাণা (কাণ), ধ্বজা (ধ্বজ), ফেনা (ফেন)। একা (এক), দেবা (দেব), রামা শ্যামা (রাম শ্যাম, অবজ্ঞা বুঝাইতে),

মন্দ (মন্দা), শঙ্করা (শঙ্কর, অবজ্ঞার্থে ?), চোরা (চোর) এইরূপ কয়েকটি স্থলে অকারান্ত আকারান্ত উভয় প্রকারের প্রয়োগই বাঙ্গালায় আছে।

কতকগুলি স্থলে অর্থভেদ বুঝাইতে আকারান্ত রূপ কল্পিত হইয়াছে। যথা, যণ্ড যণ্ডা, পৃষ্ঠ পৃষ্ঠা, মূল মূলা। শিরোনামা, একচ্ছত্রা, অষ্টমঙ্গলা, মন্বন্তরা, পরিক্রমা (যথা কাশী-পরিক্রমা প্রভৃতি গ্রন্থের নামে), সর্ব্বেসর্ব্বা, রজনীগন্ধা, পলাতকা, ব্যাখ্যানা, বিহঙ্গমা, শকাব্দা (বহুবচনের বিভক্তিতে বিসর্গলোপ ?) দত্তজা মিত্রজা ঘোষজা বোসজা সেনজা প্রভৃতি আরও অদ্ভুত।* 'বচসা'র উদ্ভব কিরূপে হইল ?

কতকগুলি স্থলে প্রথমে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ-ভাবে পদগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরে ব্যাপ্তিগ্রহ ঘটিয়াছে। যথা দক্ষিণা দিক্ হইতে দক্ষিণা বাতাস, নির্জ্জলা একাদশী হইতে নির্জ্জলা দুধ, কর্ম্মনাশা নদী হইতে কর্ম্মনাশা লোক, নিষ্ফলা যাত্রা হইতে নিষ্ফলা বার (রবিবার নিষ্ফলা বার) ও নিষ্ফলা মেঘ (এ মেঘ পশ্চিমে মেঘ, নিষ্ফলা যাবে না), অনাথা স্ত্রী হইতে অনাথা লোক, অবলা নারী হইতে অবলা জীব বা জন্তু, (বাস্তবিক 'অবোলা' বাক্‌শক্তিহীন dumb cicature নহে কি ? চণ্ডীদাসে দৃষ্টান্ত আছে।) শ্বশুরদত্তা সম্পত্তি হইতে শ্বশুরদত্তা বিষয়, সভাউজ্জ্বলা কন্যা হইতে সভা-উজ্জ্বলা জামাই, চঞ্চলা মেয়ে হইতে ছেলেটা বড় চঞ্চলা। এরূপ অনুমান কষ্ট-কল্পনা কি ? না এগুলি কোন বাঙ্গালা প্রত্যয় ?

কতকগুলি স্থলে অলীক সাদৃশ্যবশতঃ (false analogy) 'আ'কার যুটিয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ড কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ডের জের 'সুন্দরাকাণ্ড' 'উত্তরাকাণ্ডে' আসিয়াছে, কলার দেখাদেখি 'ছলা', তুলাদণ্ডের দেখাদেখি 'তূলা' (কার্পাস), হাওয়ার দেখাদেখি 'মলয়া' ছুটিয়াছে। ছায়ার আকার থাকাতে 'কায়া'র আকার প্রকট হইয়াছে—এখন ইহার মায়া কাটান

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশদ বিচার আছে। (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮)

দায় হইয়া পড়িয়াছে। এই আকারের সঙ্গে আমাদের মজ্জাগত সাকারোপাসনার কোন কার্যাকারণ-সম্বন্ধ আছে না কি?

দুই এক স্থলে পদের আদিস্থিত বা পদমধ্যগত অকার আকার হইয়াছে। যথা আকথা কুকথা, আমাবস্যা, দশহারা, দন্তাবক্র, অজাগর সাপ—সাধারণ উচ্চারণে। প্রাচীন কাব্যে অনুপাম (অনুপম) ও নয়ান (নয়ন) আছে। কেহ কেহ চামরের দেখাদেখি চামরী, বাড়বানলের (বাড়ব+অনল) দেখাদেখি বাড়বা, পাতঞ্জলের দেখাদেখি পাতঞ্জলি, লিখিয়া বসেন। (ওষধির দেখাদেখি ঔষধি ও মহৌষধিও চলিতেছে।) এ ভ্রমগুলি সংশোধন করা অসাধ্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে 'আ'কার এমন মৌরূসী পাট্টা করিয়া লইয়াছে যে তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব।

আবার 'আ'কার অপভ্রংশে 'অ'কার হইয়াছে, এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। এগুলিও ভোলফেরা শব্দ। যথা শিরা শির, ধারা 'ধার', শিলা 'শিল', শালা 'শাল' (যথা ঢেঁকিশাল, হাঁড়ীশাল) বীণা 'বীণ', চূড়া 'চূড়', জটা 'জট', মালা 'মাল' (হাড়মাল, ভক্তমাল হিন্দীতেও আছে), মুক্তা 'মুক্ত', লালা 'লাল' বা 'নাল', আশা 'আশ' ছায়া কবিতায় 'ছায়', আভরণ 'অভরণ' হইয়াছে।

'নীলিমা' 'রক্তিমা'—ইমন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের পদ—'নীলিম' 'রক্তিম' হইয়াছে এবং বিশেষণ-ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 'পলাশীর যুদ্ধে' 'ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ' না হয় ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি করিয়া সামলাইলাম। কিন্তু 'রক্তিম অম্বর' 'আরক্তিম মুখমণ্ডলের' অভাব নাই। 'রক্তিম কপোল', 'রক্তিম অধর' ও 'রক্তিম গণ্ডে'র লোভ-সংবরণ দুরূহ। 'রক্তিম রাগ' চমৎকার! 'রক্তিম স্বপন'ও দেখিয়াছি!

এতদ্ভিন্ন অন্য নানারূপ ভোলফেরাও আছে। যথা 'নিশা' 'নিশি' হইয়াছে। 'বাণান-সমস্যা'-পুস্তিকায় এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থঘোরা শব্দ

অনেকগুলি শব্দ সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ইংরেজীতেও ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অর্থব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।] সংস্কৃতভাষায় এরূপ অর্থে শব্দগুলির ক্বচিৎ কুত্রচিৎ প্রয়োগ আছে কি না, তাহা আমার পক্ষে বাহির করা কঠিন, কেননা এই ভাষায় গ্রন্থাদি ভূরিপরিমাণ এবং আমার বিদ্যা নিতান্ত অল্প। তবে যতদূর জানি, এই অর্থগুলি সংস্কৃত-ভাষায় নাই। এগুলি অপপ্রয়োগ বলিয়া ধরিতে হইবে, কি বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োজন-অনুসারে যখন এরূপ অর্থব্যতিক্রম হইয়াছে, তখন তাহা ভাষার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির ফলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার সুধীমণ্ডলীর উপর।

এই শ্রেণীর শব্দের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'এবং' ও 'সুতরাং'। এ দুইটি শব্দ বাঙ্গলায় যে অর্থে ব্যবহৃত, সংস্কৃতভাষায় সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

অকষ্টবদ্ধ দায় (= কষ্টবদ্ধ) অঘোর (= ঘোর) নিদ্রা, অমন্দ (= মন্দ, আমি কিছু অমন্দ বলি নাই)—এসব কি তৎসাদৃশ্যে নঞের প্রয়োগ? 'নিষ্কালী' পাঁঠার নিঃ কি নিরর্থক? না এসব স্থলে 'নঞ' ও নিঃ (emphatic), অর্থ আরও জোরালো ও ঘোরালো করে? (সংস্কৃতভাষায় 'অনুত্তম'র ন্যায় সমাস হইয়াছে কি?)

অকৌশল = বিরোধ। এ অর্থ সংস্কৃতভাষায় আছে কি?

অত্যন্তাভাব। যে পদার্থের আদৌ অস্তিত্ব নাই (যথা আকাশ-কুসুম) তাহার অভাবকেই দর্শনশাস্ত্রে অত্যন্তাভাব বলে। বাঙ্গালায় কিন্তু শব্দটি ঠিক এ ভাবে ব্যবহৃত হয় না।[২]

অথর্ব্ব (অথর্ব্বন্) = জরাবশতঃ অঙ্গচালনায় অশক্ত।

অপরূপ = সুরূপ। (কখন কখন ঠাট্টা করিয়াও বলা হয়)। সংস্কৃত-

ভাষায় অপ-রূপ=রূপবিহীন, কুরূপ অথবা আশ্চর্য্য। (কৃষ্ণকমল বাবু বলেন, 'অপূর্ব্ব'র অপভ্রংশ। 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

অপ্রতিভ=অপ্রস্তুত। সংস্কৃতভাষায় এই অর্থ আছে কি?

অর্ব্বাচীন। সংস্কৃতভাষায় 'অপ্রবীণ'। বাঙ্গালায় এ অর্থে অব্যবহৃত। ইহা হইতে বাঙ্গালা অপরিণতবুদ্ধি অর্থ আসিয়াছে কি?

অবিদ্যা=রক্ষিতা নারী। বৈদান্তিক মায়ার কি উহা একটা খেলা?

অহঙ্কার=গর্ব্ব। দর্শনাদিশাস্ত্রে এই অর্থ নহে। সাহিত্যে আছে কি?

আকিঞ্চন=দৈন্যের ভাবে প্রকাশিত ইচ্ছা (সংস্কৃত দৈন্য অর্থ হইতে লক্ষণা?)

আক্ষেপ=বিলাপ। বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন। (সংস্কৃতভাষায় নিন্দা বা অঙ্গবিক্ষেপ। বিলাপকালে অঙ্গবিক্ষেপ ঘটে অথবা অদৃষ্টের নিন্দা করা হয়, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে বলিলে কষ্ট-কল্পনা হয় না কি?)

আচ্ছন্ন=অজ্ঞান-অভিভূত। 'জ্বররোগী আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।' বিকারের ঘোরে জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে কি?

আদ্যোপান্ত=আদ্যন্ত। (শ্লেষটুকু পঠিত হয় না, এইরূপ একটা শাস্ত্রবচন আছে। সেইজন্য কি এই অর্থ?)

আমাশয়=রোগবিশেষ। সংস্কৃতভাষায় উদরের অংশবিশেষ। সেই অংশের রোগ এইভাবে অর্থটি আসিয়াছে কি?

আশ্চর্য্য=বিস্ময়াপন্ন। 'শুনিয়া অবাক্ আশ্চর্য্য হইলাম'। (সংস্কৃত-ভাষায় বিস্ময় ও বিস্ময়জনক এই দুই অর্থ আছে।)

ইতর=নীচ। সংস্কৃতভাষায় হয়তো এ অর্থ আছে। কিন্তু সংস্কৃত-ভাষায় প্রচলিত 'অন্য' অর্থ বাঙ্গালায় নাই।

ইতিকথা=অলীক কথা (সংস্কৃতভাষায়)। বাঙ্গালায় ইতিবৃত্ত অর্থে বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যবহার করিতেছেন।

উচ্চবাচ্য = সাড়াশব্দ। (যোগেশ বাবু বলেন্ সংস্কৃতভাষার 'উচ্চাবচ'র অপভ্রংশ।)

উপন্যাস = উপকথা, নভেল। সংস্কৃতভাষায় 'বাঙ্মুখ' অর্থ। উহা হইতে কিরূপে এই অর্থ আসে? সংস্কৃতভাষায় 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' থাকিতে সংস্কৃতভাষার এই শব্দটির অপপ্রয়োগ কেন?

উপায় = রোজকার, 'দশ টাকা উপায় করিতেছে'। সংস্কৃতভাষার 'সাধন' অর্থের লক্ষণা? না 'আয়' শব্দে উপসর্গ যুটিয়াছে?

কথা = শব্দ (word); সংস্কৃতভাষায় এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

কপাল = ললাট। সংস্কৃতভাষায় মাথার খুলি বুঝায়—'নরকপাল'।

কল্য = আগামী দিন বা বিগত দিন (সংস্কৃতভাষায় 'প্রত্যূষ' অর্থ)।

কারণ = because, যেহেতু। সংস্কৃতভাষায় conjunction হইয়া বসে না।

চুম্বক = বাঙ্গালায় সারসংগ্রহ। সংস্কৃতভাষায় সংগ্রহকারী অর্থ।

ছবি = চিত্র। সংস্কৃতভাষায় শোভা অর্থ।

জড় করা = একত্র করা (collect)।

জীবনী = জীবন-চরিত।

তত্ত্ব = কুটুম্ববাড়ী প্রেরিত মিষ্টান্ন। (সংস্কৃতভাষার বার্ত্তা অর্থ হইতে লক্ষণা? 'সন্দেশ' দেখুন)।

দায় = সঙ্কট অবস্থা, যথা কন্যাদায়, পিতৃদায়, দায়ে পড়া।

দায়িত্ব = ঝুঁকি, responsibility; সংস্কৃতভাষায় এসব অর্থ আছে কি? (দেয় অর্থ হইতে?)

দ্বিধা = দ্বৈধীভাব, সন্দেহ, doubt, indecision; (সংস্কৃতভাষায় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না)।

ন স্যাৎ। তিনি আমাকে 'ন স্যাৎ' করিয়া উড়াইয়া দিলেন।

নিরাকরণ = নিরূপণ। (সংস্কৃতভাষায় নিবারণ অর্থ)।

পরশ্ব (পরশ্বঃ)=বিগত দিনের পূর্ব্বদিন। সংস্কৃতভাষায় আগামী দিনের পর দিন। বাঙ্গালায় এ অর্থও আছে।

পরিবার=পত্নী ; বৃদ্ধেরা এই অর্থে ‘সংসার’ বলেন। (ইংরেজী family শব্দের এই অর্থে প্রয়োগও ভুল।) সংস্কৃতভাষায় পরিজন অর্থ।

পাত্র, পাত্রী=বর, কন্যা। ‘বরপাত্র’ বৃদ্ধদিগের মুখে শোনা যায়।

প্রজাপতি=পতঙ্গবিশেষ। [ইহার জের—বিবাহে চ প্রজাপতিঃ—এই বচনের ব্রহ্মার বদলে দেবতার আসনে ডানামেলা প্রজাপতি (পতঙ্গ) বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে অঙ্কিত হয়।]

প্রতি=প্রত্যেক (every)। ‘প্রতি ছত্রে’ এরূপ অর্থে ‘প্রতি’ সংস্কৃত-ভাষায় একা বসে না।

প্রশস্ত=চওড়া (broad)। সংস্কৃতভাষায় ‘প্রশংসনীয়’ বা ‘শ্রেষ্ঠ’ বুঝায়।

ভাসমান=যাহা ভাসিতেছে, (floating); (সংস্কৃতভাষায় এ অর্থ আছে কি ?)

ভাসুর=স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সংস্কৃতভাষায় ভাসুর=দীপ্তিমান্। বাঙ্গালা শব্দটি সম্ভবতঃ ভ্রাতৃশ্বশুরের অপভ্রংশ, অতএব ‘ভাশুর’ বাণান হওয়া সঙ্গত।

ভাস্কর=প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা। এ অর্থ সংস্কৃতভাষায় আছে কি ?

ভোগ=সংস্কৃতভাষায় একা বসিলে সুখভোগ বুঝায়। বাঙ্গালায় একা বসিলে বা ‘কর্ম্মভোগ’ প্রভৃতি ‘সমস্ত’ পদে দুঃখভোগ বুঝায়। (Degeneration of meaning এর সুন্দর দৃষ্টান্ত)।

মন্বন্তরা (মন্বন্তর)=দুর্ভিক্ষ। যথা—‘আমিও বৃদ্ধ হ’লাম দেশেও মন্বন্তরা লাগ্‌ল’।

মর্ম্মর=মারবেল পাথর, marble ; ইংরেজী শব্দের অক্ষরানুবাদ। সংস্কৃতভাষায় বৃক্ষপত্রের শব্দ। বাঙ্গালায়ও আছে—‘মর্ম্মরিছে পাতাকুল।’

মলয়=মলয়ানিল, দক্ষিণ বায়ু। (মলয় পর্ব্বত হইতে লক্ষণা ?) প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে এই অর্থ আছে কি ?

রহস্য=ঠাট্টা (সংস্কৃতভাষায় 'গোপনীয়')।

রাগ=কোপ (rage)। (ক্রোধে মুখেচোখে রক্তিমা আসে তাহা হইতে লক্ষণা ?) সংস্কৃতভাষায় অনুরাগ ও রক্তিমা অর্থ ; কোপ অর্থ আছে কি ?

রাষ্ট্র=জানাজানি। (রাষ্ট্র=দেশ অর্থ হইতে দেশময় ছড়াইয়া পড়া অর্থ হইয়াছে ?) বঙ্কিমচন্দ্র 'রাষ্ট' লিখিয়াছেন।

বাধিত=উপকৃত (obliged, indebted)। সংস্কৃতভাষায় বাধাপ্রাপ্ত অর্থ।

বিভ্রাট্=গোলযোগ। যথা, 'বিবাহ-বিভ্রাট্'। সংস্কৃতভাষায় (বিভ্রাজ্ শব্দের) এ অর্থও নাই, বিশেষ্যরূপে ব্যবহারও নাই।

বিমান=আকাশ। (সংস্কৃতভাষায় আকাশগামী রথ অর্থাৎ ব্যোমযান)।

বিলক্ষণ=বেশী পরিমাণ।

বিষয়=জমীদারী (সংস্কৃতভাষায় 'দেশ' বা 'সম্পত্তি' অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

বেগ=উদ্‌বেগ, কষ্ট। 'টাকা উদ্ধার করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে'।

বেদনা=ব্যথা। সংস্কৃতভাষায় ব্যাপক অর্থে (সুখ দুঃখ দুইএরই) অনুভূতি, বাঙ্গালায় সঙ্কীর্ণার্থে (কেবল) কষ্টানুভূতি; ইংরেজী pensive শব্দেও কতকটা এইরূপ অর্থ-সঙ্কোচ হইয়াছে।

বেলা=পক্ষ। যথা, 'আপনার বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাত'। ('সময়' অর্থ কি ? আপনার সময়ে, পরের সময়ে ?)

বৈবাহিক=পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। সংস্কৃতভাষায় এই সঙ্কীর্ণ অর্থ এবং বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ আছে কি ? ('সম্বন্ধী' দেখুন।)

ব্যঙ্গ=ঠাট্টা (ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জনার প্রকার-ভেদ ?)

ব্যস্তসমস্ত=অতিমাত্র ব্যস্ত।

ব্যাপার = ঘটনা।

শুশ্রূষা = রোগীর সেবা। সংস্কৃতভাষায় শ্রবণেচ্ছা বা সেবা; বাঙ্গালায় সঙ্কীর্ণার্থে রোগীর সেবা।

শ্রীযুত শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্তা উচ্চ বা সমান সম্পর্কের লোককে লিখিতে হয়, এবং শ্রীমান্ শ্রীমতী নিম্ন সম্পর্কের লোককে লিখিতে হয়, বাঙ্গালায় এই প্রথা প্রচলিত। কিন্তু এই প্রভেদ সংস্কৃতভাষায় নাই।

শ্লেষ = ঠাট্টা। (সংস্কৃতভাষায় অলঙ্কার-বিশেষ। এই অর্থ হইতে লক্ষণা আসে কি ?)

সংবাদ = খবর (news)। সংস্কৃতভাষায় বৃত্তান্ত বা কথাবার্ত্তা অর্থ।

সচরাচর = প্রায়শঃ। সংস্কৃতভাষায় এ অর্থ নাই।

সন্দেশ = মিষ্টান্ন। সংস্কৃতভাষায় বার্ত্তা, খবর। কুটুম্ববাড়ী খোঁজখবর লইতে বা পাঠাইতে হইলে সেই সঙ্গে লোক-মারফত মিষ্টান্ন পাঠান রীতি; এইরূপে অর্থ-ব্যতিক্রম হয় নাই কি ? 'তত্ত্ব' শব্দ এখনও দুই অর্থেই চলে, (১) 'আমাদের তত্ত্ব লও না' (২) 'নূতন কুটুম-বাড়ী হইতে কি তত্ত্ব এল ?'।

সমারোহ = জাঁকজমক ('শব্দসারে' এ অর্থ আছে। কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু বলেন, সংস্কৃত-ভাষায় এ অর্থ নাই। 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)।

সমীহ (সংস্কৃত ভাষার 'সমীহা' শব্দের অপভ্রংশ ? = সম্মান।

সম্বন্ধী = শ্যালক।

সাক্ষাৎ—সংক্ষিপ্তভাবে 'সাক্ষাৎকার'-অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না'।

সেনানী = সৈন্য (army); (সংস্কৃতভাষায় 'সেনানায়ক' অর্থ)। এটা ডাহা ভুল, অথচ বাঙ্গালায় এই ভুল অর্থে ব্যবহার হইতেছে।

স্নেহ—বাঙ্গালায় কেবল নিম্ন সম্পর্ক-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়; সংস্কৃতভাষায় এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ বোধ হয় নাই।

হিংসা = মাৎসর্য্য, দ্বেষ। সংস্কৃতভাষায় 'বধ' বা 'পীড়া দেওয়া' অর্থ।

ইহার প্রায় সকলগুলিই বাঙ্গালায় এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে এখন নিবারণ অসাধ্য। কিন্তু তথাপি বলিতে চাহি, আদ্যোপান্ত, নিরাকরণ, পরিবার, ভাসমান, মলয়, রহস্য, বাধিত, বিমান, সেনানী এই কয়টি শব্দের অপপ্রয়োগ বন্ধ করা যায় না কি? বড় বড় সাহিত্যসেবীরা 'উপন্যাস' 'ইতিকথা' ও 'জীবনী'র ভুল অর্থে ব্যবহার ছাড়িতে পারেন না কি? ইহা ছাড়া অসাবধান লেখকগণ সূর্য্যাস্তকালে কমলিনীর চক্ষুঃ মুদ্রিত না করিয়া (অপভ্রংশ?) 'মুদিত' (অর্থাৎ হৃষ্ট) করিতেছেন, 'কিঞ্চিৎ' বুঝাইতে 'কথঞ্চিৎ' চালাইতেছেন, 'পঠদ্দশা'কে 'পাঠ্যাবস্থা'য় পরিণত করিতেছেন, 'করুণ' কণ্ঠে ক্রন্দন না করাইয়া 'সকরুণ' কণ্ঠে ক্রন্দন করাইয়া অর্থের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন, "তত্ত্বাবধান' না করিয়া 'তত্ত্বাবধায়ন' (তত্ত্বাবধায়কের দেখাদেখি!) করিতেছেন, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

এতদ্ভিন্ন, ইংরেজীর প্রতিশব্দ-হিসাবে যে সকল সংস্কৃতভাষার শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিরও প্রকৃত অর্থের বেশ একটু ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। যথা আত্মা = soul, মন (মনঃ) = mind, নাস্তিক = atheist, ধর্ম্ম = religion, নীতি = morality, বিবেক = conscience, কর্ম্ম = work; মুখপত্র = frontispiece, সাহিত্য = literature, ব্যাকরণ = grammar, কারক = case; ইংরেজী first person বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষ হইয়া সংস্কৃতভাষার প্রথম পুরুষের সহিত বিষম গোলযোগ ঘটাইতেছে।

ইংরেজী era, epoch, period, age প্রভৃতির প্রতিশব্দ-স্বরূপ 'যুগ'শব্দের অপব্যবহার অত্যন্ত অন্যায়। ভারতচন্দ্রের যুগ, ঈশ্বরগুপ্তের যুগ, বিদ্যাসাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ—এক কলিযুগেই কত যুগ! ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গাও ইহার কাছে হারি মানে! ইহা ছাড়া বৈদিক যুগ, উপনিষদের যুগ, ষড়্‌দর্শনের যুগ, পৌরাণিক যুগ ইত্যাদি আছে। অনেকে

দ্বাদশ বৎসরে যুগ কল্পনা করিয়া ভূশুণ্ডীর ন্যায় চারিযুগের সাহিত্য-সংবাদ দিতেছেন! কলিতে 'মানব অল্পায়ুঃ! এই যৌগন্ধরায়ণেরাই আবার বঙ্গভাষার ধুরন্ধর! ইঁহাদিগের ভুল দেখাইয়া দিলে ইঁহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া দোষ-প্রদর্শনকারীকে ঠোকর মারিতে ছাড়েন না।

এ পর্য্যন্ত অভিধান লইয়া নাড়াচাড়া করিলাম। এইবার আসল ব্যাকরণ লইয়া পড়িব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দোআঁশলা (Hybrid) শব্দ ও শব্দ-সঙ্ঘ

ইংরেজীনবিশ পাঠকেরা জানেন যে, ইংরেজীভাষায় খাঁটি স্যাক্সন্ (Saxon) শব্দে ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে গৃহীত উপসর্গ বা প্রত্যয়-যোগে অথবা ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে গৃহীত শব্দে স্যাক্সন্ উপসর্গ বা প্রত্যয়-যোগে দোআঁশলা শব্দ (Hybrid word) নির্ম্মিত হইয়াছে এবং দুই প্রকার ভাষা হইতে দুইটি শব্দ লইয়া সমাসও (Compound word) হইয়াছে। এইরূপ বহু দোআঁশলা শব্দ ও শব্দসঙ্ঘ ইংরেজীভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায়ও এরূপ ব্যাপার বিরল নহে। যথা—

১। বাঙ্গালা বহুবচনের কোন কোন বিভক্তি (কাহারও কাহারও মতে) যাবনিক বা অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত; অথচ সেগুলি সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত শব্দেও লাগান হয়; এগুলি এক শ্রেণীর দোআঁশলা পদ।

২। স্ত্রীপ্রত্যয়েও এরূপ গোঁজামিল ঘটিয়াছে, তাহা লিঙ্গবিচারে দেখাইব।

৩। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগেও এইরূপ দোআঁশলা শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। 'ইংলণ্ডীয়' 'য়ুরোপীয়' 'খ্রীষ্টীয়' 'আদালতীয়' 'ডেপুটি-গিরি' ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। 'অংশীদার' ও 'ভাগীদার'—সংস্কৃতভাষা হইতে

গৃহীত প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাবনিক ভাষা হইতে আমদানী প্রত্যয়ও যোগ করা হইয়াছে,—ফলে পুনরুক্তিদোষও (tautology) ঘটিয়াছে।

এখন কলিকালে, লোকে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ না মানিয়া 'আইনতঃ' অধিকার চাহিতেছে। 'কালিমা' ও 'নীলিমা'র পার্শ্বে 'লালিমা'র আমদানি হইয়াছে। 'আলোময়' ও 'ভালবাসাময়ী' কোন কোন রচনাকে উজ্জ্বল ও মধুর করিতেছে। 'ঝলকিত' 'ঝলসিত,' 'আলুয়িত' 'চমকিত' 'উছলিত' 'উজলিত' 'শিহরিত' প্রভৃতির (কবিতায় ও সুকুমার সাহিত্যে) বহুল প্রয়োগ। এ সব স্থলে প্রত্যয়টি সংস্কৃতভাষার, কিন্তু শব্দটি সংস্কৃতভাষায় নহে। 'জ্ঞাত'র বাঙ্গালা জ্ঞাতি 'জানিত' অনেক দিন হইতেই জানা আছে। 'খাওন' 'যাওন' প্রভৃতিও যেন কখন কখন দেখিয়াছি। ইচ্ছনীয়র দেখাদেখি 'পছন্দনীয়', বক্তব্যর পরিবর্ত্তে 'কহতব্য', কর্ত্তৃত্বর পরিবর্ত্তে 'কর্ত্তাগিরি' কথাবার্ত্তায় শুনা যায়; চেলাগিরিতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমরা 'গুরুগিরি'ও ধরিয়াছি। 'অনাসৃষ্টি,' 'অনাকারণ,' প্রভৃতি স্থলে 'অনা' বাঙ্গালা উপসর্গ নহে কি? কেহ কেহ 'বাষট্টিতম' 'তিপান্নতম' প্রভৃতি উদ্ভট সৃষ্টির তরফে ওকালতী করিতেছেন। একগুঁয়েমি কোথাও 'একগুঁয়েত্ব' হইয়া বসিয়াছে কি না জানি না, কিন্তু 'একঘেয়েত্ব' বাঙ্গালায় খুবই দেখা যায়। স্বয়ং ৺ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'হিন্দুত্ব' বজায় রাখিয়াছেন। 'ছোটত্ব' 'বড়ত্ব' নিত্য নিত্যই দেখা যায়, জানি না কবে 'মেজত্ব' 'সেজত্ব'ও দেখা দিবেন। 'আমিত্বে'র * প্রসার যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে তাহাতে ভয় হয়, কোন্ দিন 'তুমিত্ব' 'আপনিত্ব' 'তিনিত্ব' 'সেত্ব' এবং 'ইহাত্ব' 'যাহাত্ব' 'তাহাত্ব'র মাহাত্ম্যে নৈয়ায়িকের ঘটত্ব-পটত্ব পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইবে।

* শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই পুস্তিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, সংস্কৃত-ভাষায় যদি 'মমতা' 'মমত্ব' চলে তবে বাঙ্গালায় 'আমিত্ব' চলিবে না কেন? (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩২০)। যুক্তিটি অসঙ্গত নহে।

৪। সন্ধি ও সমাসে দোআঁশলা শব্দসঙ্ঘের উৎপত্তির অনন্ত অবসর ঘটিয়াছে। খাঁটি সংস্কৃতভাষার শব্দের সঙ্গে চলিত বাঙ্গালা শব্দের অর্থাৎ সংস্কৃতভাষার শব্দের অপভ্রংশ বা আরবী পারসী হইতে গৃহীত শব্দের সন্ধি-সমাস হইতে প্রায়ই দেখা যায়। ইহার অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষার ধাতের সঙ্গে বেশ মিশিয়া গিয়াছে; কোন কোন স্থলে হয়তো 'সমস্ত' পদটাই সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত হইবার পরে এক অংশের অপভ্রংশ হইয়াছে, অপর অংশ অবিকল আছে। কালসাপ, কালপেঁচা, খেজুররস, বিষবড়ি, চাঁদমুখ, চাঁদবদনী, মাতৃকোলে, শুকতারা, কাযকর্ম্ম, একচোখো, হাসিমুখ, বানরমুখো, সতেজ, নিস্তেজ প্রভৃতি এই শেষোক্ত শ্রেণীর বলিয়া অনুমান হয়। অন্য শ্রেণীর উদাহরণ যথা, সঘর বা স্বঘর, সজাগ, সজোরে, সটান, সঠিক। নিখুঁত, নিভাঁজ, নিভুল, নিষ্পারোয়া (বেপরোয়া হইলে দোআঁশলা হইত না), অকাটা, অতিষ্ঠ, অফুরন্ত, অন্তর্টিপুনী, বজ্রবাঁটুল, বজ্রআঁটুনী, মহা-মুস্কিল, কোণঠেসা, চাকরিসূত্রে, করতালি, করযোড়ে, তালাবন্ধ, পালাক্রমে, হারানিধি, হারাধন, আত্মহারা, পতিহারা, মণিহারা, আত্মভোলা, আপনা-বিস্মৃত (কবিতায়), সাধপূরণ, ভরসাস্থল, জগৎযোড়া, জগৎভরা, কমল-আঁখি *, আঁখিজল, ঠাকুরমাতা, কর্ত্তাভজা, কর্ত্তাগিন্নী, পাকঘর, শয়নঘর, ষাঁড়েশ্বর (শিব), পরাণেন্দ্র, নিতাইচরণ, রামচাঁদ, শ্যামচাঁদ, লাডলীমোহন, ননীবালা, পারুলবালা, গোলাপমোহিনী. ফুলকুমারী, আর-না-কালী প্রভৃতি নাম, বাঘাম্বর, গোহাড়, বিষনজর, বিষপুঁটুলি, কাঠপ্রাণ, ঘরশত্রু, গল্পচ্ছলে, ইয়ারকিচ্ছলে, (এটি অবশ্য ইয়ারকিচ্ছলেই ব্যবহৃত হয়), ভাই-অন্ত-প্রাণ (মেয়েলী ভাষায়), গালাগালিপূর্ণ, বাপান্ত, পিতান্ত, চৌদ্দপুরুষান্ত, মুখপোড়া, মুখচোরা, হাতযশ (বিসর্গলোপ), নাড়ীছেঁড়া. হাপুসনয়নে, হেঁটমুখী, ফুলশয্যা, বরণডালা, মাথাব্যথা,

---

* এ তিনটি স্থলে সন্ধি হয় নাই। (খাঁটি বাংলায় সন্ধি নাই)।

এলোকেশী, মা'রমূর্ত্তি, বিত্তপসার, পসার-প্রতিপত্তি, ঈশ্বরজানিত, চাকুরি-জীবী, পুঁথিসর্ব্বস্ব, নৌকাডুবি, গোড়াবন্ধন, কাঁঠালকোষ, রাজরাণী, রাজারাণী, রাজকায়দা, রাজদরবার, প্রজাবিলি, আবরুরক্ষা, অকুস্থল, আইনজ্ঞান, আইনজ্ঞ, মামলাপ্রিয়, বিলাত-প্রত্যাগত, বিলাতযাত্রী, ডাক-যোগে, ডাকবিভাগ, চিঠিহস্তে, মাশুলসহ, আসামীশ্রেণীভুক্ত, তৌজিভুক্ত, নথিভুক্ত, এলাকাভুক্ত, হুকুম-অনুসারে, আদালত-অভিমুখে, আসামীদ্বয়, পীরোত্তর (ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তরের দেখাদেখি)। গোলাপজলও দোআঁশলা, আবার পুনরুক্তিদোষও আছে, কেননা যাবনিক 'আব' ও সংস্কৃত 'জল' একার্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এগুলি বাঙ্গালা ভাষার ধাতের সঙ্গে বেশ মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দুচিত, আইনানুসারে, আইনাভিজ্ঞ, এলাকান্তর্গত, জেলান্তর্গত, কলিকাতাভিমুখে, * সহরাঞ্চল, ত্রিশাধিক, ফোটনোন্মুখ, সেলামার্থী, পেটার্থী, তিনিসর্ব্বস্বা, তামাবৃত, পয়সাদি (পয়সা + আদি), কাঁটা-চামচাদি, চশমাবরণ, কতকাংশ, এতাধিক, আরেক, এমতাবস্থা, আপনাপেক্ষা, আমাপেক্ষা, ইহাপেক্ষা, হওয়াপেক্ষা প্রভৃতি স্থলে সন্ধিটা বিসদৃশ নহে কি? অনেকে গুণ্ডাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুষ্যাঘাত, ছোরাঘাত ও বোমাঘাত করিতেছেন। টুপ্যাবৃত, কলোদক, গোঁজালিঙ্গন, এক্কারোহণ, ফুলোৎসব, জুতাতঙ্ক, ছাতাতঙ্ক, ঘোমটাবৃত, প্রভৃতি সন্ধি-সমাস যদি চলে, তাহা হইলে মড়াদাহ বা শবপোড়ার আর বাকী রহিল কি? (ইহাই প্রকৃত গুরুচাণ্ডালী দোষ।) অসহ্য নহে কি? সন্ধি না থাকিলেও পাতাকুল, ফুলদল, গোগাড়ী, হীরামণিখচিত, আলোরক্ষা, বরফীভূত, কানিপরিহিত, পাতা-বর্জ্জিত, এলায়িতচুলা, চোগাচাপকানপরিহিত, লোটাকম্বলধারী, ছিটগ্রস্ত, চাকরিগতপ্রাণ, জুতাগতপ্রাণ; আটপৃষ্ঠাব্যাপী, না পারে আঙ্গুলকুল ধরিতে

---

* এখন কি 'দিল্লাভিমুখে' চলিতে হইবে? বাণিজ্য-স্রোতঃ কি 'করাচ্যভিমুখে' প্রবাহিত হইবে?

লেখনী (বীরাঙ্গনা কাব্য), ছয়বৎসর-বয়স্ক, বিশকোটিসুতা, বৈদ্যুতিক-পাখা-সঞ্চালিত বায়ু প্রভৃতি স্থলে সমাস কি সুসঙ্গত ? 'কপালকুণ্ডলা'য় অধিকারী মহাশয় আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে নবকুমার কপালকুণ্ডলা 'কি-চরিত্রা' না জানিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন। আমরা কি অধিকারীর অনুরোধে 'কি-চরিত্রা' অসঙ্কোচে গ্রহণ করিব ?

কতকগুলি স্থলে একটি যাবনিক শব্দ ও সমার্থক একটি সংস্কৃতভাষার শব্দ বা তাহার অপভ্রংশ বা দেশজ শব্দে মিলিয়া দ্বন্দ্ব-সমাস হইয়াছে। যথা কলহ-কাজিয়া, ঝগড়া-বিবাদ, আদর-আবদার, কাণ্ডকারখানা, খবরবার্ত্তা, চালাকচতুর, তল্পতল্লাস, ধনদৌলত, সাক্ষীসাবুদ। এরূপ গাঁটছড়া-বাঁধা শব্দের অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। অনেকস্থলে অনুপ্রাসের অনুরোধে এইরূপ শব্দদ্বৈত গঠিত হইয়াছে। (এই তত্ত্ব 'অনুপ্রাস'-নামক পুস্তকে বুঝাইয়াছি।)

৫। ইংরেজী শব্দের সঙ্গেও সন্ধি-সমাস পূরাদমে চলিতেছে। 'ইংলণ্ডেশ্বরী' 'ব্রিটনেশ্বরী' 'পঞ্চম-জর্জ্জ-মহিষী'র বাঙ্গালায় অপ্রতিহত প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে 'মনুমেণ্ট-মহিমী' বানাইয়া দিয়াছেন। 'ব্রিটিশশাসিত' বাঙ্গালায় 'আফিসগৃহ' 'স্কুলভবন' 'ডাক্তারখানা' 'টিকিটঘর' 'টিকিট-বিক্রয়' 'রেলগাড়ী' 'মেলগাড়ী' 'ট্রামগাড়ী' 'বিলসরকার' 'শিপ-সরকার' সবই আছে। 'ডাকবাক্সে' 'টিকিটসহ' 'মনিঅর্ডারযোগে' 'ভিঃ পিঃ যোগে' পাঠানরও নিষেধ নাই। 'উইলসূত্রে' 'রুলজারি' ও 'ডিক্রী-জারী'ও আটকাইতেছে না। (বর্দ্ধমান সহরের 'উইলবাড়ী'রও উচ্ছেদ অসম্ভব)। 'য়ুরোপপ্রবাসী' 'পেন্‌সান্‌প্রাপ্ত' বা 'পেন্‌সন্‌-ভোগী' রাজ-কর্ম্মচারীরও অভাব নাই। গানের মজলিশে 'হাফ-আখড়াই' বা হালের 'থিয়েটার-সঙ্গীত' হরদম চলিতেছে। সাহিত্যের আসরে এই 'নাটক-নভেল-প্লাবিত' বাঙ্গালা দেশের রাশি রাশি পুস্তক প্রতি 'খ্রীষ্টাব্দে' কোন 'ষ্ট্রীটস্থ' বা 'লেনস্থ' মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ও কোন না কোন নং-ভবন হইতে প্রকাশিত

হইতেছে। ('কাপিছাড়'ও হয়।) মুদ্রাযন্ত্রের এ স্বাধীনতা কোন্ বৈয়াকরণ হরণ করিতে পারেন? সাহিত্যের বাজারে 'ইংরেজীজ্ঞ' লেখকের রচিত 'কোমতদর্শন', 'জনবুল-চরিত' 'ভিক্টোরিয়া-চরিত,' তথা 'স্কুলপাঠ্য' 'সাহিত্য-রীডার' 'বিজ্ঞান-রীডার' 'জর্জ্জ-পাঠ', 'সেট্‌ল্‌মেণ্ট-দর্পণ', ''ড্রয়িংশিক্ষা', 'সার্ভেয়িং-শিক্ষা' 'কি ণ্ডারগার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত,' বেশ চলিয়া যাইতেছে। 'হেক্টর-বধ' 'হেলেনাকাব্য' যখন চলিয়াছে, 'সনেটপঞ্চাশৎ'ই বা না চলিবে কেন? যাহা হউক, এরূপ শব্দসজ্ঘ 'লিষ্টিভুক্ত' করিয়া পুঁথি বাড়াইব না। সাহিত্যের আসর ছাড়িয়া হাটে-বাজারে গেলেও নিস্তার নাই। হাফ-আস্তিন বা থ্রীকোয়ার্টার আস্তিন বা ফুল-হাতা সার্ট (বুক-পকেট তালি-পকেট-সহ), হাফমোজা, ফুলমোজা, সৌখীন যুবকদের জন্য টাঙ্গান রহিয়াছে। আর শাড়ীশেমিজ-ব্লাউজ-প্রিয়া যুবতীদের জন্য রীপন শাড়ী, পায়নাফুল (pineapple) শাড়ী, প্রভাবতী পাউডার প্রভৃতি থরে থরে সজ্জিত। তথাপি বলিব, 'গ্যাসালোকিত' রাজপথে 'খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী' 'কোটপ্যাণ্টধারী' 'ইঙ্গবঙ্গের' 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার-লেশ-হীন' 'সবুট' চরণক্ষেপে ও অর্দ্ধদগ্ধ 'সিগারেটা-গ্রভাগে' অতিষ্ঠ হইয়া পড়া গিয়াছে, তথা 'নেটিভত্ব-পরিচায়ক' 'র‍্যাপারাবৃত-দেহ' 'ধুতিশাটপরিহিত' 'এলবার্ট-তেড়িশোভিত' 'ম্যালেরিয়াগ্রস্ত' মূর্ত্তির ভিড়ে 'গাউনপরিহিতা' 'কারি-পোলাও-রন্ধন-নিপুণা' 'সবুজজহুহিতা' বা 'ডেপুটি-কন্যা' 'রীপণ-বালা'রও দর্শন পাওয়া যায়।

৬। মুসলমান ও ইংরেজ-অধিকারের ছাপ বহু স্থানের নামে গভীর-ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেরপুর, মীরপুর, হাজিপুর, ফতেপুর, মেহেরপুর, দিনাজপুর, বহরমপুর, শাহারাণপুর, শানগর, নবীনগর, দিলদারনগর, ফকির-গ্রাম, পিরোজপুর, ফরিদপুর, মজফরপুর, এ সব তো আছেই, আবার পামারগঞ্জ, ফ্রেজারগঞ্জ, ফর্‌বেসগঞ্জ, মরেলগঞ্জ, ড্যাল্‌টনগঞ্জ, ওয়াটগঞ্জ, ক্যাম্বেলপুর, ফিলিপনগর, বারাকপুরও স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি মা-গঙ্গার 'কক্ষে বক্ষে ভালে' আউট্‌র‍্যাম-ঘাট প্রিন্সেপ্‌-ঘাটের কলঙ্কলিখন ঘটিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লিঙ্গবিচার

সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে লিঙ্গজ্ঞান সহজ ব্যাপার নহে। কেননা প্রকৃতিগত লিঙ্গ (sex) ও ব্যাকরণগত লিঙ্গ (gender) এক বস্তু নহে। (অনেক প্রাচীন ভাষায়ই এইরূপ ব্যাপার।) ইহার তিনটি বিকট দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। পত্নীবাচক হইয়াও 'কলত্র'-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও 'দার'-শব্দ পুংলিঙ্গ (ও নিত্য বহুবচন) এবং পুত্রকন্যাবাচক 'অপত্য'-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। সদ্যোজাত মাংসপিণ্ড দেখিয়া 'অপত্য'-শব্দের ও চেলীর পুঁটুলি কলাবৌ বঙ্গবধূকে দেখিয়া 'কলত্র'শব্দের ক্লীবত্ব-নির্দ্দেশ এবং কাছাকোঁচা-দেওয়া মারাঠী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া 'দার'-শব্দের পুংস্ত্ব-নির্দ্দেশ (এবং এরূপ পুরুষাকৃতি নারী একাই এক শ, বলিয়া নিত্য বহুবচনের ব্যবস্থা) হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না!

বিশেষ্যের বিশেষণ-প্রয়োগে লিঙ্গবিপর্য্যয়

১। সংস্কৃতভাষায় শব্দরূপের সময় প্রায় পদে পদে লিঙ্গজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, বাঙ্গালায় সেরূপ নহে। বিশেষ্যের বিশেষণ-প্রয়োগের বেলায় লিঙ্গনির্ণয়ের প্রয়োজন উভয় ভাষাতেই আছে, কিন্তু তাহাও উভয়ত্র সমপরিমাণে নহে। (হিন্দি ও উর্দ্দূতে শুনিয়াছি ক্রিয়াপদে পর্য্যন্ত লিঙ্গের জের চলে!) বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ যে স্ত্রীলিঙ্গ করিতেই হইবে, বাঙ্গালা ভাষায় এমন মাথার দিব্য দেওয়া নাই। ফলতঃ স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষণ দুই রকমই চলিতেছে; স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের একাধিক বিশেষণ থাকিলে কোনটা পুংলিঙ্গে কোনটা স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। অনেক সময় যেটা শুনিতে ভাল, সেটাই লেখা হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় শকুন্তলার বিশেষণ কখন পুংলিঙ্গ কখন স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার

করিয়াছেন। পুংলিঙ্গ বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের পরে ও ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে থাকিলে ক্রিয়া-বিশেষণ বলিয়া সেটাকে সমর্থনও করা যায়। 'অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা,' 'অমূলক আশঙ্কা,' 'নিরর্থক ক্রিয়া', 'প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি'- ইত্যাদি বাঙ্গালার ধাতে বেশ সহিয়া গিয়াছে। এ সকল স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া লইলে তো লেঠা চুকিয়া যায়। 'সংস্কৃতভাষা' 'প্রাকৃতভাষা' এগুলি 'সমস্ত' পদ।* (বিনা সমাসে) 'ভ্রমাত্মক ধারণা' না বলিয়া 'ভ্রমাত্মক সংস্কার' বা 'ভ্রান্ত ধারণা' বলিলে বেশ চলে, ভ্রমাত্মিকা লিখিতে বলি না। 'করুণরসাত্মক ভূমিকার' উপর নিষ্করুণ হইয়া বৈয়াকরণ 'করুণরসাত্মিকা' করিয়া দিলে একটু যেন টুলোধরণের হইয়া পড়ে না কি? পক্ষান্তরে 'পরা কাষ্ঠা' 'জীবনী শক্তি' বা 'মোহিনী মায়া' একত্র লেখা উচিত নহে, কেননা এগুলি 'সমস্ত' পদ নহে। 'কীদৃশ শক্তি,' 'ঈদৃশ রচনা' একটু যেন কাণে লাগে। কতকগুলি স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ দিলে বাঙ্গালায় বিকট শুনায়। ফল কথা, এ সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষার প্রয়োগরীতি সংস্কৃতভাষা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে স্বাতন্ত্র্যটুকু রাখাই ভাল।

২। তবে সাধারণতঃ এরূপ শিথিলতা চলিলেও, ইন্, বিন্, তৃন্, মৎ, বৎ, ণক, শতৃ, কস্থ, প্রভৃতি-প্রত্যয়ান্ত, বিশেষতঃ মহৎ বৃহৎ প্রভৃতি বিশেষণের বেলায় ইহা বড়ই কাণে লাগে। (এ সব স্থলে সমাস করিয়াছি বলাও চলে না; কেননা, তাহা হইলে পূর্ব্বপদটি প্রথমার একবচনে থাকিবে না।) একজন নব্যকবি লিখিয়াছেন—'যতদূরে যাও, তত শোভা পাও, ধ্রুবতারা জ্যোতিষ্মান্'; আর একজন নব্য কবির—'অশ্রু-মুকুতার মালা তারি পাশে দ্যুতিমান্' বেশ মানাইয়াছে! এখানে 'অশুদ্ধ যা' ব্যাকরণ' তাহা কবিপ্রতিভার মুখ চাহিয়া মাপ করিতে হইবে কি? 'বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি'তে বৈয়াকরণের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই কি? 'বিশ্বদ্রাবী

---

* 'সাধু'র স্ত্রীলিঙ্গে 'সাধ্বী' 'সাধু' দুইই হয়। অতএব সমাস না করিলেও 'সাধু ভাষা' লেখা ভুল নহে।

করুণা'য় বাস্তবিকই লেখকের উপর করুণার উদ্রেক হয়। বাঙ্গালা গদ্যে-পদ্যে 'মূল্যবান্ পত্রিকা,' 'সারবান্ রচনা,' 'বলবান্ যুক্তি,' 'ওজস্বী ভাষা,' 'মর্ম্মভেদী বর্ণনা,' 'উপযোগী প্রণালী,' 'স্থানোপযোগী প্রস্তাবনা,' 'চিরস্থায়ী স্মৃতি,' 'স্থায়ী কীর্ত্তি,' 'সুখদায়ক কল্পনা' কিছুরই অভাব নাই, কেবল যা লিঙ্গজ্ঞানের অভাব! 'বিশ্বব্যাপী জ্ঞানধারা,' 'দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা,' 'অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী পূজা', 'অবশ্যম্ভাবী উন্নতি' প্রভৃতির 'মহান্ স্মৃতি' পাঠকমাত্রেরই আছে। বাঙ্গালায় কোথাও 'দীর্ঘজীবী অট্টালিকা'র 'অভ্রংলেহী চূড়া' ও তদুপরি 'বিমানব্যাপী পতাকা' দেখিয়াছি, কোথাও 'যোজনব্যাপী সমাধিনগরী' দেখিয়াছি, ক্বচিৎ 'অভ্রভেদী গিরিচূড়া'ও দেখিয়াছি। একদিকে 'অসিভল্লধারী রাজোয়ারা নারী', অন্যদিকে 'সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গনয়নী'! 'মূর্ত্তিমান্ দয়া' 'নররূপধারী দেবতা' 'জাগ্রৎ দেবতা' (সমাস করিলে জাগ্রদ্দেবতা হওয়া উচিত), 'সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী,' বহুপুণ্যফলে সকলেরই দর্শন পাইয়াছি। 'প্রাণঘাতী সর্ব্ববিধ্বংসী প্রতিহিংসা' এবং সুন্দরীর 'মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি'ও অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছি। 'অপরাধী অভাগী জানকী' 'নিপ্রত্যাশী নাপিতানী' ও 'মৎস্যবিক্রেতা জেলেনী' এই ত্রিমূর্ত্তিরই সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালায় 'ক্ষমতাশালী লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি' মাঝে মাঝে দেখা দেন, 'বিদ্বান্ ও গুণী ব্যক্তি' তো সর্ব্বত্র। 'বিজেতা জাতি' 'বুদ্ধিমান্ জাতি' অস্বীকার করিবার যো আছে কি? 'ধনী জাতি' ব্যাকরণের ক্ষেত্রে অসহ্য নহে, কেননা জাতি সৌভাগ্যক্রমে পুংলিঙ্গ। 'রাজদ্রোহী প্রজা' রাষ্ট্রনীতিতে যেরূপ নিন্দনীয়, ব্যাকরণেও কি সেইরূপ?

জাতি ও ব্যক্তি এবং প্রজা বাঙ্গালায় পুংলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করিলে উপায় নাই। কেননা 'রাজদ্রোহিণী প্রজা' 'বিদুষী ব্যক্তি' 'বুদ্ধিমতী জাতি' নিতান্ত অদ্ভুত শুনায় এবং অর্থগ্রহেও খটকা বাধায়। 'মাদৃশ ব্যক্তি'র এ মীমাংসা কেহ মানিবেন কি? সংস্কৃতভাষার নিকট বাঙ্গালা ভাষা 'ঋণী'

না বলিয়া 'ঋণিনী' বলিলে ঋণটা অসহ্য হইত না কি? 'ভবিষ্যৎ পত্নী' (বিনা সমাসে) বা 'ভাবী বধূ' বা 'ভাবী গৃহিণী' না বলিয়া 'ভবিষ্যন্তী পত্নী' 'ভাবিনী বধূ' 'ভাবিনী গৃহিণী' বলিলে বাঙ্গালায় হাস্যকর হইয়া পড়ে। এই রূপ 'মূল্যবান্ গৃহসজ্জা' 'মূল্যবান্ সম্পত্তি' না লিখিয়া 'মূল্যবতী গৃহসজ্জা' বা 'মূল্যবতী সম্পত্তি' যদি লেখা যায়, সে লেখার কোন মূল্য থাকে কি? ('বহুমূল্য' বলিলে দু'কূল বজায় থাকে।) মাইকেলের 'কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে' এবং 'নহে দোষী দাসী' বাঙ্গালাভাষায় দোষ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে 'সুখী' না করিয়া 'সুখিনী' করিলে প্রতাপ কি অধিকতর কৃতার্থ হইতেন? 'বিষবৃক্ষে' হীরাকে 'প্রহরী' না রাখিয়া 'প্রহরিণী' রাখিলে কি বড় ভাল শুনাইত? বঙ্কিমচন্দ্রের 'সূর্যমুখী গৃহত্যাগী' ও সঞ্জীবচন্দ্রের 'পুটুঁর মা কুলত্যাগী'। ইহা বাঙ্গালী সমাজে নিন্দনীয় হইলেও বাঙ্গালা ব্যাকরণে নিন্দনীয় নহে।* 'গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন'—এখানে উদ্যোগিনী হইলে একেবারে সম্মুখে যোগিনী হইয়া পড়িত না কি?

সংস্কৃতভাষায় নদ-নদী, নগর-নগরী, রাগ-রাগিণী প্রভৃতি লিঙ্গভেদ আছে। ব্রহ্মপুত্র রূপনারায়ণ অজয় দামোদর প্রভৃতি নদ, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী পদ্মা প্রভৃতি নদী। এই প্রভেদ ভুলিয়া অনেকে বাঙ্গালায় 'ব্রহ্মপুত্র নদী' বহাইতেছেন এবং তাহার 'বেগবান্ বা বলবান্ শাখা'রও কল্পনা করিতেছেন। 'দামোদর নদী'র বিষম বন্যার কথাও কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে খুবই দেখা যাইত। 'মানস সরসী'ও এই গোত্র!

অনেকে আফিংখোর কমলাকান্তের ন্যায় শশীকে she-ভ্রমে কন্যার নাম শরৎশশী, কনকশশী, কিরণশশী, চারুশশী, হেমশশী রাখেন। 'ঈকারান্তা মেয়েলিঙ্গাঃ' ধরাতে বোধ হয় এ বিভ্রাট্ ঘটিয়াছে। রামমণি, রাসমণি,

---

* প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও (যথা, পদাবলীতে) যেমন কুলবতী নারী আছে, তেমনি আবার 'ব্যভিচারী' 'কলঙ্কী' নারীও আছে।

হরমণি, গৌরমণি, স্ত্রীলোকের নামে চলিলে দোষ নাই ; কেননা মণি শব্দ পুংলিঙ্গ্ স্ত্রীলিঙ্গ দুইই হয়। পক্ষান্তরে 'হরিমতি' পুরুষের নামে চলে, অধমতারণ ব্যধিকরণ বহুব্রীহির জোরে। 'চন্দ্রাবলি' পুরুষের নাম দেখিয়াছি, হরকালী, উমাকালী, রামকালীও দেখিয়াছি। এখানে বৈয়াকরণ অধোবদন। [পুরুষের নাম রমণীকান্ত, উমানাথ প্রভৃতি ও স্ত্রীলোকের নাম নগেন্দ্রবালা, হরিপ্রিয়া প্রভৃতি রাখায় একটু বিভ্রাট্ ঘটে। কেননা সাধারণতঃ নামের প্রথম অংশ বলিয়া ডাকা হয়—তাহাতে পুরুষে নারীভ্রম ও নারীতে পুরুষভ্রম হয়।] এ সব সমাজতত্ত্বের কথা, তথাপি ভাষাতত্ত্বে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। এক রোগই উভয় ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ 'দৈনিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্র' এবং 'মাসিক পত্রিকা' এইরূপ প্রভেদ করি। কিন্তু ইহা ঠিক ব্যাকরণ-সঙ্গত নহে। নদ-নদী, নগর-নগরী, রাগ-রাগিণীর ন্যায় লিঙ্গবিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' ও 'প্রবাসী' পত্র এবং 'সঞ্জীবনী,' 'বসুমতী' ও 'মানসী' পত্রিকা। বাঙ্গালায় পুংলিঙ্গে ক্লীবলিঙ্গে প্রভেদ নাই ('বাংলার মাটি বাংলার জলে'র গুণে ?) তাই 'পত্র' ক্লীবলিঙ্গ হইয়াও পুংলিঙ্গের সঙ্গে চলে। [মাদ্রাজ অঞ্চলে আবার উল্টা উৎপত্তি। সেখানে শুধু শ্রীরঙ্গপত্তনম্ বিশাখাপত্তনম্ বিজয়নগরম্ কেন, (নগর, পত্তন, পট্টন ক্লীবলিঙ্গ শব্দ) রামেশ্বরম্ পর্য্যন্ত ক্লীবলিঙ্গ! কিষ্কিন্ধ্যার ব্যাকরণ বুঝি? অথচ শুনিয়াছি হনুমান্ ব্যাকরণে দিগ্‌গজ ছিলেন!] এইরূপ সাহিত্য, নব্য-ভারত, এবং অধুনালুপ্ত বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, আর্য্যাবর্ত্ত, বান্ধব, মাসিক পত্র ; ভারতী, যমুনা, মাসিক পত্রিকা। 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' 'উভলিঙ্গ' তথা 'উভচর' ! 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' ব্যবসা ভোলফেরা, সুতরাং লিঙ্গনির্ণয় দুরূহ। 'জননী ভারতবর্ষ' 'পুরুষ কি নারী' ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না। সব সময়ে যখন লিঙ্গনির্ণয় করিয়া পদপ্রয়োগ করা কঠিন, তখন ইংরেজী monthly, periodical, annual প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'মাসিক' বিশেষণটিকে

বাঙ্গালায় বিশেষ্যভাবে ব্যবহার করাই সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনক। তবে এ ক্ষেত্রেও যদি উৎকট বৈয়াকরণ 'মাসিক' 'মাসিকী' প্রভেদ করিতে চাহেন, তবে নাচার।

৩। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উৎকট, পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ। বাঙ্গালী নিতান্ত নির্বীর্য্য বলিয়াই কি এ বিড়ম্বনা? এরূপ ভ্রম নিতান্ত স্কুলের ছোকরারা করে ব'লিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, বড় বড় লেখক-লেখিকাদিগের রচনা হইতেও ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ কুড়াইয়া পাওয়া যায়। কাহারে ফেলিয়া কাহার নাম করিব? জননী বঙ্গভাষার ভাগ্যক্রমে সকলেই বিশিষ্ট 'সাহিত্যিক', 'সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান,' সুতরাং ব্যাকরণের 'দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান।' 'পলাশীর যুদ্ধে'র 'পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী স্বাধীন নরকবাস' এখনও থাকিয়া থাকিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'র সুরে ও মিল্‌টনের 'Better to reign in Hell than serve in Heaven' ধুয়ায় কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিতেছে। উক্ত কবিবরই আবার রাণী ভবানীকে 'ভীমা অসি-করে, চামুণ্ডারূপে সমর-ভিতরে' নাচাইতেও ইচ্ছা করিয়াছেন। 'হে মাতঃ বঙ্গ' 'জননী ভারতবর্ষ' প্রভৃতি দেশভক্তিময় জাতীয় সঙ্গীতে ব্যাকরণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। দেশমাতা কল্পনা করিলেই কি ভারতবর্ষ বা বঙ্গ লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবে, এরূপ 'কবিসময়' আছে? * কেন বঙ্গভূমি বা ভারতভূমি বলিলে কি দেশভক্তির মাত্রা কমিয়া যাইত? ইঁহারাই হয়ত চণ্ডীপাঠ-

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতমাতা ও বঙ্গমাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন— 'দেশকে মাতৃভাবে চিন্তা করাই প্রচলিত হওয়াতে, দেশের নামকে সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে মানা হয় না।' ('স্ত্রীলিঙ্গ' প্রবন্ধ—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮)। ইহা না হয় মানিলাম। কিন্তু 'স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতবর্ষে'র উপরও কি এইজন্য ভক্তি দেখাইতে হইবে? 'স্বর্ণপ্রসূ' বলিলেই ত গোল থাকে না।

কালে বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্রদত্তর মত 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ' বলিয়া দেবীমাহাত্ম্য প্রকটন করিবেন! 'মহিলা'-কাব্য-প্রণেতা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিয়াছেন 'গা'ব গীত খুলি হৃদিদ্বার মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।' হৃদিদ্বার খুলিতে হইলেই সে ব্যাকরণের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? এখানে মহীয়ান্ বলিলেও তো মহিলা-মহিমা ও অনুপ্রাস-মাহাত্ম্য উভয়ই অটুট থাকিত। তবে এ বিড়ম্বনা কেন? আবার দেখুন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিখিতেছেন 'এ ফুল হতভাগিনী নারে শির-উত্তোলনে'। কনিষ্ঠ ভ্রাতা উতোর গায়িতেছেন 'ফুলগুলি সব ধেয়ানে রতা'। উভয় ভ্রাতাই কবি। অতএব তাঁহারা নিরঙ্কুশ অর্থাৎ তাঁহাদের সাত খুন মাপ। কোমল বলিয়া ও নারীজাতির সহিত উপমেয় বলিয়া কি 'ফুল' বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে? হেমচন্দ্রের 'বঙ্গনারীপুষ্প'ই কি ইহার জন্য দায়ী? অশিক্ষিতা অন্তঃপুরিকাদিগের রচিত মেয়েলি ছড়ার 'গুণবতী ভাইটি' এই দুই কবিভ্রাতার পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত।

গদ্য লেখকদিগেরও ঠিক এই দশা। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত শর্ম্মার মারফত 'অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণী-সমাকুলা নগর' দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত-ভাষা-সহায়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি-ধারীর 'অমানুষী ভাব' দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। কেহ বা বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মের 'সনাতনী পন্থা'র সন্ধানে আছেন (বিসৃষ্ট-বিসর্গ পন্থার 'আ'কার দেখিয়া, অবিদ্যার ঘোরে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গজ্ঞান ঘটিয়াছে), 'আকারান্তা মেয়েলিঙ্গাঃ' ধরিয়া লইয়া 'আত্মা দেবী'র স্তুতি করিতেছেন, কখনও 'পাবনী করুণরসে'র প্লাবনে হাবু-ডুবু খাইতেছেন, আবার কখনও বা কলির শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া মদ্‌বিধ ক্ষুদ্রজন্তুদিগের বিনাশার্থ সবেগে 'পেষণীচক্র' ঘুরাইতেছেন। কেহ বা 'মানুষী প্রেমে' বিভোর হইয়া, 'মানুষী দ্বন্দ্ব' দেখাইয়া, 'মানুষী মহিমা' কীর্ত্তন করিয়া, 'অমানুষী তত্ত্ব' উদ্‌ঘাটন করিয়া, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের

যথাসাধ্য উন্নতি করিতেছেন! কেহ বা স্বদেশ-বিদেশে অনেক লীলাখেলার পর 'মানুষী ভাব' 'সাত্বিকী ভাব' ও 'বৈষ্ণবী ভাব' লইয়া মাতিয়াছেন। কেহ বা ঐশী শক্তিতে আস্থাবান্ হইয়া 'ঐশী চরিত্রে'র পর্য্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন এবং বৈধী ক্রিয়া ও অহৈতুকী প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে 'বৈধী ধর্ম্ম' ও 'অহেতুকী প্রেমে'র রহস্য প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গালার আসরে কোথাও বা 'সঞ্চারিণী শরীরিণী গীত' শ্রুত হইতেছে, কোথাও বা 'সঞ্জীবনী মন্ত্র' প্রচারিত হইতেছে, কোথাও বা 'চিত্তহারিণী চিত্র' প্রদর্শিত হইতেছে, কোথাও বা 'মানুষী প্রেম' 'উছলিত' হইতেছে, কোথাও বা 'মোহিনী মন্ত্র' উচ্চারিত ও 'মোহিনী বেশ' পরিহিত হইতেছে, কোথাও বা 'মনোরঞ্জিনী সাহিত্য' সৃষ্ট হইতেছে ও 'নানাবিষয়িণী প্রবন্ধ' রচিত হইতেছে। তন্মধ্যে 'স্বর্ণপ্রসবিনী শস্যশালিনী ভারতবর্ষে'র 'উর্ব্বরা ক্ষেত্রে'র কথাও বিবৃত হইতেছে, আবার 'ঐশ্বর্য্যশালিনী পূর্ব্বপ্রদেশে'র লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনীও বর্ণিত হইতেছে। কেহ 'অমানুষী শ্রম' স্বীকার করিয়া 'রামায়ণী কথা'র নকলে 'রামায়ণী গল্প' পর্য্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছেন। সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ কেহ 'বৈশাখী উৎসবে' মাতিয়াছেন, কেহ 'বাসন্তী উপহার' বিলাইতেছেন, কেহ 'বৈদ্যুতী তেজে' কলম চালাইয়া 'দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর' * তাণ্ডব নৃত্য বর্ণনা করিতেছেন, কেহ 'অর্থকরী ব্যবসায়'-সম্বন্ধে 'কার্য্যকরী উপায়' স্থির করিয়া 'হিতকরী প্রস্তাব' করিতেছেন। ('করী'কে কারী করিলেই তো ব্যাকরণ বাঁচান যাইত।) ইংরেজীর অনুকরণে 'সমুদ্র সুন্দরী' সাজিয়াছেন এবং কবি উচ্ছ্বাসে গাহিয়াছেন 'হে আদি-জননি সিন্ধু।' ছোটগল্প-লেখকদিগের রচনায়—'মর্ম্মভেদিনী দীর্ঘনিশ্বাস' 'নিদ্রাসহচরী মোহ' 'লীলাময়ী কটাক্ষ'

* 'রাক্ষস' বলিলেই সাপও মরে, লাঠিও ভাঙ্গে না। 'লক্ষ্মী ছেলে' না বলিয়া 'নারায়ণ ছেলে' বলিতে হইবে কি? ইহার উত্তরে বলিব উপমাচ্ছলে এখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব, বিশেষণ-বেশে নহে। পুরুষের সরস্বতী উপাধিও ঐ ভাবে।

'আনন্দময়ী' ও 'প্রেমময়ী মুখ' 'মোহিনী প্রভাব' মাতার 'সর্ব্বভয়হারিণী করস্পর্শ', 'মূর্ত্তিমতী মধুরিমা' *—এ সকল নারীজাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই কি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ বসাইবার 'মূর্ত্তিমতী সুযোগ' ঘটিয়াছে? ঐকারণেই কি একটি গল্পের নায়ককে "মূর্ত্তিমতী উত্তরের" আশায় থাকিতে দেখিয়াছি? গল্প-লেখকদিগের 'এতাদৃশী জ্ঞান' নদেরচাঁদের মাস্তুতো ভাই হেমচাঁদের 'স্বদেশহিতৈষিণী সভ্যগণ'কেও লজ্জা দেয়। একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকে 'লজ্জাবতী বানর' দেখিয়াছি। ইহারা বুঝি লজ্জাবতী লতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া 'ফলবতী বৃক্ষে' বাস করে? আর 'উদ্যতফণা সর্প' বুঝি ইহাদের সঙ্গে খেলা করে!

ব্যবসাদারেরাও 'কেশবর্দ্ধিনী তৈল' 'সুকুন্তলা তৈল' 'চন্দ্রমুখী তৈল' 'সতীশোভনা সিন্দূর' 'সাবিত্রী শাঁখা' 'মনোমোহিনী টিপ' 'প্রভাবতী পাউডার' প্রভৃতি চালাইয়া বাঙ্গালা ভাষার উপর আড়ে-হাতে লাগিয়াছেন। স্ত্রীজাতির ব্যবহারে আসে বলিয়াই কি বিশেষণগুলি স্ত্রীলিঙ্গ? 'বসন্তী রঙ্গ' (বাসন্তী নহে) না হয় ধরিলাম বাঙ্গালা ঈপ্রত্যয় † (সংস্কৃতভাষার স্ত্রীপ্রত্যয় নহে); 'নীলাম্বরী' কাপড়েও না হয় এই প্রত্যয় হইল। কিন্তু 'দৈবী মালিশ'টা কি পদার্থ? 'ব্রাহ্মী ঘৃতে'র নকল না কি? কিন্তু

---

* ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ আকারান্ত। সেই-গুলিই বাঙ্গালায় মূল-শব্দের মত হইয়া পড়িয়াছে। আকারান্ত দেখিয়া স্ত্রীলিঙ্গ-ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। (প্রাকৃতে নাকি পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ দুইই হয়।) প্রেমন্ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হয়—তবে বাঙ্গালায় সৌভাগ্যক্রমে প্রেম (ক্লীবলিঙ্গ) প্রচলিত। পথিন্ চন্দ্রমস্ প্রভৃতি শব্দের প্রথমার একবচনের পদেও বাঙ্গালায় বিসর্গ-বিসর্জ্জন ঘটিলে এই গোল ঘটিতে পারে। ('মহীয়সী মহীমা'ও 'সনাতনী পন্থা' ৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

† এই খাঁটি বাংলা ঈপ্রত্যয়ান্ত শব্দ সংস্কৃতভাষার ঈয়প্রত্যয়ান্ত শব্দের অপভ্রংশ নহে কি? যথা দেশী কাপড়=দেশীয় কাপড়, বিদেশী বঁধু=বিদেশীয় বঁধু। 'মৈথিলী পণ্ডিত' দেখিয়া কিন্তু জনকদুহিতা মৈথিলীকে মনে পড়ে!

'ব্রাহ্মী' যেরূপ সংজ্ঞাপদ, 'দৈবী'তো সেরূপ নহে—এ বিষয়ে কি উদ্ভাবকের সংজ্ঞা হয় নাই ?

৪। আর এক শ্রেণীর উদাহরণ দিতেছি, সে সকল স্থলে বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও সমাসবদ্ধ থাকাতে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ 'সমস্ত' বা 'অসমস্ত' কোন ভাবেই সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের নিয়মে চলিতে পারে না। 'অন্তঃ-পুরবাসিনী দরিদ্রা মহিলাগণ,' 'বীরবিনোদিনী বামাগণ', গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণ,' * 'হে মানময়ী মোহিনীগণ,' * 'নিন্দিতাপ্সরোরূপা যুবতীগণ,' 'জল-বিহারিণী কুলকামিনীগণ,' 'কলকণ্ঠা কুলকামিনীগণ,' 'স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণ,' 'আমাদের দেশীয়া কোমলাঙ্গী অঙ্গনাগণ,' 'পূর্ব্ববঙ্গের উপাধিধারিণী মহিলাগণ,' 'উৎকৃষ্টা যোষিদ্‌বর্গ,' * 'সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুল,' * 'মায়াময়ী মানবীমণ্ডল,' * 'ধৈর্য্যশীলা বধূকুল,' 'পয়স্বিনী গাভীকুল,' 'মনোবৃত্তিসকল দুর্দ্দম বেগবতী'—এগুলি লইয়া বড়ই বিব্রত হইতে হয়। এ সকল স্থলে অনেকে 'গণ' 'কুল' 'বর্গ' প্রভৃতিকে বহুবচনের বিভক্তি বলিয়া সামলাইয়া লইতে চাহেন। অবশ্য 'খাঁটি বাংলা' বহুবচনের চিহ্ন 'দিগ' 'রা' বসাইলেই গোল মিটে বটে, কিন্তু রচনার গাম্ভীর্য্য ও ওজোগুণ নষ্ট নয়। 'কৌতুকোচ্ছলিতা সখীদ্বয়' 'গঙ্গা-যমুনানাম্নী নদীদ্বয়' স্নেহময়ী সুরূপা বধূদ্বয়'—এ সকল স্থলে কি 'দ্বয়' শব্দকে বাঙ্গালায় দ্বিবচনের বিভক্তি কল্পনা করিতে হইবে ?

তাহার পর 'বিধবা স্ত্রীলোক' 'সধবা স্ত্রীলোক' 'যুবতী স্ত্রীলোক' 'মানিনী স্ত্রীলোক' 'জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক' 'আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকমাত্র' 'মুখরা পাপিষ্ঠা

---

* তারকা-চিহ্নিত দৃষ্টান্তগুলি কমলাকান্ত শর্ম্মার 'স্ত্রীলোকের রূপ'-দর্শনে লিখিত। কিন্তু তিনি রমণীর রূপে বিভোর বা আফিঙ্গের নেশায় ভোঁ হইয়া লিখিয়াছিলেন বলিলে তো ছাড়ান নাই। ঐ প্রসঙ্গে তিনিই আবার 'রূপান্ধ ভামিনীগণ' 'সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুলে'র বেলায় তাল সামলাইয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলে 'কলকণ্ঠা কুলকামিনী-গণ' এবং চন্দ্রশেখরে 'স্নানাবগাহন-নিরতা কামিনীগণ' দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

স্ত্রীলোক' 'ইতিহাস-কীর্ত্তিতা স্ত্রীলোক'—এ সকল স্থলে 'লোক' লইয়া কি করিব? 'স্ত্রীলোক সহজেই লজ্জাশীলা' এখানে না হয় 'স্ত্রীজাতি' বলিয়া সামলাইলাম, কিন্তু উপরিপ্রদত্ত উদাহরণগুলিতে তো তাহা চলিবে না। আবার এ সকল স্থলে পুংলিঙ্গ বিশেষণ বসাইলেও কেমন কেমন ঠেকে, উভয় সঙ্কট। তবে 'স্ত্রীলোকে'র পরিবর্ত্তে 'নারী' বলিলে সব দিক্ রক্ষা হয়। এ মীমাংসা লেখকগণ গ্রহণ করিবেন কি? 'প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ' ও 'প্রিয়তমা পত্নীস্বরূপ' এ দুইটী স্থলে 'মূর্ত্তির' বা 'পত্নীর' ন্যায় লিখিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু 'স্নেহময়ী মাধুরীমাখান,' 'প্রেমিকা পত্নীমাত্র,' 'পতি-প্রাণা রমণীরত্ন', 'সরলহৃদয়া নারীরত্ন' বা 'ত্রিলোকমনোরমা রমণীরতন' তো অত সহজে ছাড়িবেন না। 'সুশিক্ষিতা নারীসমাজে' এবং 'দশভুজা নারীরূপে'ও বড় গোলমাল ঠেকে। কপালকুণ্ডলায় 'সুন্দরী রমণীমুখ', মৃণালিনীতে 'স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরে,' 'অল্পবয়স্কা প্রগল্‌ভা বালিকা-হস্তে,' বিষবৃক্ষে 'জ্যোতির্ম্ময়ী-মূর্ত্তিসনাথ চন্দ্রমণ্ডল,' রাধারাণীতে 'সসাগরা নগনদী-চিত্রিতা জীবসঙ্কুলা বসুধাতলে,' চন্দ্রশেখরে 'নৈশগঙ্গাবিচারিণী তরণীমধ্যে,' মুচিরাম গুড়ে 'প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের,' পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগে 'তুষার-ধবলা সুরবালানিষেবিত'—এ সকল কঠিন সমস্যা-পূরণের কি উপায়? আবার কেহ 'সসাগরা ধরিত্রীশ্বর' শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা জ্ঞাপন করিতেছেন, কেহ 'সসাগরা পৃথিবীপ্রাপ্তি'র জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মুরুব্বি সাজিয়া 'সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে' 'পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে' স্বীয় অপূর্ব্ব অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন, কেহ 'মনোনীতা গুণবতী পত্নী-লাভে'র জন্য লালায়িত হইয়া 'পরিণীতা পত্নীত্যাগে'র প্রয়াস পাইতেছেন, কেহ 'গর্ভিণী জীবনাশ' মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। বঙ্গবাণীর দুলালদিগের 'লীলাময়ী কল্পনাপ্রসূত' বা 'রসময়ী লেখনীপ্রসূত' এই সকল উক্তি কি অসাবধানতার ফল? তাহা হইলেও ইহার সমাধান কি? বোধ হয়, এগুলি বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্টতা বলিয়া স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

স্ত্রী-প্রত্যয়ে ব্যভিচার

১। স্ত্রীলিঙ্গে কোথায় 'আ' হইবে, কোথায় 'ঈ' হইবে, তাহা লইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সাহিত্যেই বেশ একটু গোলযোগ দেখা যায়। কবিতায় ও গানে সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রমের বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—ত্রিনয়নী, পঞ্চাননী, করালবদনী, দিগম্বরী, প্রেমাধীনী, সুলোচনী, মৃগনয়নী, হরিণনয়নী, গজরাজগমনী (গামিনীতে গোল নাই), সুচারুবদনী, সুচিরযৌবনী, নবযৌবনী ইত্যাদি। 'নীলবরণী' ও 'চম্পকবরণী' (বরণ শব্দ অপভ্রংশ হওয়াতে) খাঁটী বাংলার নিয়মে চলিতে পারে। আত্মীয়-বন্ধুর 'চতুর্থা কন্যা, পঞ্চমা কন্যা, ষষ্ঠা (বা ষষ্ঠমা!) কন্যা, সপ্তমা কন্যা'র শুভবিবাহের বহু নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছি। * এক 'ষষ্ঠা কন্যা'র পিতাকে এই ভ্রম দেখাইতে গিয়া জবাব পাইয়াছিলাম—"তিথির বেলায় যা হইবে, কন্যার বেলাও কি তাই হইবে? কন্যা কি মা ষষ্ঠী? তা'রপর, 'একাদশা কন্যা'র বেলায় কি 'একাদশী' লিখিয়া অকল্যাণ করিব?" এ কথার উপর আর কথা আমি কহি নাই, কিন্তু বৈয়াকরণ কি অত সহজে ছাড়িবেন? এই 'ষষ্ঠা কন্যা'র পিতাকেই বেহাইনকে শ্যালিকা-ভ্রমে (?) 'বৈবাহিকা' পাঠ লিখিতে দেখিয়াছি! 'অমুকা' 'পরম ধার্ম্মিকা' লিখিতেও দেখি। (অমুকী ধার্ম্মিকী বৈবাহিকী শুদ্ধ।) স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার সময় অনেকে লিঙ্গ ঠিক রাখিবার জন্য মঙ্গলাস্পদা, কল্যাণভাজনা, ইত্যাদি পাঠ লেখেন। বিষবৃক্ষের পুরাতন সংস্করণে 'বিশ্বাসভাজনী' ছিল। অথচ আস্পদ ও ভাজন অজহল্লিঙ্গ, স্ত্রীপ্রত্যয় হইতে

---

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার পুস্তিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"'প্রথমা' 'দ্বিতীয়া' 'তৃতীয়া' কন্যা, বলা চলে, তখন 'চতুর্থা' 'পঞ্চমা,' 'ষষ্ঠা' কন্যা বলা না চলিবে কেন?" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮)। কি সর্ব্বনাশ! এ যে একেবারে রামমাণিক্যের যুক্তি—'যদি হি হিজ্ হিম্ অইল তবে শি শিজ্ শিম্ অইবে না ক্যান?'

পারে না। পাত্রও অজহল্লিঙ্গ। কিন্তু বাঙ্গালায় 'পাত্রী'র চলন বন্ধ করা অসম্ভব। মেঘনাদবধ-কাব্যে 'নায়কে ল'য়ে কেলিছে নায়কী' ও বীরাঙ্গনায় 'কেন বা নাচিছে নট গায়িছে গায়কী?' অনেককে 'রজকী' 'নর্ত্তকী'র ন্যায় 'পাচকী'র চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। 'ভ্রমরী'* 'চমরী'র পালের সঙ্গে 'অমরী' 'অপ্সরী'র† আমদানী হইতে দেখি, রাজ্ঞীর দেখাদেখি 'সম্রাজ্ঞী'রও‡ অভ্যুদয় হইয়াছে, 'উদাসীনী' রাজকন্যাও বিরল নহে। (উদাসিনী অবশ্য শুদ্ধ।) সংস্কৃতভাষায় ব্যাকরণের শাসন মানিতে হইলে, 'প্রেমাধীনী,' 'পরাধীনী,'

---

* 'ভ্রমরা'র ঝঙ্কার কবিতা ও গানে শুনি। সেটা কি ভোমরার সাধুবেশ না ভ্রমরের প্রণয়িনী? না 'চোরা'র মত ভোলফেরা? (১৪ পৃঃ।) বোধ হয় শেষ অনুমানটাই ঠিক।

† অমরী দেবী-অর্থে হইতে পারে, কেননা তখন উহা সংজ্ঞাপদ, কিন্তু 'মৃত্যুরহিতা' অর্থে অমরা হইবে না কি? অপ্সরস্ শব্দের প্রথমার একবচনে অপ্সরাঃ হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতভাষায় ইহা নিত্য বহুবচনান্ত (অপ্সরসঃ)। যাহা হউক, কল্পিত একবচনের পদের বিসর্গলোপ হইয়া বাঙ্গালায় অপ্সরা চলিয়াছে, 'অপ্সর' অপভ্রংশও হইয়াছে, অপ্সরী 'ইদমধিকম্'। সংস্কৃতভাষায় মূল শব্দটাই নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োজন নাই। (সংস্কৃতভাষার অভিধানে ও বেদে অপ্সরা শব্দও নাকি আছে।)

‡ 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব' ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগ আছে। কিন্তু বৈদিক প্রয়োগ লৌকিক ভাষায় চলিতে পারে কি? আর এই সকল স্থলে 'সম্রাজ্ঞী'র অর্থ সম্রাটের মহিষী নহে। কোন কোন বৈয়াকরণ বলেন, সম্রাট্ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে, আবার কোন কোন বৈয়াকরণ বলেন সম্রাটের স্ত্রীলিঙ্গ সম্রাজী হইবে। 'সম্রাজী' 'মহারাজী' 'যুবরাজী'তে কেহ রাজি হইবেন কি? 'সম্রাট্মহিষী' বলিয়া ফাঁকি দেওয়া চলে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেন, শুধু 'মহিষী' বলিলেই 'নির্বিবাদে ঠিক বলা হয়।' সম্রাট্-মহিষীতে 'পুনরুক্তি করা হয়।' (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২২;) তিনি আরও বলেন, সম্রাজ্ঞী সম্রাজন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, সম্রাজ্ শব্দের নহে। আগে রাজ্ঞী সাধিয়া পরে সম্ উপসর্গ লাগাইলে চলিবে না, তাহা হইলে সংরাজ্ঞী হইয়া যাইবে—ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্। মহারাজ্ঞী দেবীগীতায় পাইয়াছি (১।৬৬)। আগে রাজন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রাজ্ঞী, পরে মহৎ শব্দের সহিত সমাস?

'ইন্দুনিভাননী,' 'সুবদনী,' 'সুলোচনী,' 'কুরঙ্গনয়নী', 'পদ্মপলাশনয়নী,' 'সুচারুবদনী,' 'সুচিরযৌবনী'দের কি দশা হইবে? 'দিগম্বরী' দিদির 'নীলাম্বরী শাড়ী' লইয়াই বা কি হইবে? 'বধূবেশী সতী,' 'অপূর্ব্ববেশী কন্যা,' ইন্‌প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের লিঙ্গবিপর্য্যয়ের উদাহরণ, না স্ত্রীপ্রত্যয়ে প্রমাদ, কে বলিয়া দিবে? এ সব স্থলে সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ মানিতে হইবে, না অভিনব 'বাংলা' ব্যাকরণে এগুলি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইবে? স্ত্রীলোকের মুখে 'বিদ্বানী' 'বুদ্ধিমানী' 'ভাগ্যিমানী' (ভাগ্যবতী) ও 'পাপিষ্ঠী' (পাপিষ্ঠা) শুনা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। 'নিদ্রিতা'র দেখা-দেখি জাগ্রৎ শব্দকে অকারান্ত-ভ্রমে 'জাগ্রতা'ও করা হইতেছে। (জাগরিতা ঠিক, কিন্তু সে 'জাগরিত'র স্ত্রীলিঙ্গ।) 'রামী বামী শ্যামী' অবশ্য দেবভাষার ব্যাকরণের মর্য্যাদারক্ষার জন্য রামা বামা শ্যামা সাজিবেন না। 'পরমা সুন্দরী' 'সাকারা সুন্দরী' এ দুইটী স্থলে কি 'সুন্দরী' বিশেষ্যপদ ('শ্বেতমানয়' দৃষ্টান্তে শ্বেত-শব্দের ন্যায়)?

পদাবলীতে 'মুগধী' 'চতুরী'র চল আছে। আজকাল বাঙ্গালায় 'বান্ধবী'র আবির্ভাব হইয়াছে, সংস্কৃতভাষায় ইহার প্রয়োগ না থাকিলেও সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে বোধ হয় ইহার প্রয়োগে কোন বাধা নাই। 'রূপসী' বাঙ্গালার নিজস্ব, সংস্কৃতভাষায় 'রূপসী' নাই, ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে বৈয়াকরণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবেন। (রূপীয়সীর অপভ্রংশ কি?) বাঙ্গালা প্রাচীন ও আধুনিক কবিতায় প্রচলিত 'সজনী' (স্বজনী) ও আদরে 'ধন' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'ধনী'—এ দুইটীও বাঙ্গালার নিজস্ব। (একজন টুলো পণ্ডিত বলিয়াছিলেন 'ধনী'—ধনিনী, ধনিকা বা ধন্যার অপভ্রংশ। তাই কি?) শুনিয়াছি কোন রাজবংশে পুরুষেরা 'দেবতা' ও স্ত্রীগণ 'দেবতী' বলিয়া অভিহিত! পদাবলীতেও নাকি 'দেবতী' আছে। দেবতা যে স্ত্রীলিঙ্গ সে খেয়াল নাই। শিশুবোধকের আমল হইতে স্ত্রীলোকে 'সেবিকা' পাঠ লিখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এখন শুনিতেছি 'সেবকা' পাঠই শুদ্ধ।

বন্দিন্ (স্তুতি-গায়ক) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বন্দিনী, কিন্তু 'বন্দী' (কয়েদী) (বন্দিও হয়) নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, * অথচ বাঙ্গালায় এই অর্থে 'বন্দিনী' লিখিতে দেখি। সংস্কৃত কলেজের খাস ছাত্র সংস্কৃতভাষায় এম, এ উপাধিধারীকে 'উঠ গো ভগিনি, ভারতললনা কারার বন্দিনী' বলিয়া উদ্‌বোধন করিতে দেখিয়াছি। এবং সংস্কৃতভাষা-সহায়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারীকে 'চাঞ্চল্যময়ী বহুরূপিণী প্রতিভামোহিনীকে বন্দিনী করিবার উপায় নাই' বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। কি বিড়ম্বনা!

২। 'ইনী' বা 'আনী' যোগ করিয়া কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-পদ বাঙ্গালায় গঠিত ও ব্যবহৃত, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে সেগুলির অস্তিত্ব নাই। চণ্ডীদাস 'রজকিনী'র চল করিয়াছেন। বলরাম দাস শ্রীরাধার চরণ-নূপুরে 'চটকিনী'র বোল শুনিয়াছেন। বৈষ্ণবদাস 'নটিনী সখিনী কোমলনী মুগধিনী'তে মুগ্ধ হইয়াছেন। সংস্কৃত-বিদ্যাবিশারদ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার অনুপ্রাস-অলঙ্কারের খাতিরে (কুতুকিনী) 'চাতকিনী' কাব্যাকাশে উড়াইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যারণ্যে পদ্মিনী শঙ্খিনী ও হস্তিনীর সঙ্গে সঙ্গে 'নাগিনী, সর্পিণী, হংসিনী, সিংহিনী, মাতঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, বিহঙ্গিনী, ভুজগিনী, চকোরিণী, চাতকিনী'র বহুল সমাগম; তরঙ্গিণীর কূলে 'কুরঙ্গিণী' বিচরণ করিতেছে; বিজয়বসন্তে 'মরালিনী' ও 'কালিনী সাপিনী'র † গতিবিধি আছে; শ্রীমদ্‌ভাগবত-সারে 'শৃগালিনী'কে যমুনা পার হইতে দেখি। আশঙ্কা হয়, কোন্ দিন 'পুরুষিণী কোকিলিনী'রও সাড়া পাইব। সংস্কৃতভাষার

---

* একজন বন্ধু বলেন, পুরাকালে যুদ্ধে বিজিত হইলে পুরুষগণ নিহত হইত, কিন্তু নারীগণ বন্দী হইত, এই কারণে বন্দী নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। গবেষণাটুকুর তারিফ করিবেন।

† 'কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে' শ্লোকে মলিন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ মলিনী; সে হিসাবে সর্পিন্ শব্দ ধরিয়া সর্পিণী রাখা যায়, কিন্তু নাগিনী সিংহিনী ভুজগিনী প্রভৃতি তো ওরূপ কৌশলেও বাগ মানিবে না। একজন নাটককার বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, সিংহী শুদ্ধ পদ হইতে পারে, কিন্তু 'সিংহিনী' বলিলে যেমন রঙ্গমঞ্চ সেই আওয়াজে গম্‌গম্ করে সিংহীতে তেমনটি হয় না। হাঁ একটা কথার মত কথা বটে!

ব্যাকরণের হিসাবে ব্রজের 'গোপিনী' 'বণিকিণী' ও পাড়ার 'কায়স্থিনী' 'কৈবর্ত্তিনী' এবং কাণাচের 'প্রেতিনী' 'পিশাচিনী' একই পদার্থ। 'উলঙ্গিনী' তো 'পাগলিনী'র মত খাঁটী বাঙ্গালিনী কাঙ্গালিনী (বর্ণচোরা ১০ পৃঃ), সুতরাং বেকসুর খালাস। 'ননদিনী' ও 'সতীনী' প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় এক একটি অদ্ভুত জীব। তবে যখন সংস্কৃতভাষা হইতে অবিকল গৃহীত নহে, তখন উলঙ্গিনীর মত উহাদের উপরও কথা চলে না। 'ভিক্ষুণী' সংস্কৃতভাষা হইতে না হইলেও পালিভাষার ভিতর দিয়া দর্শন দিয়াছেন। শূন্যপুরাণে 'ঋষ্যাণী'র এবং পদাবলিতে 'ব্যাধিনী' 'মানবিনী' 'দেবকিনী'র দর্শন পাওয়া যায়। 'ম্লেচ্ছানী' ও 'নিতান্ত সঙ্কোচ ক'রে একধারে আছে স'রে।' কোথাও কোথাও 'পিতৃব্যাণী'কে মাতুলানীর পার্শ্বে একটু স্থান করিয়া লইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্রাণী, সর্ব্বাণী, রুদ্রাণীর পাশে 'শূদ্রাণী'কে, ঈশানীর পাশে 'ঘোষাণী'কে, আচার্য্যানী, উপাধ্যায়ানীর পাশে 'পণ্ডিতানী'কেও স্থান দিতে হইবে কি? পক্ষান্তরে বরুণপত্নী বরুণানী না মানিয়া মাইকেল বারুণীর দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন, 'বারুণী' যে বরুণকন্যা সে বিচার করেন নাই। কেবল-বৈয়াকরণ 'সুকেশিনী' 'কৃশাঙ্গিনী' অথবা 'স্থূলাঙ্গিনী', 'শ্যামাঙ্গিনী' অথবা 'শ্বেতাঙ্গিনী' অথবা 'হেমাঙ্গিনী' অথবা 'গৌরাঙ্গিণী', 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' * ত্যাগ করার পরামর্শ দিলে, কেহ শুনিবেন কি? 'অনাথিনী,' 'নির্দ্দোষিণী,' 'নিরপরাধিনী,' 'সাপরাধিনী,' 'হতভাগিনী,' 'দুরাচারিণী,' 'স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী,' প্রভৃতি লইয়াও বড় মুস্কিল। (পুন-রুক্তিদোষ-প্রকরণে এগুলির বিচার হইবে।)

খাঁটী বাংলা শব্দে খাঁটী বাংলা ইনী প্রত্যয় দিয়া অনেক স্থলে স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয় বটে, যথা সাপ সাপিনী, বাঘ বাঘিনী, উলঙ্গ উলঙ্গিনী, কাঙ্গাল

---

* সংস্কৃতভাষায় অর্দ্ধাঙ্গী। শান্তিগীতায় অভিমন্যুশোকে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধ দিতেছেন।—গৃহীত্বান্যস্য কন্যাং হি পত্নীভাবেন মোহিতঃ।

পুরা যথা ন সম্বন্ধঃ সার্দ্ধাঙ্গী সহধর্ম্মিণী ॥ ২।২৯

কাঙ্গালিনী, পাগল পাগলিনী (পাগ্‌লীও হয়), গোয়াল বা গোয়ালা বা গয়লা, গোয়ালিনী বা গয়লানী, নাপ্‌তে বা নাপিত, নাপ্‌তিনী বা নাপিৎনী। কিন্তু চলিত ভাষার জের সাধুভাষায় পর্য্যন্ত চলে, এ বড় আপশোষ। নাপ্‌তিনী বা নাপিৎনী 'ভবিষ্যযুক্ত' হইয়া নাপিতানী সাজিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে' সুন্দরীর ও 'দেবীচৌধুরাণী'তে ফুলমণির নাপিতানীবেশে ও 'পদাবলী'তে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানীবেশে আপামর-সাধারণ সকলেই মুগ্ধ। বিদ্বানের হাতে পড়িয়া পেত্নীর প্রেতিনীত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। গয়লানীর দেখাদেখি ঘোষাণী, চাঁড়ালনীর দেখাদেখি চণ্ডালিনী, * গৃধিনীর দেখ'দেখি গৃধ্রিনী, বাঘিনীর দেখাদেখি ব্যাঘ্রিণী, সাপিনীর দেখাদেখি সর্পিণী, (তবে সর্পিন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া রাখা যায়), ধোপানীর দেখাদেখি রজকিনী হইয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু সংস্কৃতভাষার শব্দের উত্তর 'খাঁটী বাংলা' প্রত্যয় করিয়া সোণার পাথর-বাটী গড়া উচিত কি? এরূপ দোআঁশলা শব্দের (hybrid word) প্রয়োজনই বা কি? কতকগুলি কবিপ্রয়োগ (poetic license) বলিয়া সোঢ়ব্য হইলেও গদ্যের ভাষায় চলিবে কি না, তাহাও বিচার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ আছে, ইহা ইংরেজীনবীশ সম্প্রদায়ের উৎকট মৌলিক উদ্ভাবন নহে।

ক্লীবলিঙ্গ

পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ লইয়া যখন এই বিভ্রাট্, তখন আবার পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ-ভেদের জের সংস্কৃতভাষা হইতে বাঙ্গালায় চালাইতে গেলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। মনে মনে কোষ বা লিঙ্গানুশাসন ঘুষিয়া, লিঙ্গ ঠিক করিয়া, বলবান্ নিয়ম, বলবৎ প্রমাণ, বলবতী যুক্তি, হৃদয়স্পর্শী প্রবন্ধ, হৃদয়স্পর্শি

---

* 'দ্রবময়ী চণ্ডালিনী'র বিবরণ পড়িয়া আমাদের হৃদয় দ্রব হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি বলিব চাঁড়ালনীর চণ্ডালিনীবেশ বিসদৃশ ঠেকে।

বাক্য, হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা, এত ধরিয়া লেখা চলিবে কি? বলা বাহুল্য, সংস্কৃতভাষায় পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ যত সহজ লক্ষণে চেনা যায়, পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ-ভেদ তত সহজে ধরা যায় না। অতএব বাঙ্গালায় ক্লীবলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সবই পুংলিঙ্গ, এইরূপ একতরফা ডিক্রী দিলেই ভাল হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবন্ত ও তিঙন্ত পদ

১। যদিও বাঙ্গালায় শব্দরূপ ধাতুরূপ সংস্কৃতভাষা হইতে স্বতন্ত্র-প্রকারের, তথাপি সংস্কৃতভাষার কয়েকটি সুবন্ত ও তিঙন্ত পদ বাঙ্গালায় প্রচলিত দেখা যায়। তিঙন্ত পদ যথা, পদাবলীতে ও কীর্ত্তনে দেহি ও কুরু; প্রাচীন কাব্যে ছিন্দি ভিন্দি (সংস্কৃতভাষার ছিন্ধি ভিন্ধির অপভ্রংশ), সংহর, স্মর, ত্রাহি, জয় জয়, অস্তু (তথাস্তু, সিদ্ধিরস্তু, জয়োঽস্তু, দীর্ঘায়ুরস্তু); দীয়তাং ভুজ্যতাম্;—আশ্চর্য্যের বিষয়, এগুলি সবই অনুজ্ঞার পদ; স্যাৎ (যদিস্যাৎ, ন স্যাৎ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া); অস্তি (নাস্তি, যৎপরোনাস্তি,* আস্তিক, নাস্তিক); মাভৈঃ (বিসর্গ-বিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়), ভবিষ্যতি (ন ভূত ন ভবিষ্যতি বলিয়া গালি দেওয়া)।

২। বাঙ্গালায় সংস্কৃতভাষার সুবন্ত পদের চল তিঙন্ত পদ অপেক্ষা বরং অধিক। কতকগুলি স্থলে প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালার মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যথা পিতা, মাতা, সখা, রাজা, বিদ্বান্, সম্রাট্,

---

* 'যৎপরোনাস্তি' কি সংস্কৃতভাষায় আছে? থাকিলেও পুংলিঙ্গ শব্দের সঙ্গেই ইহার প্রয়োগ হওয়া উচিত। যথা, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ। যৎপরোনাস্তি কষ্ট বা বেদনা তো এ হিসাবে ভুল হয়। কিন্তু অনেকে এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আটকান কঠিন। 'যারপর নাই' যেন নেড়া নেড়া দেখায় এবং 'ক্লেশ' 'কষ্ট' প্রভৃতি শব্দের সহিত বসিলে গুরুচাণ্ডালী দোষ ঘটে না কি?

গুণী, হনুমান্, শ্রীমান্, শর্ম্মা, আত্মা ইত্যাদি। 'দম্পতি' নিত্য দ্বিবচন বলিয়া প্রথমার দ্বিবচন 'দম্পতী' কেহ কেহ বাঙ্গালায়ও চালাইতে চাহেন; আবার কেহ কেহ সোজাসুজি দম্পতি লেখেন। 'কিম্ভূতকিমাকার' এখানে কিম্ অব্যয়। 'বরং' ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার পদ না অব্যয়? 'বলবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, গুণবন্ত, জ্ঞানবন্ত' প্রভৃতি বাঙ্গালায় চলিত; এগুলি যদি সংস্কৃতভাষার পদ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, বিসর্গবিসর্জ্জন হইয়াছে ও বহুবচনান্ত পদ এক-বচনে চলিয়াছে। (৮ম পরিচ্ছেদে আলোচনা ক'রব।) 'অগত্যা,' 'বস্তুগত্যা,' 'যেন তেন প্রকারেণ', এই তৃতীয়ার একবচনের পদগুলি ব্যবহৃত হইতেও দেখা যায়। কেন, যেন (উচ্চারণ ক্যান, য্যান) কি তৃতীয়ার পদ? 'হেন তেন' এখানেও কি সংস্কৃত তেন? হঠাৎ, তৎক্ষণাৎ, দৈবাৎ, বলাৎ (বলাৎকার), অকস্মাৎ, অচিরাৎ, প্রসাদাৎ, প্রমুখাৎ, সারাৎ (সারাৎসার), পরাৎ (পরাৎপর), ক্ষুদ্রাৎ (ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র) এই পঞ্চমীর পদগুলিও চলিত। মম, তব, ষষ্ঠীর পদ পদ্যে চলে। অন্যান্য ষষ্ঠীর পদ, যস্য, অস্য, কস্য, তস্য, তস্যাঃ (অস্যার্থঃ)। 'আদৌ' সপ্তমীর পদ; 'কস্মিন্' এই সপ্তমীর পদটি 'কস্মিন্ কালে' এইপদসজ্ঘে (Phraseএ) দেখা যায়। 'কালে কস্মিনে' উদ্ভট।

চিঠি লেখার প্রাচীন রীতিতে, খতপত্রে, আদালতের কাগজে, অনেক গুলি সুবন্ত পদ চলিত আছে, যথা নিবেদনমিদম্, নিবেদনমিতি, অধিকন্তু, কিমধিকমিতি, অলমতিবিস্তরেণ। 'শকাব্দা'য় বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'কার্য্যম্' শুদ্ধ পদ, কিন্তু 'কার্য্যঞ্চাগে' কি কার্য্যঞ্চাগ্রে? 'শ্রীচরণেষু' 'মঙ্গলাস্পদেষু' প্রভৃতি সপ্তমীর পদও প্রচলিত। মঙ্গলাস্পদাসু' "কল্যাণভাজনাসু' স্ত্রীলিঙ্গ-বিভক্তি-সম্বন্ধে লিঙ্গবিচারে বিচার করিয়াছি (৪০ পৃঃ)। 'পরমপোষ্টাবরেষু' (পোষ্টৃ) সমাস-প্রকরণে 'পিতাস্বরূপে'র দলে পড়িবে। 'মহিমাবরেষু' মহিমবরেষু হওয়া উচিত। 'পরমকল্যাণ-বরেষু'তে পুনরুক্তিদোষ ঘটিয়াছে। 'বরাবরেষু' (পার্শী বরাবর) 'সমীপেষু'র দেখাদেখি চলিত হইয়াছে। হসন্তকে অকারান্ত-ভ্রমে 'নিরাপদেষু'

চলিয়াছে।* তাহার উপর আয়ুঃর বিসর্গবিসর্জ্জনে 'দীর্ঘায়ুনিরাপদেষু' চলিয়াছে। শুভানুধ্যায়িনঃ, শর্ম্মণঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ; তস্যাঃ, দাসস্য, ঘোষস্য, প্রভৃতি ষষ্ঠীর পদ নাম-সহিতে দেখা যায়। তস্যাঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ একয়টীতে কখন কখন বিসর্গ-বিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'দেব্যাঃ, দাস্যাঃ' ও 'দেবী, দাসী'র মধ্যে একটা আজগবি প্রভেদ বাঙ্গালায় হইয়াছে। প্রথম যোড়াটি বিধবার বেলায় দ্বিতীয় যোড়াটি সধবার বেলায় প্রযুক্ত হয়। ইহার হেতু কি?

৩। সম্বোধন-পদের ব্যবহার লইয়া বাঙ্গালায় বেশ একটু গোল দেখা যায়। কেহ সংস্কৃতভাষার নিয়মে চলেন, কেহ চলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত— 'সাবধান, সাবধান, ওরে মূঢ়মতি', 'এই না, ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার?,' 'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?' 'কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,' 'পর্ব্বতদুহিতা নদী দয়াবতী তুমি,' 'আজ শচীমাতা কেন চমকিলে?', 'হা দগ্ধ বিধাতা রে' ইত্যাদি। আমার মনে হয়, শব্দটিতে সম্বোধন-পদের বিভক্তি না দিলে বাঙ্গালায় ভাগবত অশুদ্ধ হয় না।† তবে ঋকারান্ত শব্দের বেলায় এবং অন্য কতকগুলি স্থলে অবশ্য প্রথমার একবচনকেই (বাঙ্গালার নিয়মে) মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ঋকারান্ত শব্দের বেলায় প্রথমার একবচনকে মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কিন্তু এক অনর্থ ঘটিয়াছে। দুহিতার সম্বোধনে 'দুহিতে' দেখিয়াছি, মিতের দেখাদেখি 'পিতে' কবির গানে যাত্রার গানে পাঁচালীতে শুনিয়াছি। জগদম্বার সম্বোধনে 'জগদম্বে' হইবে কি 'জগদম্ব' হইবে, ইহা লইয়া সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে মারামারি আছে। হরেকৃষ্ণ নামটির কি দুই অংশেই সম্বোধনের পদ?

---

* সংস্কৃতভাষার অভিধানে 'আপদা' শব্দ আছে। অতএব নিরাপদেষু শুদ্ধ —কেহ কেহ এইরূপ বলেন। কিন্তু 'আপদা' শব্দটীর ভাষায় প্রয়োগ আছে কি?

† রাজসিংহ, চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্রও এই রায় দিয়াছেন।

মৎ, বৎ, ইন্, বিন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত) এবং কস্থ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বেলায়ও পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচন মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হয় এবং সম্বোধনে ঐ রূপই অবিকৃত থাকে ; যথা 'দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনূমান্.' 'বৃথা এ সাধনা তব হে ধীমান্,' 'কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে ?', 'ওহে বঙ্গবাসী জান কি তোমরা ?', 'শুন শুন ওহে রাজা করি নিবেদন' ইত্যাদি। কেহ কেহ 'রাজন্' 'শশিন্' ধনিন্' ইত্যাদি সংস্কৃতানুরূপ প্রয়োগ করেন। যথা 'হে ধনিন্, গর্ব্ব পরিহর'। পদ্যে ও গানে যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেইরূপ লেখা হয়। এ স্বাধীনতাটুকু থাকাই সঙ্গত। পিতঃ ভ্রাতঃ বাঙ্গালায় চলিতে পারে, কিন্তু প্রভুকে কর্ত্তা না বলিয়া 'কর্ত্তঃ' বলিয়া সম্বোধন একেবারেই অকর্ত্তব্য।

কিন্তু এক সম্প্রদায় লেখক উৎকট মৌলিকতা দেখাইয়া 'শশি, ধনি' ইত্যাকার লিখিতেছেন। এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ লেখক একটু রঙ্গ-রসের অবতারণা করিয়া শশীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন— 'তুমি রাগই কর আর যাই কর, তোমাকে শশিন্ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব না'। অবশ্য শশী রাগ করিয়াছেন কি না, চন্দ্রলোক হইতে আজও তৎসম্বন্ধে সমাচার-চন্দ্রিকা আসে নাই। তবে 'শশি' বলিলে শশীর রাগ করিবার কথা ; (ইহা যে আফিংখোর কমলাকান্তের শশীকে She ভ্রম করা অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক ;) লেখকগণ খেয়াল করেন না যে, 'শশি' বলিলে সাতাইশ তারার অধিপতি শশীকে রীতিমত ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করা হইল ! 'ধনি' 'স্বামি,'-সম্বন্ধেও সেই কথা। যাঁহারা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের মারপেঁচের ভিতর যাইতে চাহেন না, তাঁহারা সোজাসুজি পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনটা সম্বোধনে বাহাল রাখিলেই পারেন। উৎকট মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরা কেন ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অব্যয়ে বিভক্তিযোগ

অন্য, যদি, বৃথা, মিথ্যা, সংবৎ, সাক্ষাৎ, প্রাতঃ, সু, কু, অব্যয়শব্দ। অব্যয়ে বিভক্তিযোগ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় 'অন্যকার' 'যদি'র কথা বলা যায় না, চলে। বৃথা 'বৃথায়' হয়। অবশিষ্ট কয়েকটি শব্দ বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হয় ও এগুলিতে রীতিমত শব্দরূপের নিয়মে বিভক্তি লাগান হয়,—যথা, সাক্ষাতের সুযোগ, অমুক সংবতে তাঁহার জন্ম, প্রাতে উঠিয়া মুখ ধোও, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিও না, সুর সঙ্গে কুর সদ্ভাব ঘটে না ইত্যাদি। 'অন্তঃ' অন্তর হইয়াছে, 'বহিঃ' বাহির হইয়াছে এবং এই দুইটি অপভ্রংশে বিভক্তিযোগ হয়, যথা অন্তরের কথা, বাহিরের ঘর, অন্তরে অন্তরে ভালবাসি, বাহিরে এস। যথা, তথা ও যেথা সেথা (যত্র তত্রর অপভ্রংশ ?)—এগুলিও অব্যয়, কিন্তু যথায় তথায় যেথায় সেথায় হয়। (এস্থলে 'যথা-তথা'র যেখানে সেখানে অর্থ। যেরূপ সেরূপ বুঝাইলে বিভক্তিযোগ হয় না।) তস্‌ প্রত্যয়ান্ত ইতস্ততঃ অব্যয়, কিন্তু বাঙ্গালায় 'ইতস্ততর মধ্যে পড়িয়াছি' বলা হয়। ত্র-প্রত্যয়ান্ত একত্র ও সর্ব্বত্র অব্যয়, অথচ 'একত্রে' খুব চলিত, 'সর্ব্বত্রে'ও দেখিয়াছি। অত্র স্থান, অত্র আদালত, অত্র আদালতের, ইহলোক—হিসাব-মত ধরিতে গেলে ভুল, কেননা অত্র ও ইহ সপ্তমী বিভক্তি বুঝায়। ('কর্ম্মণিবাচ্য' বলিলেও এই প্রকার ভুল হয়)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তদ্ধিত ও কৃৎ প্রকরণ

তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি দুষ্টপদ বাঙ্গালায় চলিত। কতকগুলি স্থলে (false analogy) অলীক সাদৃশ্য-বশতঃ পদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ পদটি দিয়াছি।

তদ্ধিত

অরণ্যানীর দেখাদেখি বনানী। আধুনিক রচনায় খুব চলিত।

শ্রীমান্ এর „ লক্ষ্মীমান্
বুদ্ধিমান্ এর „ জ্ঞানমান্
হনুমান্ এর „ ভাগ্যমান্
স্ত্রীলিঙ্গ (ভাগ্যিমানী) } স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায়, কচিৎ কেতাবেও দেখা যায়। 'যশোমতী'ও এইদলে পড়ে।

। এসব স্থলে মতুপ্ না হইয়া বতুপ্ হইবে।)

মদীয়, ত্বদীয়, তদীয় র „ যাবদীয় তাবদীয় (যাবতীয় তাবতীয় হইবে)।

পঞ্চম, সপ্তম এর দেখাদেখি ষষ্ঠম কচিৎ দেখা যায়!

বঙ্কিমর „ ভঙ্গিম, রক্তিম, নীলিম ইত্যাদি (ভোলফেরা শব্দ ১৫পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

তথাচ ও তত্রাপির „ তত্রাচ।

কদাচ ও কচিৎএর „ কদিচ্ (চলিতকথা)।

ইষ্ট, অনিষ্টর „ ঘনিষ্ট, (ঘনিষ্ঠ, ইষ্ঠ প্রত্যয়)।

রথীর „ দাশরথী (দাশরথি)।

পতঞ্জলির „ পাতঞ্জলি (পাতঞ্জল)।

বড়বার „ বাড়বা (বাড়ব)।

চমরীর „ চামরী (চামর)।

ওষধির „ ঔষধি (ঔষধ)।

কার্য্যর „ সৌকার্য্য (সৌকর্য্য)।

(৵০) দ্বৈবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক, রাজনৈতিক (দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, রাজনীতিক); খুব চলিত। (সর্ব্বজনীন, সার্ব্বজনীন—দুই রূপই হইতে পারে)। প্রত্নতাত্ত্বিক খুব চলিত; প্রাত্নতত্ত্বিক হইবে কি? প্রাগৈতিহাসিক ঠিক কি?

(৶০) চতুর্দ্দিক্‌ময়, জগৎময়। এ দুইটি স্থলে সন্ধি হয় নাই কেন? ময়ট্ প্রত্যয় না ইহা খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র 'ময়' প্রত্যয়? (যেমন গাময় গয়না, মাথাময় চুল, ঘরময় জল, পথময় কাদা; সংস্কৃত ভাষায় কেশময় মস্তক, কর্দ্দমময় পন্থাঃ ইত্যাদি হইত।)

(৷৶০) ঘোরতর, গুরুতর, গাঢ়তর, বহুতর—শব্দগুলির বাঙ্গালায় যেরূপ অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে সন্দেহ হয়, এগুলি সংস্কৃতভাষার উৎকর্ষবাচক 'তর' প্রত্যয় কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র 'তর' প্রত্যয় বা পারসী তরহ্—প্রকার (যথা বেতর, কেমনতর, এমনতর)?

(৷০) সৎ শব্দের দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য এক অর্থে 'সত্তা' ও অন্য অর্থে 'সততা' পদ প্রস্তুত করা হয়। শেষেরটির বেলায় সৎ শব্দ অকারান্ত ধরিয়া লওয়া হয়। অদ্ভুত!

(৷৵০) বুদ্ধিমন্ত, জ্ঞানবন্ত, লক্ষ্মীমন্ত (লক্ষ্মীবন্তঃ), গুণবন্ত, প্রভৃতিতে বহুবচনান্ত পদের বিসর্গ বিসর্জ্জন করিয়া একবচনে প্রয়োগ না খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র

প্রত্যয় ? (সাধু) 'সন্ত' ও মোহন্ত'ও কি এই গোত্রের ? 'মোহন্ত' কি মোহান্ত ? 'পয়মন্ত' কোথা হইতে আসিল ? যশোবন্ত সিংহ (যশস্বন্তঃ) হর্ষচরিতে রাজ্ঞী যশোবতী (যশস্বতী) ও পদাবলীতে যশোমতী মা এ তিনটি সংজ্ঞা বলিয়া বোধ হয় ব্যাকরণের অধীন নহে।

(।৶•) সংস্কৃতভাষার শব্দের প্রথমার একবচনকে বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া ধরাতে নিম্নলিখিত অশুদ্ধ পদগুলি হইয়াছে।—স্থায়ীত্ব, দায়ীত্ব, কৃতীত্ব. স্বামীত্ব. কর্ত্তাত্ব*, চন্দ্রমাবৎ, আত্মাময়, মহিমাময়, কালিমাময়, মধুরিমাময়, ভাগ্যবান্‌তর (মাইকেল!) ভগবান্‌ত্বও দেখিয়াছি। কোন কোন নবীন পাণিনি আবার এগুলির সমর্থন করেন!

(।৴•) 'ইতিমধ্যে' 'ইতিপূর্ব্বে' খুব চলিত। 'ইতোমধ্যে' 'ইতঃপূর্ব্বে' শুদ্ধ। কেননা 'ইতি' বর্ত্তমান সময় অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ আবার 'ইতোপূর্ব্বে' লিখিয়া বসেন!

(॥•) মানবতা চলিতে পারে। কিন্তু প্রসারতা, বিমর্ষতা, উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, মৈত্রতা, সখ্যতা, ঐক্যতা, হ্রাসতা, লাঘবতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি বাঙ্গালা আধিক্যিতা ?), প্রশমতা, শমতা, শীলতা, গোপনতা, প্রতিবন্ধকতা, তিমিরতা, রক্তিমতা, এগুলিতে ভাবার্থক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে। বৈরক্তি কিরূপে সিদ্ধ ? নিরাকার অর্থে নৈরাকার, নিরাশ অর্থে নৈরাশ, বিমুখ অর্থে বৈমুখ, প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। 'সৌগন্ধ', 'অনবধানতা', 'অজ্ঞানতা', বহুব্রীহি করিয়া রাখা যায়। কিন্তু রাখিবার প্রয়োজন কি ?

(॥৴•) বাঙ্গালায় 'বিশেষ' বিশেষণ হওয়াতে 'বিশেষত্ব' উদ্ভাবিত হইয়াছে। ('বিশিষ্টতা' বলিয়া সামলান যায়।) বিশেষণ হইয়াও বাঙ্গালায় 'মান্য' বিশেষ্য-ভাবে ব্যবহৃত, (তিনি আমাকে মান্য করেন =সম্মান); ইহা হইতে 'মান্যমান্‌' করা হইয়াছে। 'আবশ্যক' বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই সংস্কৃতভাষায় হয়। অতএব আবশ্যকীয় চলিতে পারে।

(॥৶•) শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃতভাষায় আছে। যথা মহাভারতে 'যুধিষ্ঠিরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ কুরূণাম্‌'।

(॥৴৹) সাহিত্যিক, মানবিক ও মানবীয়, বৈষ্ণবীয়, নামীয়, নামিক। এগুলি ভুল না হইলেও বাঙ্গালায় উদ্ভাবিত, সংস্কৃতভাষায় বোধ হয় প্রয়োগ নাই।

* কর্ত্তাত্তি ও কর্ত্তাগিরিতে আপত্তি নাই, কর্ত্তাত্ব অসহ্য। রাজাগিরি হইতে পারে, কিন্তু রাজাত্ব অদ্ভুত।

(৮০) 'মাধুরিমা' পাইয়াছি। ইহা কি মধুরিমা ও মাধুরীর মাঝামাঝি? অবশ্য ছাপার ভুলও হইতে পারে।)

কৃৎপ্রকরণ

অরুন্তুদ র দেখাদেখি মর্ম্মন্তুদ
শিক্ষয়িত্রী র „ রক্ষয়িত্রী (রক্ষিত্রী)
আবহমান র „ প্রবহমাণ
রোরুদ্যমান র „ রুদ্যমান
অযশস্কর র „ লজ্জাস্কর
পোষ্য র „ চোষ্য (চূষ্য)
(বা দোষী দূষীর মত উচ্চারণ-দোষে ?)
গৃহীত র „ গৃহীতা (গ্রহীতা)
সজ্জিত র „ মজ্জিত (মগ্ন)
(ণিচ্ করিয়া রাখা যায়)
চূর্ণিত র „ পূর্ণিত (পূর্ণ)
+উদীয়মান র „ অস্তমান (অস্ত মান বহুব্রীহি ?)
হৃদয়ঙ্গম র „ অন্তরঙ্গম

(⁄০) অনট্ প্রত্যয়

(১) সৃজন (সর্জ্জন) প্রাচীন কাব্যে ও আধুনিক রচনায় আছে। বিসর্জ্জনে তাল ঠিক আছে। সর্জ্জন লিখিতে বলি না, সৃষ্টি লিখিলেই হয়।

(২) সিঞ্চন (সেচন)। বঞ্চন এর দেখাদেখি ? আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চালাইয়াছেন। কিন্তু ইহা নূতন উদ্ভাবন নহে। পদাবলীতে আছে।

(৩) বিকীরণ (বিকিরণ)। বিকীর্ণর দেখাদেখি ? অথবা বিকীর্ণর সম্প্রসারণ ? কিরণে তাল ঠিক আছে।

(৪) উদ্গীরণ (উদ্গিরণ)। উদ্গীর্ণর দেখাদেখি ? অথবা উদ্গীর্ণর সম্প্রসারণ ? কেহ কেহ বলেন বিকরণ ও উদ্গারণ হইবে।

(৶০) ক্ত প্রত্যয়

আহরিত (আহৃত, ণিজন্ত করিলে আহারিত)।

উচ্ছন্ন (উৎসন্ন)। প্রাকৃতের নিয়মে সন্ধি হইয়াছে ? না উচ্ছিন্নের দেখাদেখি ?

সিঞ্চিত (সিক্ত, ণিজন্ত সেচিত)। পদাবলীতে আছে। আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চালাইয়াছেন। 'বঞ্চিত' 'সঞ্চিত'র দেখাদেখি ?

গ্রন্থিত (গ্রথিত)।

দংশিত (দষ্ট)।

সৃজিত (সৃষ্ট, ণিজন্ত করিলে সর্জ্জিত)।

* বিসর্জ্জিত (বিসৃষ্ট)।

খনিত (খাত, ণিজন্ত করিলে খানিত)।

নমিত (নত)।

চয়িত (চিত)। (ণিজন্ত করিলে চায়িত)।

+ 'উদীয়মান' অনেকে ভুল বলেন। কিন্তু উৎ+ঈ দিবাদিগণীয় (গত্যর্থক) আত্মনেপদী আছে, অতএব ইহা শুদ্ধ (কর্ত্তৃবাচ্যে শানচ্)।

বপিত (উপ্ত) (ণিজন্ত করিলে বাপিত।)

* শায়িত (শয়িত)।

বরিত (বৃত) বিবরিত (বিবৃত) ;
(ণিজন্ত করিলে বারিত।)

* বর্ষিত (বৃষ্ট)।

* কর্ত্তিত (কৃত্ত)।

* নিমজ্জিত (নিমগ্ন)

বাঙ্গালায় প্রেরণার্থে প্রয়োগ না করিয়াও 'শায়িত' প্রভৃতির চল বেশী। স্বার্থে ণিচ্ বলিব ?

বিতরিত (বিতীর্ণ)। (ণিজন্ত করিলে বিতারিত।)

{ প্রবর্ত্ত (প্রবৃত্ত) / উদ্বর্ত্ত (উদ্বৃত্ত) } উচ্চারণদোষ, যেমন ব্রতর উচ্চারণ বর্ত্ত।

উত্যক্ত (উত্ত্যক্ত)

পক্ক (পক্ক)।

ক্ষুব্ধ (ক্ষুভিত)। (পণ্ডিতজনের মুখে শুনি ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তাহার পারিভাষিক অর্থ আছে।)

ইচ্ছিত (ইষ্ট)

* স্পর্শিত (স্পৃষ্ট)।

* প্রহারিত (প্রহৃত)।

* বিবাহিত (ব্যূঢ়)।

* উপশমিত (উপশান্ত)।

উৎসর্গিত (উৎসৃষ্ট)।

* এগুলি ণিজন্ত করিয়া রাখা যায়।

অনুবাদিত (অনূদিত)।

অবিসংবাদিত (অবিসংবাদীলেখাই সুবিধা।)

কেহ কেহ 'তারকাদিভ্য ইতচ্' এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া এগুলি সামলাইতে চাহেন, কিন্তু এগুলি ঐ সূত্রের স্থল কিনা, তাহা বিচার্য্য।

চপলিত, প্রফুল্লিত, ব্যাকুলিত, নিঃশেষিত, বিহ্বলিত, উদ্বেলিত, এ কয়টি স্থলে 'ক্ত' বা (তদ্ধিত) ইতচ্ উভয়ই অযুক্ত ; একত্রিত আরও অযুক্ত, কিন্তু খুব চলিত : 'একত্রীভূত' 'একত্রীকৃত'ও লিখিতে দেখি। এগুলিও অযুক্ত। প্রথম কয়েকটি স্থলে নামধাতু করা চলে কি ? 'ব্যাকুলিত' পঞ্চতন্ত্রে দুই এক স্থলে আছে।

জ্ঞাতার্থে, তদ্দৃষ্টে, একদৃষ্টে, বয়ঃপ্রাপ্তে, সশঙ্কিত, সভীত, সচকিত, সচেষ্টিত ও অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি স্থলে 'ভাবে ক্ত' বলিব কি ? সংস্কৃতভাষায় 'চেষ্টিত' প্রভৃতি পদ বিশেষ্য হইলে ভাবে ক্ত করিয়া সিদ্ধ। বাঙ্গালায় ভাবে ক্ত নাই কি ? ইহার একটা 'বিহিত' করিতে হইবে, এখানে ভাবে ক্ত নহে কি ? 'আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম' এখানে জ্ঞাত শব্দের কিরূপে অন্বয় হইবে ? কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় ধরিতে হইবে কি ?

(৶০) ণক প্রত্যয়

{ কৃষক (কর্ষক) / পর্য্যটক (পর্য্যাটক) } খুব চলিত।

ভূদেব বাবু পর্য্যাটক লিখিয়াছেন।

('ণক', প্রত্যয় না করিয়া অন্যপ্রকারে নাকি 'কৃষক' 'পর্যটক' সাধা৹যায়।)

(।০) শানচ্ প্রত্যয়

মুহ্যমান (কর্ম্মবাচ্যে মোহ্যমান)। (পরস্মৈপদী ধাতু, কর্ত্তৃবাচ্যে শানচ্ হইবে না।)

ঘূর্ণায়মান (ঘূর্ণ্যমান)

কম্পমান (কম্পমান, তদ্ধিত প্রত্যয় করিলে কম্পবান্।) কম্পায়মান দেখিয়াছি। 'হাস্যমান' ও দেখিয়াছি। নামধাতু করিয়া প্রথমটী রাখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রকৃতই হাস্যকর।

(।/০) শতৃ প্রত্যয়

'অজানত' ধরিলাম শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ, বাঙ্গালায় অকারান্ত হইয়াছে। 'রাগত', 'করত', 'হওত' এগুলি কি?

(।৶০) তব্য, অনীয়, য।

(১) প্রার্থিতব্য (প্রার্থয়িতব্য)
বর্ণিতব্য (বর্ণয়িতব্য)
কথিতব্য (কথয়িতব্য)

(২) পরিত্যাজ্য (পরিত্যাজ্য)

(৩) দোষণীয় (দূষণীয়)

(৪) সহ্যনীয় (সহনীয়)
(৫) গ্রাহ্যণীয় (গ্রহণীয়)
(৬) মান্যনীয় (মাননীয়)

এ তিনটী স্থলে "অনীয়" "য" দুইই করা হইয়াছে! এগুলিরও প্রয়োগ দেখিয়াছি।

(৯) ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তরে উত্তর শব্দ নহে, গোত্তর (গোত্র) মাত্তর (মাত্র) একত্তর (একত্র) প্রভৃতির ন্যায় অপভ্রংশে 'ত্র'র এরূপ উচ্চারণ হইয়াছে। (আসল ব্রহ্মত্র দেবত্র না ব্রহ্মত্রা দেবত্রা? ত্র ধরিলে ত্রৈ+ড। ত্রা ধরিলে ত্রাচ্ প্রত্যয়। দ্বিতীয় মতে আপত্তি, ইহার পরে 'করোতি' গোছের একটি পদ না থাকিলে ত্রাচ্ প্রত্যয় হইতে পারে না।)

(।৶০) বিবিধ

(১) দয়াল (দয়ালু) তদ্ধিত প্রত্যয়।

(২) ভীতু (ভীত ও ভীরুর মাঝামাঝি)

(৩) মিথ্যুক—লাজুক, মিশুক প্রভৃতির ন্যায় 'খাঁটি বাংলা' প্রত্যয়।

(৪) নিন্দুক (নিন্দক)

(৫) জাগরুক (জাগরূক)

(৬) সমুদায়, সমুদয় দুইই ঠিক।

(৬) (সম্ উপসর্গযুক্ত) সম্মান, সম্মতি, সম্মত, সম্মিলন, সম্মুখ, অনেকে সন্মান, সন্মতি ইত্যাদি (উন্মত্ত, উন্মনাঃ, উন্মাদের মত) বাণান ও উচ্চারণ করেন। সৎ শব্দের সঙ্গে সন্ধি করিলে এরূপ হইতে পারে। তবে ইহা নিতান্ত কষ্টকল্পনা। অর্থও ভিন্নরূপ হয়।

(৭) জীবন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত, ভাসন্ত

এগুলি কি শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদের বহুবচনের বিসর্গবিসর্জ্জন ও একবচনে ব্যবহার হইয়াছে ?* না 'বসন্ত' শব্দের ন্যায় 'অন্ত' প্রত্যয় হইয়াছে ? না 'খাঁটি বাংলা' প্রত্যয় ? যেমন উঠন্ত, পড়ন্ত, বাড়ন্ত, নিভন্ত, ঘুমন্ত, জাগন্ত। 'জীবন্ত'—বোধ হয় জীয়ন্ত (জ্যান্ত)—কে সংস্কৃত করিয়া লওয়া।

(৮) বাঙ্গালায় 'পটু' অর্থে বাগীশ প্রত্যয় হইতেছে। নতুবা বাক্যবাগীশ, বচনবাগীশ, বক্তৃতাবাগীশ, পুনরুক্তিদোষ হয়। ভোজন-বাগীশ, খাদ্যবাগীশ, আরও অদ্ভুত। বাগীশ—বৃহস্পতি অর্থ ধরিব কি ?

পুনশ্চ

বাঙ্গালায় উৎকর্ষবাচক 'তর' প্রভৃতি প্রত্যয়-প্রয়োগের বাঁধাবাঁধি নাই। 'ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট' বলা চলে, 'ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর' বলাও চলে। সমাসে পূর্ব্বপদের পরে বসিলে বয়স্ প্রভৃতি শব্দে বিকল্পে সমাসান্ত কন্ প্রত্যয় হয়, যথা অল্পবয়স্ক, অল্পবয়াঃ। কিন্তু অনেকে পূর্ব্বপদ না থাকিলেও বয়স্ক শুধু লেখেন, বয়ঃস্থ লিখিলেই ঠিক হয়। মিলন লিখন হইবে না, মেলন লেখন হইবে, বয়ন হইবে না, বান হইবে, পৈত্রিক হইবে না, পৈতৃক হইবে, বাহ্যিক হইবে না, বাহ্য হইবে, পাশ্চাত্য হইবে না, পাশ্চাত্ত্য বা পাশ্চ্য হইবে, পার্ব্বতীয় পার্ব্বত্য হইবে না, পর্ব্বতীয় পার্ব্বত হইবে, সতীত্ব হইবে না, সত্ত্ব হইবে, দুষ্পাচ্য, সুপাঠ্য, দুর্ব্বোধ্য হইবে না, দুষ্পচ সুপঠ দুর্ব্বোধ হইবে, ইত্যাদি লইয়া সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে নাকি বিস্তর কূটতর্ক আছে। স্থানে স্থানে মতভেদও আছে। এ সব কচকচি বাঙ্গালায় আমদানি করিয়া লাভ নাই। ঊর্দ্ধতন, পূর্ব্বতন, 'তন' প্রত্যয়ের স্থল কি না, 'অধীন' ও 'হত্যা' † একা একা বা 'সমস্ত'-

---

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলেন—(সাহিত্য, পৌষ ১৩১৮) 'কলাপ-ব্যাকরণে শতৃপ্রত্যয় নহে, শন্তৃঙ প্রত্যয়। আবার অস্ত্যর্থে মতুপ্ বতুপ্ প্রত্যয় নহে, মন্ত বন্তপ্রত্যয়। সুতরাং কলাপ-মতে শ্রীমন্ত হনুমন্ত, তথা জীবন্ত জ্বলন্ত চলন্ত প্রভৃতি শব্দ হয়।' ভাসন্তর বেলায় কিন্তু কলাপেও কুলাইবে না, কেননা ভাস্ ধাতু নিত্য আত্মনেপদী, শতৃপ্রত্যয়ের অবসর নাই।

† পণ্ডিতজনের মুখে শুনি 'সমস্ত'-পদে পরপদ না হইলে 'হত্যা' পদটি 'য' প্রত্যয়

পদে পূর্ব্বপদ হইয়া বসিতে পারে কি না, ইত্যাদি প্রশ্নও বাঙ্গালার আসরে উত্থাপন করিলে জীবনের ভার দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে।

নবম পরিচ্ছেদ

সমাস

১। 'সমস্ত'-পদ এক সঙ্গে না রাখিয়া অনেক মুদ্রিত পুস্তকে পদগুলির মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান রাখা হয়। 'বাঘ' একদিকে থাকিল আর তা'র 'ছাল' আর এক দিকে থাকিল ; 'মাথা' এক পাড়ায় 'ব্যথা' আর এক পাড়ায় ; 'এক বাক্যে' একবাক্যত্ব-রক্ষা হয় না ; 'উভয় তীরস্থ,' 'সরোবর তীরে' ইত্যাদি স্থলে দুইটি পদের মধ্যে যেন এক একটি নদীর ব্যবধান ! এইরূপ ব্যবস্থায় দামু ঘোষের (দমঘোষের) পুত্র শিশু পাল (শিশুপাল) কৌতুকাবহ হইয়া পড়ে। ভীমসেন কোন্ দিন বা বৈদ্যজাতির মধ্যে পড়িবেন ! এই দোষ অবশ্য কম্পোজিটরের ও প্রুফ্‌রীডারের শিথিলতায় ঘটে। লেখকগণও অনেক সময়ে এসব ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে বলিয়া উড়াইয়া দেন। পক্ষান্তরে পরা কাষ্ঠা, জীবনী শক্তি, সাক্ষী গোপাল, যুবা পুরুষ, আত্মা পুরুষ, বিধাতা পুরুষ, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, দাতা কর্ণ ইত্যাদি স্থলে সমাস স্বীকার করিলে ব্যাকরণদোষ ঘটে ; অতএব আলাদা আলাদা করিয়া লেখা উচিত। নাম লেখার সময়, বংশগত উপাধি স্বতন্ত্র লিখিলে বাঙ্গালায় চলিতে পারে (যদিও তাহা ঠিক নহে), ব্যাকরণানুমোদিত 'শ্রীবনমালি-চক্রবর্ত্তিপ্রণীত।' কিন্তু নামের পদদ্বয় (কোথাও কোথাও পদত্রয়) একত্র লেখা উচিত ; কেননা সেগুলি 'সমস্ত'-পদ। ইংরেজী করিয়া

দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। অর্থাৎ গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি সিদ্ধ ও শুদ্ধ, কিন্তু হত্যাকাণ্ড, হত্যাব্যাপার বা শুধু হত্যা অসিদ্ধ ও অশুদ্ধ। 'হত্যা দেওয়া' উঠান যাইবে কি ? ফল কথা, এত বাড়াবাড়ি বাঙ্গালায় চলিবে না। 'তস্মিন্ অধি ইতি তদধীনম্', সমাসের পর খঞ্ প্রত্যয় হয় এই নাকি পাণিনির সূত্র।

L. K. Banerjee লেখাও সঙ্গত নহে, কেননা F. J. Rowe নামে যেমন দুইটী স্বতন্ত্র Christian name, হিন্দুর নামে সেরূপ নহে। L. Banerjee সঙ্গত, অথচ সেটাকেই অনেকে সাহেবী মনে করেন।

২। কেহ কেহ আসক্তি-চিহ্ন (hyphen) দিয়া পদগুলির সংযোগ নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজীর (compound wordএর) নকলে এরূপ করা যায়; তবে ইংরেজীতে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ সকল compound word এর বেলায়) এ ব্যবস্থা নাই। হিসাবমত ধরিতে গেলে এ ব্যবস্থা সমাসস্থলে ঠিক নহে, কেননা যখন 'একপদীকরণং সমাসঃ' তখন পদগুলি একেবারে যুড়িয়া যাওয়াই ঠিক। দীর্ঘসমাসস্থলে, যেখানে দমবন্ধ হইবার উপক্রম বা যেখানে (ambiguity) অর্থগ্রহে খট্‌কা লাগিতে পারে সে সকল স্থলে, অর্থগ্রহের সুবিধার জন্য আসক্তিচিহ্ন দেওয়া মন্দ নহে। যথা কাপালিক-পালিতা, স্নেহ-লতা নাম (স্নেহল-তা নহে)। নতুবা ঘট-কচু-ড়ামণি পড়া বিচিত্র নহে!

৩। নিম্নলিখিত 'সমস্ত'-পদগুলিতে একটু বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। যথা, 'বাক্য বা প্রবন্ধরচনায়,' 'শিক্ষা ও অভ্যাসসাপেক্ষ,' 'সকর্ম্মক ও অকর্ম্মকভেদে,' 'ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত,' 'অর্থ ও সময়অভাবে,' 'পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটাপ্রবাসী,' ইত্যাদি। এ সকল স্থলে বীজগণিতের নিয়মে শেষ পদটি উভয় অংশের সাধারণ সম্পত্তি (common factor) বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। "সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" ব্যাকরণের এইরূপ কোন সূত্রে ইহার মীমাংসা হয় কি? বাঙ্গালায় এক রূপ প্রয়োগরীতি আছে, যথা, 'নীতি ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত,' 'বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে;' এ সকল স্থলে শেষ পদে বিভক্তি দিলেই চলে। উপরি-নির্দ্দিষ্ট প্রয়োগগুলির বেলায়ও কি শেষ পদটি বিভক্তির মত সাধারণ সম্পত্তি (common factor)? 'মূল্যবান চিত্রসম্বলিত,' আরও গোলমেলে।

৫। বাঙ্গালায় সমাসে এমন কতকগুলি আগম, আদেশ প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, যাহা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে লেখে না ; যথা নিশিদিন এই স্থলে নিশা বা নিশ্-স্থানে নিশি আদেশ * (অলুক্ সমাসের স্থল নহে), দুখনিশি (দুঃখনিশা), অমানিশি (অমানিশা), দিবানিশি, অহর্নিশি, নিশিশেষে (নিশাশেষে), নিশিকান্ত নাম (নিশাকান্ত); হৃদিবৃন্দাবন ও হৃদিপদ্ম (হৃৎপদ্ম অর্থে), এখানে হৃদ্-স্থানে হৃদি আদেশ (এখানেও অলুক্ সমাসের স্থল নহে); সমভূম, মানভূম, বীরভূম, সিংহভূম এই চারিটি স্থলে ভূমি-স্থানে ভূম আদেশ ; মরুভূম, বঙ্গভূম, রঙ্গভূমও দেখিয়াছি। [বাঙ্গালায় অপভ্রংশ 'নিশি, 'হৃদি' ও 'ভূম' শব্দ ধরিতে হইবে কি ?]; জগৎ-স্থানে (প্রাকৃতের নিয়মে) জগ আদেশ যথা জগমোহন, জগবন্ধু, জগতারণ, জগমণ্ডল, জগমাঝ, জগমন্দির ; উপরি-স্থানে উপর আদেশ (অপভ্রংশ) যথা উপরোক্ত উপরস্থ ; (অক্ষির স্থানে 'অক্ষ'র দেখাদেখি সমার্থ) চক্ষুঃর স্থানে চক্ষ আদেশ যথা স্বচক্ষে, চর্ম্মচক্ষে, মানসচক্ষে, দিব্যচক্ষে।

৬। পক্ষান্তরে, প্রত্যয়ের বা প্রত্যয়ের অংশবিশেষের লোপ, বিভক্তি-লোপ, আদেশ, আগম, প্রত্যয় প্রভৃতি যে সকল রূপান্তর সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের নিয়মে ঘটে, বাঙ্গালায় অনেকস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। উদাহরণ দিতেছি।

(/০) পূর্ব্বপদ ঋকারান্ত। বিধাতাপুরুষ, পিতারূপী, দুহিতা-নির্ব্বিশেষে, ভ্রাতাদ্বয়, দুহিতামঙ্গল (কবি 'দুহিতামঙ্গল শব্দ' না বাজাইয়া দুহিতৃমঙ্গল শব্দ বাজাইলে কি অকল্যাণ হইত ?) পিতাকর্তৃক, পিতাস্বরূপ, কর্ত্তাজ্ঞান, শাসনকর্ত্তারূপে, বিধাতা-নির্ম্মিত, পিতাদত্ত দুহিতারতন ('লীলাবতী'), যোদ্ধাধম ('কমলে কামিনী'), সবিতাদেব, সবিতা-সুদর্শন (কাব্য),

* বিনা সমাসেও 'নিশি' আছে যথা 'নিশির শিশির,' 'দ্বিতীয় প্রহর নিশি'।

স্বসাসুখ (হেমচন্দ্র), বঙ্গমাতাউদ্ধারের ও জেতাজিত (নবীনচন্দ্র)। ভ্রাতাগণ, ক্রেতাগণ, বক্তাগণ, অনুষ্ঠাতাগণ। পরপদ ঋকারান্ত, সভ্রাতা (সভ্রাতৃক হইবে)।

(৵০) পূর্ব্বপদ অন্‌ভাগান্ত বা ইন্‌ভাগান্ত। যুবাপুরুষ,* আত্মাপুরুষ, পরমাত্মারূপে, প্রেতাত্মাদর্শন, রাজাভ্রমে, রাজাপ্রজাসম্বন্ধ, রাজারাজমন্ত্রী-লীলা, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, ব্রহ্মাকমণ্ডলে (হেমচন্দ্র), মহাত্মাগণ, দুরাত্মাগণ, রাঘবশর্ম্মাসমভিব্যাহারে, শর্ম্মাকর্ত্তৃক, রক্তিমাবর্ণ, মহিমারঞ্জন, মহিমাধ্বজা ও মহিমাকিরণে (হেমচন্দ্র), মহিমাপ্রচার, আত্মগরিমাবর্জ্জিত, গরিমা-বৃদ্ধি (মহিমা ও গরিমার পর একটা 'আ' উপসর্গ ধরিব ?); হস্তীপৃষ্ঠে, তপস্বীবেশে, যোগীবেশ, পক্ষীশাবক, শিখীপুচ্ছ, করীযূথ, অশ্বারোহীদ্বয়, অধিবাসীবর্গ, স্বামীগৃহে, স্বামীপুত্র, স্বামীসহবাস, রোগীচর্য্যা, পরীক্ষার্থীমাত্রেই, প্রাণীশূন্য, প্রাণীজ, প্রাণীবিদ্যা, প্রাণীহত্যা, প্রাণীবৃন্দ, প্রহরীদল, শশীভূষণ, গুণীগণ, শশীরশ্মি ও গুণীবিশারদ (হেমচন্দ্র), সাক্ষী-স্বরূপ, বিরহীপঞ্চানন ('কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'), ধনীদরিদ্র, সন্ন্যাসীদত্ত, শাস্ত্রীবিরচিত, চক্রবর্ত্তীপ্রণীত, অধিকারীপ্রেরিত, বৈরীপদধূলি (হেমচন্দ্র), কেশরীনাদ, সঙ্গীহীন, মন্ত্রীবর, উত্তরাধিকারী-বিরহিতা। রাজারাম আত্মারাম শর্ম্মারামের কি উপায় ? 'রাম' ছাড়িয়া 'আরাম' লইতে হইবে কি ? আবার কেহ কেহ 'স্বামিসেবা' 'রোগিচর্চ্চা'র দেখাদেখি, (না পতিপ্রেমের নকলে ?) 'পত্নিপ্রেম,' 'সতিমহিমা,' 'সুন্দরিগণ,' 'সুধিবর্গ,' লিখিয়া বসেন। [সংস্কৃতভাষায় কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-পদে বিকল্পে হ্রস্ব ই হয়, যথা যুবতী, যুবতি। কালিদাসের 'রতিদূতি' (কুমারসম্ভব ৪। ১৬) 'ছন্দোভঙ্গভয়াৎ হ্রস্বঃ' হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২২) রঘুবংশে (১৪।৩৩) 'বৈদেহিবন্ধোঃ' দৃষ্টান্তটি দেখাইয়াছেন।

* অথচ যুবসমর্থ, আত্মপরবোধ, আত্মহারা, আত্মভোলা, প্রভৃতি স্থলে সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম বাঙ্গালায় রক্ষিত রহিয়াছে।

সংজ্ঞায় এরূপ চলিতে পারে, 'কালিদাস-বৎ।' দক্ষকন্যা সতী' বুঝাইলে 'সতিমহিমা' শিরোধার্য্য। তিনি বেদ ও রামায়ণ হইতে এই শ্রেণীর অনেক-গুলি উদাহরণ দিয়াছেন, সেগুলি অবশ্য ছান্দস ও আর্ষ প্রয়োগ। পালি ও প্রাকৃতভাষায় এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত, তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন।]

(৵০) পূর্ব্বপদ বৎ, মৎ, শতৃ, স্তৃ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (তান্ত)। ভগবান্‌চন্দ্র, ভগবান্‌প্রদত্ত, হনূমান্‌ভোগ, হনূমানাদি, হনূমান্‌চরিত্র, হনূমান্‌প্রসাদ, ধনবান্‌তনয়া ('দুইভগ্নী') দ্বারবান্‌গণ, কীর্ত্তিমান্‌গণ। বঙ্কিমচন্দ্র হনূমদ্‌বাবুসংবাদে বৈয়াকরণের মান রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান্‌ভরে' অনুপ্রাসের প্রয়াসে। হসন্তবর্ণকে অকারান্ত করিয়া লওয়াতে - জগত-জীবন, জগত-মাতা, বিদ্যুতালোকে, বিদ্যুত-অনলে, তড়িত-কিরণ। (সব কয়টি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলি'তে আছে।) স্ফুরন্তযৌবনা (স্ফুরদ্‌যৌবনা) এখানে বুদ্ধিমন্ত শ্রীমন্ত জীবন্তর মত অথবা বসন্তর দেখাদেখি স্ফুরন্ত শব্দ ধরিতে হইবে? বস্‌ (বস্‌) প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের পদও এখানে ধরা যাইতে পারে। যথা বিদ্বান্‌সমাজ (বিদ্বৎসমাজ)। (সমাস না করিলে ঠিক আছে।)

(।০) পূর্ব্ববৎ অস্‌ভাগান্ত বা বিসর্গান্ত। বিসর্গবিসর্জ্জনে এই পদগুলি হইয়াছে। কুযশকাহিনী (ভারতচন্দ্র); যশপিপাসা (হেমচন্দ্র), চক্ষুকর্ণের, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুরোগ, চক্ষুরত্ন, চক্ষুদান, চক্ষুদ্বয়, চক্ষুপীড়া, চক্ষুগোচর, চক্ষুচিকিৎসা, চক্ষুজল, চক্ষুতারকা, দীর্ঘায়ুলাভ, আয়ুক্ষয়, আয়ুহীন, ধনুদণ্ডে (হেমচন্দ্র) (সংস্কৃতভাষার অভিধানে নাকি ধনু শব্দ আছে); জ্যোতীন্দ্র, জ্যোতীশ, তেজেন্দ্র, তেজেশ, তেজচন্দ্র, মনতোষ, তপেন্দ্র (প্রভৃতি নাম); তেজসখা, তেজসম্পন্ন, শিরশোভা, শঙ্করশিরশোভিনী,* রক্ষেন্দ্র, স্রোতমুখে,

---

* 'পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়াশিরে' 'অর্থাৎ দদ্যাৎ শিরোপরি,' এইরূপ প্রয়োগ থাকাতে শির' শব্দও আছে, কেহ কেহ বলেন।

স্রোতমধ্যে, স্রোতবেগে, স্রোতাভ্যন্তরে, সদ্যোত্থিত, সদ্যোন্মুক্ত, সদ্যোপভুক্ত, সদ্যছিন্ন, সদ্যনির্ব্বাপিত, সদ্যবর্ষণস্নাত, সদ্যবিধবা, অপগণ্ড, বয়ক্রম, বক্ষোপরি, গঙ্গাবক্ষোত্থিত, বক্ষবসন, যশোপার্জ্জন, ছন্দৈশ্বর্য্য, ছন্দালোচনা, ছন্দানুরোধে, ছন্দালঙ্কার, ছন্দানুবর্ত্তিনী (ছন্দঃ অর্থে), মনমত, মনচোরা, মনমরা, মনহর, মনসাধ, মনপ্রাণ, মনমোহন, মনকল্পিত, মনাগুন, মনান্তর, মনানল, মনচিত্রে (হেমচন্দ্র)। অস্‌ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনকে মূলশব্দভ্রমে চন্দ্রমাকিরণে। পরপদ অস্‌ভাগান্ত। সতেজ, নিস্তেজ, (কৃত্তিবাস ঠিক, কেননা সংস্কৃতভাষার অভিধানে নাকি বস্ত্র অর্থে 'বাস' শব্দও আছে), প্রফুল্লমন (বহুব্রীহি), অন্যমনা, দৃঢ়চেতা, অহরহ (বিসর্গবিসর্জ্জন)। অস্‌ভাগান্ত শব্দকে অকারান্ত করিয়া লইয়া 'বয়সোচিত' 'বয়সানুরূপ' হইয়াছে। অপ্সরস্‌ শব্দের প্রথমার একবচনের পদ 'অপ্সরাঃ' কল্পনা করিয়া বিসর্গবিসর্জ্জনে অপ্সরা হইয়া অপ্সরাগণ (ভারতচন্দ্র) হইয়াছে, অপ্সরা-আকৃতি (হেমচন্দ্র); অপ্সরোত্থান ও অপ্সরোপম। (সংস্কৃতভাষার অভিধানে নাকি আকারান্ত অপ্সরা শব্দ আছে। অপ্সর শব্দও বাঙ্গালায় দেখি। ৪১ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

(।/০) বিবিধ। মহারাজা (মহারাজ); মহারাজ্ঞী (আগে সমাস না করিলে চলে, ৪১ পৃঃ, তবে মহারাজের স্ত্রীলিঙ্গ নহে); উভচর (উভয়চর) বিদ্যাসাগর মহাশয় চালাইয়াছেন, উভলিঙ্গ; নিরাশা (বহুব্রীহি, নিরাশ হইবে, নিরাশা স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ); মহদুপকার মহদাশয় (ষষ্ঠীতৎ-পুরুষে চলে, কর্ম্মধারয়ের সঙ্গে অর্থভেদ যথেষ্ট)। পিতামাতা (মাতাপিতা), পিতৃমাতৃহীন (মাতাপিতৃহীন), পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ (মাতাপিতৃশ্রাদ্ধ), পিতৃ-মাতৃদায় (মাতাপিতৃদায়), (পিতৃপিতামহক্রমে ঠিক আছে), পিতৃমাতৃঅঙ্কে মাতাপিত্রঙ্কে!); মধুসখা ও সত্যসখা (বহুব্রীহি সমাসে চলে, তৎপুরুষে মধুসখ সত্যসখ), পিতৃসখা (পিতৃসখ), প্রিয়সখা, (প্রিয়সখ), বাল্যসখা

(বাল্যসখ), হৃদয়সখা (হৃদয়সখ), সখাসম্মিলন (সখিসম্মিলন), সখাভাবে (সখিভাবে), সখারূপে (সখিরূপে)। 'সখারাম' নামের কি হইবে? সখ্ ও আরামে দ্বন্দ্ব! না, সংজ্ঞা বলিয়া ব্যাকরণের আমলে আসিবে না? 'পিতামাতা' হইতে 'হৃদয়সখা' পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বন্ধ করা অসম্ভব।

সুগন্ধী [সুগন্ধি; 'সুগন্ধ' শব্দে ইন্ প্রত্যয় ধরিলে পুনরুক্তি (tautology) হয়], বিধর্ম্মী (বিধর্ম্মা), অতিমাত্রা (অতিমাত্র), পথানুসরণ বা পন্থানুসরণ (পথ্যনুসরণ), অসতীপন্থাচারিণী (অসতীপথচারিণী), বাণীপন্থাঃ (বাণীপথ); নানকপন্থী কবীরপন্থী দাদুপন্থী ব্যাকরণ-পরিপন্থী নহে কি? পথশ্রম, পথরোধ, পথকষ্ট, পথভ্রম, পথাবলম্বী, পথচারী, পথযাত্রা, পথভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট (ধর্ম্মপথভ্রষ্ট চলিবে), পথপ্রদর্শক (এগুলিতে পথিন্ শব্দ হইলে পথি হইবে, সংস্কৃতভাষার অভিধানে নাকি 'পথ' শব্দও আছে); অহোরাত্রি, দিবারাত্রি, দিনরাত্রি, রাত্রিদিবা, দিবসনিশায় (হেমচন্দ্র), (অহোরাত্র, দিবারাত্র, দিনরাত্র, রাত্রিন্দিব, দিবানিশ হইবে)। সমবয়সী, অর্দ্ধবয়সী। এগুলিও বন্ধ করা অসম্ভব। 'রক্তবস্ত্র-পরিহিত,' 'অবসরলব্ধ,' 'সংজ্ঞালব্ধ'—এ সব বহুব্রীহি কি 'অগ্ন্যাহিত'-বৎ? বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম 'মাতৃবিস্মৃত' অর্থাৎ মাকে ভুলিয়াছিল (মা তাহাকে ভুলে নাই)। এ কিরূপ বহুব্রীহি?

সমর্থনের যুক্তি

কতকগুলি স্থলে সংস্কৃতভাষার পুংলিঙ্গের (মাতৃ প্রভৃতি ঋকারান্ত শব্দের বেলায় স্ত্রীলিঙ্গেরও) প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইয়া কেহ কেহ নবীন পাণিনির স্থলাভিষিক্ত হইয়া এ সমস্ত সমাসের সমর্থন করেন। যথা বাঙ্গালায় পিতৃ শব্দ নহে পিতা শব্দ, মাতৃশব্দ নহে মাতা শব্দ, সখিশব্দ নহে সখা শব্দ, পথিন্ শব্দ নহে পথ শব্দ, আত্মন্ শব্দ নহে আত্মা শব্দ, স্বামিন্ শব্দ নহে স্বামী শব্দ, হনুমৎ শব্দ নহে হনুমান্ শব্দ।

এইরূপ বণিক্, সম্রাট্, বিদ্বান্, মহিমা, চন্দ্রমা, যুবা। বাস্তবিকও তো প্রথমান্ত শব্দগুলিতেই বাঙ্গালায় বিভক্তি লাগান হয়, যথা পিতার (পিতৃর নহে) স্বামীকে (স্বামিন্‌কে নহে)। অথচ পিতৃপিতামহক্রমে, পিতৃমাতৃদায়, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, পিতৃমাতৃহীন, পিতৃমাতৃঅঙ্কে প্রভৃতি স্থলে সমাসে বাঙ্গালায় মূল শব্দই ব্যবহৃত হয়। আমরা (সৎ) সতের মহতের লিখি, সনের (!) মহানের লিখি না। এস্থলেও ব্যতিক্রম। আপদের বিপদের লিখি, সুহৃদের লিখি, পরিষদের লিখি ; তবে দ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বিকল্পে দ্ হয় ; অতএব এখানে মূল শব্দ কি প্রথমার একবচনের পদ স্থির করা কঠিন। যাহা হউক, বাঙ্গালায় মহৎ মহান্ মহা শব্দত্রয়, পন্থাঃ পন্থা পথ শব্দত্রয়, চক্ষুঃ চক্ষু চক্ষ শব্দত্রয়, দিক্ দিক দিশ দিশা দিশি শব্দপঞ্চক, নিশা নিশি শব্দদ্বয়, হৃৎ হৃদি শব্দদ্বয়, ভূমি ভূম শব্দদ্বয়, উপরি উপর শব্দদ্বয়, বলবান্ বলবৎ বলবন্ত ইত্যাদি ধরণের শব্দত্রয়, আছে বলিলে প্রশ্নটি অনেক সরল হয়। গণ, সমূহ, বৃন্দ, কুল চয়, বর্গ শব্দগুলিকে বহুবচনের চিহ্ন (বিভক্তি), 'দ্বারা' 'কর্তৃক' 'সহ' 'সহিত' 'সঙ্গে' 'সমভি-ব্যাহারে'কে করণকারকের চিহ্ন (বিভক্তি বা postposition) ধরিয়া লইলেও সুবিধা হয়।

পূর্ব্বপ্রদত্ত যুক্তির খণ্ডন।

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য, যখন সংস্কৃতভাষার দুইটি শব্দে সন্ধিসমাস হইবে, তখন সংস্কৃতভাষার ধাতটা ঠিক বজায় রাখাই সুযুক্তি।* যখন 'রা'

* অর্থাৎ স্বামীজী সন্ন্যাসীঠাকুর পিতাঠাকুর মাতাঠাকুরাণী চলুক, কিন্তু পিতাদেব মাতাদেবী বিকট। (৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় পিতৃঠাকুর লিখিয়াছেন, সেটা যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়।) পথহারা পথচল্‌তি চলুক কিন্তু পথভ্রান্ত পথচারী কেন? কালিমা-মাখা, সঙ্গীহারা, স্বামীহারা, মনসাধ, মনচোরা, মনমরা, মনগড়া, মনভুলান, মনমজা'ন, মনাগুন চলুক, কিন্তু কালিমাবর্ণ, সঙ্গীহীন, স্বামীস্ত্রী, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত, মনহর, মনচোর, মনমত্ত, মনানল কেন চলিবে? ভগবান্‌গোলা চলুক, কিন্তু ভগবান্‌দত্ত কেন হইবে?

'গুলি' 'গুলা' 'দিগ' প্রভৃতি খাঁটি বাংলা বিভক্তি দিয়া বহুবচন করিতেছ, তখন খাঁটি বাংলার আইন জারি কর। কিন্তু সংস্কৃতভাষার শব্দ-যোজনাকালে সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করাই উচিত।

দশম পরিচ্ছেদ

সন্ধি

অস্থানে সন্ধি

তিনি ভারতের 'মুখোজ্জ্বল' করিয়াছেন, 'প্রহরাতীত' হইলে, তিনি 'মুখাবনত' করিয়া রহিলেন, 'মনোমুগ্ধ' করিতেন, 'মস্তকোন্নত' করিলেন, 'আকাশানুরঞ্জিত করিয়া,' ইত্যাদি স্থলে সন্ধি কি সঙ্গত ?

'খাঁটি বাংলা' শব্দে বা আরবী পারসী ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতে গৃহীত শব্দে ও অবিকল সংস্কৃতভাষার শব্দে সন্ধি-সমাস হইয়া খিচুড়ির সৃষ্টি হইতেছে, তাহা দোআঁশলা শব্দের বিচারকালে দেখাইয়াছি। দুইটি 'খাঁটি বাংলা' শব্দেও সন্ধি কর্ত্তব্য নহে। অনেকে আপনাপন, আপনাপনি লেখেন। ইহা কি ঠিক ? আরেক, এতাধিক, এমতাবস্থা আমাপেক্ষা, তোমাপেক্ষা, তাহাপেক্ষা, ইহাপেক্ষা, হওয়াপেক্ষা, চাষাবাদ যদি চলে, তবে আম্যাসিয়োপস্থিতাছি (আমি আসিয়া উপস্থিত আছি) কি দোষ করিল ?

সমাসস্থলে সন্ধির অভাব

১। সমাসস্থলে সন্ধি অপরিহার্য্য, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে এ সম্বন্ধে কড়া আইন আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় বহুস্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেকেরই মত, বাঙ্গালায় সকল স্থলে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। আমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া এই মতই সমীচীন মনে করি। সত্য বটে, সংস্কৃতভাষার ন্যায় শ্রুতিমধুর ভাষা জগতে অল্পই আছে, অথচ সে ভাষায় অজস্র সন্ধি হয়। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় যাহা শ্রুতিকটু নহে,

বাঙ্গালায় তাহা শ্রুতিকটু, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইহা বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্টতা বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

বাঙ্গালা কথাবার্ত্তায় সন্ধি না করার দিকে বেশ একটু ঝোঁক টের পাওয়া যায়। আমরা ষোড়শ-উপচারে পূজা করি (ষোড়শোপচারে করি না), সন্ধ্যা-আহ্নিক করি (সন্ধ্যাহ্নিক ক'রি না), কনক-অঞ্জলি দিই (কনকাঞ্জলি দিই না), যোগীরা বায়ু-আহার করিয়া (বায়্বাহার নিতান্ত কদর্য্য,) যোগ-অভ্যাস করিতেন (যোগাভ্যাস করিতেন না), ঈশ্বর-ইচ্ছায় চালিত হই (ঈশ্বরেচ্ছায় হই না), উত্তর-প্রতি-উত্তর না দিয়া (প্রত্যুত্তর নহে) পিতৃ-আজ্ঞা পালন করি (পিত্রাজ্ঞা নিতান্ত বিকট), দেশ-উদ্ধার বা কার্য্য-উদ্ধারের চেষ্টা করি (দেশোদ্ধার বা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করি না), রোগে ধরিলে লঘু-আহার করি বা জল-আহার করিয়া থাকি (তবে সুস্থদেহে ফলার অর্থাৎ ফলাহার করি), শাক-অন্নে সন্তুষ্ট হই (শাকান্নে হই না), ভোজনপাত্রে শত-অন্ন রাখি (শতান্ন রাখি না), আবার প্রমোদ-উদ্যানে (প্রমোদোদ্যানে নহে) যাই, রাজ-অতিথি হই (রাজাতিথি নহে), মধ্যে মধ্যে অন্ন-উদ্গার তুলি (অন্নোদ্গার তুলি না), রক্ত-আমাশয় বা জ্বর-অতিসারে ভুগি (কবিরাজ মহাশয় জ্বরাতিসার বা রক্তামাশয় বলিতে পারেন), এবং মৃত্যুর পর কেহ না কেহ মুখ-অগ্নি করে (মুখাগ্নি করে না)। দেব-অক্ষর, শ্রীঅক্ষর, শ্রীঅঙ্গ, দেবী-অংশে জন্ম, অসুর-অবতার, স্ত্রী-আচার (স্ত্রী-অত্যাচার!), সভা-উজ্জ্বল, জল-আচরণীয় জাতি, জল-অনাচরণীয় জাতিই পরিচিত, (দেবাক্ষর, শ্রাক্ষর, শ্রাঙ্গ! দেব্যংশে, অসুরাবতার, স্ত্র্যাচার! সভোজ্জ্বল বা জলাচরণীয় ও জলানাচরণীয় নহে)। 'খাঁটি বাংলা' রাঙ্গা আলু রাঙ্গালু হয় নাই, আম-আদাও আমাদা হয় নাই, আলো-আঁধার আলোআঁধারই আছে। কথাবার্ত্তার ভাষা শুনিয়া বাঙ্গালার ধাতটা বেশ বুঝা যায়। অতএব লিখিত ভাষায়ও সন্ধির অভাব হইলে বোধ হয় কোন দোষ নাই।

প্রথমবারে সমাসে সন্ধির অভাবের বহু উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু এবার আর তাহার তত প্রয়োজন দেখি না। আমোদ আহ্লাদ, আদর আপ্যায়িত, উদ্যোগ আয়োজন, মান অপমান, শুদ্ধ অশুদ্ধ, আকৃতি অবয়ব, পুরাণ ইতিহাস, অজ ইন্দুমতী, প্রভৃতি স্থলে দ্বন্দ্বসমাসে এবং রাজঅট্টালিকা, হিমঋতু-অবসানে, আলোক-উজ্জ্বল, সুধাংশু-অংশু, শ্যাম-অঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ), রাধা-অঙ্গ, প্রতিমা-অর্চ্চনা, ধরণী-ঈশ্বর, সময়-অভাবে, আত্ম-অভিমান, ছায়া-অবলম্বনে, অরুণ-উদয়ে, প্রণালী-অনুসারে, দৃষ্টি-আকর্ষণের, উন্নতি-আশা, লুপ্তকীর্ত্তি-উদ্ধার, বারাণসী-অভিমুখে, মাতৃ-অঙ্কে, প্রভৃতি স্থলে তৎপুরুষ সমাসে সন্ধির অভাব দোষাবহ নহে। অন্যান্য সমাসের বেলাও এইরূপ। মহা-আনন্দ, উপরি-উক্ত, উচ্চ-উপাধি-ধারী, উরু-উপাধান প্রভৃতিতেও দোষ নাই। অবশ্য এ সকল স্থলে সন্ধি করাও আপত্তিকর নহে, তবে স্থানে স্থানে নিতান্ত খটমট হইয়া পড়িবে। পদ্যে ছন্দের অনুরোধে সন্ধি না করা ছাড়া উপায় নাই। পদ্মিনী-উপাখ্যান, সাবিত্রী-আখ্যান, ও 'ভারতউদ্ধার' কাব্য এবং 'সুরথ-উদ্ধার' 'নহুষ-উদ্ধার' যাত্রা অবাধে চলিতে পারে। 'জগাই-মাধাই-উদ্ধার'-লীলার তো কথাই নাই। শ্রীঅমিয়-নিমাইচরিতও উপাদেয়। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি স্বরাদি নামের পূর্ব্বে শ্রীও বিশ্রী নহে। পিতা অবর্ত্তমানে, স্বামী অবিদ্যমানে, পত্নী অবিদ্যমানে, এগুলি কি 'সমস্ত' পদ? (১১শ পরিচ্ছেদ ৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

২। এ পর্য্যন্ত স্বরসন্ধির কথা বলিলাম। ব্যঞ্জনসন্ধি-সম্বন্ধেও কতকটা শিথিলতা বাঙ্গালা কথাবার্ত্তায় চলিত। আমরা দিক্‌ভুল বলি দিগ্‌ভুল বলি না, তবে 'ভুল' 'খাঁটি বাংলা' শব্দ—দিক্‌ভ্রম, দিক্‌ভ্রান্ত চলিবে কি? আমরা জলছবি বলি জলচ্ছবি বলি না, ধূপছায়া বলি ধূপচ্ছায়া বলি না, আবছায়া বলি আবচ্ছায়া বলি না, একছত্রা বলি একচ্ছত্রা (একচ্ছত্র) বলি না, রাজছত্র বলি রাজচ্ছত্র বলি না। প্রতিপক্ষ তর্ক করিতে পারেন—আব, জল, এক, রাজ ও ধূপের অন্ত্য অকার অনুচ্চারিত বলিয়া "স্বরবর্ণের

পরস্থিত 'ছ' 'চ্ছ' হয়" এই সূত্রের অবসর ঠিক ঘটিল না। কিন্তু রায়গুণাকরের 'অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া' হইতে আমরা কি বঞ্চিত হইব? এখানে তো 'পদ' শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত। হেমচন্দ্রের ও অন্যান্য কবির কবিতায় রাহুগ্রহছায়া, মৃত্যুছায়া, বিষাদছায়া, অনলছবি, বিশ্বছবি, বাসনাছবি, * মুখছবি, মহিমাছটাতে, * স্নানছলে, মলয়মারুতছলে, পরিহাস-ছলে, রোমাবলীছলে, * গৃহছিদ্র, গৃহছাদ, শর্তাছিদ্র, শর্তাছিন্ন প্রভৃতি প্রয়োগ দেখা যায়। এ গুলি কি কবিপ্রয়োগ বলিয়া সোঢ়ব্য? গদ্যেও কি এইরূপ শিথিলতার প্রশ্রয় দিতে হইবে?

গদ্যে পদ্যে দেখি বাক্‌দত্তা, বাক্‌দান, বাক্‌বিতণ্ডা, দিক্‌বলয়, দিক্‌বধূ, সম্যক্‌ভাবে, জগৎ-আনন্দ, জগৎগুরু, জগৎমাতা, জগৎব্যাপী, জগৎবিখ্যাত, ভগবৎমূর্ত্তিত্রয়, মরুৎমণ্ডল, কিঞ্চিৎমাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ, সুহৃৎরঞ্জন, ভবিষ্যৎবাণী, চলৎশক্তিরহিত, বিদ্যুৎবেগে, মৃৎভাণ্ড (মৃৎপাত্রের দেখাদেখি), সাক্ষাৎলাভ। এ সবই কি বাঙ্গালায় চলিবে? পক্ষান্তরে, শরৎচন্দ্র ও জগৎরাম ব্যক্তির নাম ও জগৎমঙ্গল পুস্তকের নাম ব্যাকরণের চোখরাঙ্গানিতে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে কি? (না সংজ্ঞা বলিয়া দোষ কাটান যাইবে?) স্বয়ং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ই যদি পরিষৎপত্রিকা ও পরিষৎপঞ্জিকার অনুযায়ী 'পরিষৎ-মন্দির' ও 'পরিষৎ-গৃহে' সন্ধির অভাব দেখান, তবে বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

বিসর্গসন্ধিতেও মাইকেল 'চক্ষুঃজল' ফেলাইয়াছেন ও 'শিরঃচূড়ামণি' পরাইয়াছেন। হেমচন্দ্রও 'ধনুঃধারী' চালাইয়াছেন।

৩। এ সকল স্থলে সমাস করি নাই বলিয়া পার পাইবার যো নাই। কর্ম্মধারয় সমাসের বেলায় না হয় এ কথা বলিলেন; কেননা বাঙ্গালায়

* পদের অন্তস্থিত দীর্ঘস্বরের পর 'ছ' থাকিলে বিকল্পে চ্ছ হয়, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে এইরূপ বিধান আছে। অতএব এ তিনটি ভুল নহে। মহিমাছটাতে অন্যরূপ ভুল আছে, সমাস-প্রকরণ (৬৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

যখন বিশেষণে বচন ও কারক বুঝাইতে বিভক্তি দেওয়ার নিয়ম নাই, স্ত্রীলিঙ্গ (বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইলেও অনেকস্থলে চলে, তখন কোন একটা স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে কি না, বলা কঠিন। তবে অবশ্য অসমস্ত পদ হইলে ব্যবধান থাকা উচিত। [সমাস করিলে অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত অস্‌ভাগান্ত ঋকারান্ত প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বপদ হইলে সেগুলির প্রথমার একবচন কিন্তু 'সমস্ত'-ভাবে চলিবে না।] কিন্তু দ্বন্দ্ব বা তৎপুরুষ (বহুব্রীহির তো কথাই নাই) সমাসের বেলায় সমাস না করিলে কিরূপে অর্থপ্রকাশ হইবে এবং কি করিয়াই বা অন্বয় হইবে? দ্বন্দ্বসমাসেও না হয় বলা যাইতে পারে, উভয়পদের মধ্যে 'ও' বা 'এবং' উহ্য আছে; বাঙ্গালার প্রয়োগরীতিতে যখন তিন চারিটি এককারকের পদের বেলায় শেষ পদটির পূর্ব্বে 'ও' 'বা' 'এবং' দিলে চলে (যথা—রাম সত্য ও হরিকে ডাক) তখন এরূপও চলিতে পারে। কিন্তু তৎপুরুষের বেলায় কি উপায়? 'কার্য্য উদ্ধার করা' এখানে না হয় উদ্ধারকে ক্রিয়াপদের অংশ ধরিলাম, ষষ্ঠীতৎপুরুষের প্রয়োজন হইল না; কিন্তু, 'কার্য্য-উদ্ধারকল্পে,' এখানে কি হইবে? 'বঙ্গমাতা-উদ্ধারের'ই বা কি উপায়? বাঙ্গালার 'দ্বারা' 'কর্তৃক' 'সহ', 'সহিত', 'সমভিব্যাহারে', 'সঙ্গে', 'সনে' (কবিতায়) প্রভৃতিকে যেমন বিভক্তি-চিহ্ন (বা postposition) ধরিয়া লওয়া হয়, 'অনুসারে' 'অনুযায়ী' 'অবলম্বনে' 'উপলক্ষে' 'কল্পে' প্রভৃতিকে সেইরূপ ধরিতে হইবে কি? আকর্ষণ প্রভৃতি (verbal noun) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যেরও, ক্রিয়াপদের ন্যায়, কর্ম্ম থাকিতে পারে, এইরূপ ধরিলে 'ভক্তি আকর্ষণের' প্রভৃতি স্থলে সমাস হয় নাই, বলা চলে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "বাঙ্গালায় কৃদন্ত পদের কর্ম্ম থাকে, যথা 'অন্ন আহার,' এ সব স্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তি থাকে না।" (সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, অষ্টমভাগ প্রথম সংখ্যা, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ')। এই মত গ্রাহ্য হইবে কি?

ভুল সন্ধি

সর্ব্বত্র সন্ধির অভাব না হয় বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্টতা বলিয়া মানিয়া লইলাম, কিন্তু ভুল সন্ধির তো অজ্ঞতা বা অসাবধানতা ব্যতীত অন্য কোন কারণ দেখি না। হয়তো দুই একটি স্থলে প্রাকৃতভাষার বিশিষ্টতা দ্বারা সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম সমর্থন করা যাইতে পারে। যথা, জনেক (জনেক দু'জন), অর্দ্ধেক, দিনেক, বারেক, ক্ষণেক, মুহূর্ত্তেক, তিলেক, বৎসরেক, ক্রোশেক, যোজনেক। (কয়েক ও হরেক অবশ্য এ দলের নহে)। আরেক (আর+এক !) লিখিতেও দেখিয়াছি। 'এতেক' প্রাচীন কাব্যে আছে। সাধুভাষার 'জনৈক' ও চলিত ভাষার 'জনেক' ঠিক সমার্থক নহে। [প্রাকৃতভাষায় ঐকার নাই, ঐকার অনেক স্থলে একার হয়।]

স্বরসন্ধি। অনাটন,* অনুমত্যানুসারে, আয়ুর্ব্ব্যান্ন, ভূম্যাধিকারী, পশ্বাধম, রাশ্যাধিপ, বহুস্থলে দেখিয়াছি। অধ্যায়ন, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি, জাত্যাভিমান, খ্যাতাপন্ন (খ্যাতি+আপন্ন ?) নিতান্ত বিরল নহে। আদ্যক্ষর (আদি+অক্ষর) আদ্যাক্ষর (আদ্য+অক্ষর) দুইই ঠিক। 'উপরোক্ত' খুবই প্রচলিত, বাঙ্গালায় উপরির অপভ্রংশ উপর শব্দের সঙ্গে সন্ধি হইয়াছে, সমর্থনকারীরা এই যুক্তি দেন। কিন্তু 'উপর্য্যোপরি'র উপর কোন কথা বলা চলে কি ? দুরাবস্থা, দুরাদৃষ্ট, চতুরাক্ষর (চতুর=চালাক নহে), অন্তরেন্দ্রিয়, পুনরাভিনয়—এগুলি বিসর্গসন্ধির ভুল, না হসন্ত দুর্ প্রভৃতিকে অকারান্ত করিয়া এই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে ? 'বয়সোচিত' ও 'বয়সানুরূপ'—'বয়স' শব্দ (বয়ঃ) বাঙ্গালায় আছে ধরিয়া লইতে হইবে ? 'বয়োঽনুরূপ' লিখিলেই ভাল হয়, কিন্তু বয়উচিত অতি বিকট শুনাইবে। বয়ঃসমুচিত করিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের উপর টেক্কা দেওয়া চলে।

---

* কেহ কেহ 'অনা' 'খাঁটি বাংলা' উপসর্গ যোটাইয়া 'অনাটন' রাখিতে চান। দুরাবস্থা ও দুরাদৃষ্ট-স্থলে কি 'দুরা' 'খাঁটি বাংলা' উপসর্গ ? না এ তিনটি স্থলেই 'আ' উপসর্গ 'অধিকন্তু ন দোষায়' বলিয়া যুড়িয়া দিতে হইবে ?

পক্ষান্তরে, অনুচ্চারিত অকারান্ত শব্দকে সজাতবিসর্গান্ত মনে করিয়া গিরিশচন্দ্র, পরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্র প্রভৃতিতে অদ্ভুত সন্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে। এসব গুলির জন্য হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা দায়ী! জনমেজয় জন্মেজয় দুইই শুদ্ধ। হিরণ্ময়ীর সঙ্গে যোড় মিলাইতে কিরণ্ময়ীর আবির্ভাব হয়!

ব্যঞ্জনসন্ধি। অনেক স্থলে হসন্তকে অকারান্তভ্রমে ভুল সন্ধি হইয়াছে। (ষড়বিধ ও ষড়দর্শনে হসন্তচিহ্ন অনেকে দেন না।) পঞ্চাশতাধিক (শতাধিকের সহিত অলীক সাদৃশ্যে), বিদ্যুতালোকে, জাগ্রতাবস্থা, হরিতাভা, উদ্ভিদাণু* এই দলের। কিন্তু এতদাবস্থা, বিপদাতীত, জগদাতীত, জাগ্রদাবস্থা, মহদেচ্ছা, সুহৃদাগ্রগণ্য, সুহৃদোত্তম, পৃথগান্ন, পৃথগাবস্থা, দিগেন্দ্র, শরদেন্দুনিভাননী (শারদেন্দু ঠিক), এতদোপলক্ষে, তদোপরি, আরও চমৎকার!

ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে সন্ধির ভুল। চতুর্দ্দিগস্থ, সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ, সুহৃদ্‌সভা, পশ্চাদ্‌পদ, বিপদ্‌কালে ; (জগৎ অকারান্ত-ভ্রমে) জগত-জীবন, জগত-মাতা।† হৃদ্‌কম্প ও হৃদ্‌পিণ্ড তো ছোটবড় গল্পে দ্রুতবেগে চলিতেছে, কবিতা ও গানে হৃদ্‌পদ্মও প্রস্ফুটিত হইতেছে।

বিসর্গসন্ধি। ভুক্তভোগিমাত্রেই জানেন যে বিসর্গসন্ধি আয়ত্ত করিতে বড় বেগ পাইতে হয়। অতএব এক্ষেত্রে অজ্ঞতা বা অসাবধানতার উদাহরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, ইহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। নিম্নে বহু দৃষ্টান্তের সমাবেশ করিয়াছি।

অনেক 'বয়োপ্রাপ্ত' লেখকের রচনায়ই 'মনোকষ্ট' পাইতে হয়। কুক্ষণে কাব্যবিশারদ 'ইতঃপূর্ব্বে' চালাইয়াছিলেন, অতঃপর ইহা যে বাঁকিয়া-ইতোমধ্যের ন্যায় 'ইতোপূর্ব্বে' হইয়া বসিবে তাহা কি তিনি ভাবিয়াছিলেন?

---

* সংস্কৃতভাষার অভিধানে নাকি হরিত ও উদ্ভিদ অকারান্ত শব্দ আছে।

† জগদ্‌মাতা জগন্মাতা, জগদ্‌নাথ জগন্নাথ, দুই রূপই হয়। যোষিদ্‌মণ্ডলী যোষিন্মণ্ডলী, পরিষদ্‌মন্দির, পরিষন্‌মন্দির, বাগ্‌নিষ্পত্তি বাঙনিষ্পত্তি, দুইরূপ হইতে পারে।

মনোদুঃখের সহিত 'মনোসুখের'ও উদয় হইতেছে, 'মনোসাধ'ও হইতেছে ; 'মনোক্ষেত্রে' ও 'মনোপ্রকৃতি'তে 'মনোপাখী'ও উড়িতেছে। বয়োজ্যেষ্ঠের দেখাদেখি 'বয়োকনিষ্ঠ'ও মাথাখাড়া দিয়াছেন। একজন কবিকে 'মনোকর্ণে' শুনিতে ও 'মনোকল্পিত' 'মনোপথে' মনোরথ চালাইতে, ও তপোগিরির দেখাদেখি 'তপোপর্ব্বতে' আরোহণ করিতে দেখিয়াছি। কেহ কেহ 'স্রোতোপথে' 'মনোতরী' চালাইতে গিয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। অনেকে অকুতোভয়ে 'অকুতোসাহস' দেখাইতেছেন। একজন প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য 'কায়মনোপ্রাণে' 'ভূয়োপরিমাণ' প্রবন্ধ রচনা করিয়া সেগুলির 'ভূয়োপ্রচারে'র প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার 'যশোপ্রভা'ও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। 'সদ্যোপ্রস্ফুটিত' 'যশোকুসুম'ও দেখিয়াছি। মাদৃশ অকৃতী লেখক এসব 'যশোপাত্র'দিগের 'যশোকীর্ত্তন' করিয়া শেষ করিতে পারিবে কি ? (ব্যাকরণের সূত্র মানিলে এ সকল স্থলে বিসর্গের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কেবল 'মনোতরী' মনস্তরী হওয়া উচিত।) এগুলি কি বাঙ্গালায় অকারের ওকার উচ্চারণের ফলে ঘটিয়াছে ?

'মনোঅভিরাম' 'মনোঅশ্ব' আরও অদ্ভুত। 'মনোআশা' 'শিরোআভরণ' উৎকট মৌলিকতার পরিচায়ক। 'বয়োধিক্য' একেবারে ভীমরতির লক্ষণ। মনোচোর, সদ্যোচরিত, কায়মনোচিত্তে (কায়মনোবাক্যের দেখাদেখি), মনোতূলিকা, নভোতলে, এগুলিতে বিসর্গস্থানে যথাক্রমে শ্ বা স্ হইবে। বিসর্গবিসর্জ্জনে নিম্নলিখিত 'সমস্ত' পদের চলন হইয়াছে। জ্যোতিউপবীত (জ্যোতিরুপবীত কে বলিতে যাইবে ?), চক্ষুকর্ণ, চক্ষুপীড়া, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুদান, চক্ষুদ্বয়, চক্ষুচিকিৎসা, চক্ষুতারকা, চক্ষুরত্ন, চক্ষুরোগ—অথচ চক্ষুঃকর্ণ, চক্ষুঃপীড়া, চক্ষুর্লজ্জা, চক্ষুর্দ্দান, চক্ষুর্দ্বয়, চক্ষুশ্চিকিৎসা, চক্ষুস্তারকা, চক্ষূরত্ন, চক্ষূরোগ, হইলে বাঙ্গালায় নিতান্ত বিচিকিৎস ব্যাপার হইবে না কি ? এসকল স্থলে বিসর্গবিসর্জ্জন মন্দের ভাল। সুতরাং এগুলি বাঙ্গালায় সিদ্ধপ্রয়োগ বলিতে হইবে। মনান্তর ও মনাগুনও এই

নিয়মে সিদ্ধ। (সংস্কৃতভাষার 'মনীষা'ও বড় ফেলা যান না।) আরও বহু উদাহরণ সমাসপ্রকরণে (৬১-৬২ পৃঃ) দিয়াছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিশেষ্য-বিশেষণে গোলযোগ

১। কতকগুলি বিশেষ্য বাঙ্গালাভাষায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত দেখা যায়। 'বিশেষ' শব্দটি ইহার প্রধান প্রমাণ। সংস্কৃত 'অস্তি কশ্চিদ্‌বাগ্‌-বিশেষঃ' বাঙ্গালায় 'একটা বিশেষ কথা আছে'। 'বিশেষ কারণে যাইতে পারিলাম না,' 'বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে,' 'একটা বিশেষ কার্য্য পড়িয়াছে,' ইত্যাদি প্রয়োগ কথাবার্ত্তায় ও রচনায় সর্ব্বদাই চলে। এসব স্থলে 'সবিশেষ' বা 'বিশিষ্ট' বড় কেহ লেখেন না। তবে 'বিশেষ' হইতে আবার 'বিশেষত্ব' হইয়া পড়া বাড়াবাড়ি। 'বিশিষ্টতা' লিখিলেই ভাল হয়। 'অতিশয়' ও 'সম্ভব' এবং 'প্রমাণ'ও এইরূপ বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে। 'সাতিশয়' বা 'অতিশয়িত', 'সম্ভবপর' ও 'সপ্রমাণ' অল্পলোকেই লেখেন। কেহ কেহ 'শীল' শব্দ (শালিন্ প্রত্যয়ের সঙ্গে গোল করিয়া?) বিশেষণ ভাবিয়া 'শীলতা' চালাইতেছেন। 'শমতা'ও দেখিয়াছি। 'প্রসারতা' প্রভৃতির কথা তদ্ধিত-প্রকরণে (৫২ পৃঃ) বলিয়াছি। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত 'রক্তিমা' রক্তিম হইয়াছে এবং 'আরক্ত' অর্থে বিশেষণভাবে চলিতেছে। এখন রোধ করা কঠিন। পদাবলিতে 'নীলিম বাস' 'মধুরিম হাস' 'মধুরিম ভাষ' 'ধবলিম কৌমুদী' 'চতুরিম বাণী' 'অরুণিম কাঁতি' (কান্তি) প্রভৃতি প্রয়োগ আছে। এ সকল স্থলে 'নীলিম' প্রভৃতির অন্ত্য আকার অকার হইয়াছে (ভোলফেরা শব্দ ১৫ পৃঃ) এবং বিশেষণ-ভাবে প্রয়োগ হইয়াছে। (বঙ্কিমের দেখাদেখি?)

তাঁহাকে বড় বিমর্ষ দেখিলাম, উন্মাদ পাগল, সম্মুখে সমূহ বিপদ্, বিপর্য্যয় এক সাপ, প্রলয় এক বাঘ, নিদান কাহিল, সঙ্কট পীড়া, বিস্তর

খরচ, স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (পরিস্কৃত বলিলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত হয় বটে), এ সকল প্রয়োগ হইতে বুঝা যাইতেছে, বিমর্ষ, উন্মাদ, সমূহ, বিপর্যায়, প্রলয়, নিদান, সঙ্কট, বিস্তর, পরিষ্কার, এই শব্দগুলি বাঙ্গালায় বিশেষণ হইয়াছে। ('সমূহ' বিশেষ্যের পরে বসিলে বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হয় এবং বহুবচনের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়।) 'সে নিশ্চয় আসিবে' এস্থলে 'নিশ্চয়' বিশেষণ; নিশ্চিত অল্প লোকেই লেখে। 'স্থানটি ধ্বংসপ্রায়', 'ইহা অতীব প্রয়োজন,' 'অবসান নিশি' এ সকল স্থলে 'ধ্বংস' 'প্রয়োজন' ও 'অবসান' কি বাস্তবিকই বিশেষণ না অসাবধানতাবশতঃ প্রযুক্ত? 'গোপন কথা' 'কথাটা গোপন রাখিবে'—কথাবার্ত্তায় চলিত, রচনায়ও দেখিয়াছি। এখানে 'গোপন' বিশেষণ হইয়াছে।

২। বাঙ্গালায় 'হওয়া' বা 'করা' লাগাইয়া প্রায়শঃ ক্রিয়াপদ প্রস্তুত করা হয়। 'হওয়া' দিয়া যে সব ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলিতে বিশেষ্যের বিশেষণবৎ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যথা 'স্কুল বন্ধ হইয়াছে' (পূর্ব্ববঙ্গে 'বন্ধ' হইয়াছে বলে, হিসাবমত এইটাই ঠিক), 'গল্প আরম্ভ হইল,' 'গল্প শেষ হইল,' 'এক্ষণে বিদায় হই,' 'তিনি আরোগ্য হইয়াছেন,' 'নির্বিঘ্নে প্রসব হইলেন,' 'শুভকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে,' 'ইহা বেশ উপলব্ধি হইতেছে,' 'আপনার অনুগ্রহেই আমি প্রতিপালন হইতেছি,' 'এ কথায় বড় সন্তোষ বা পরিতোষ হইলাম,' 'দেবী অন্তর্ধান হইলেন,' 'কি কথায় কি কথা উৎপত্তি হইল,' 'এ কথা মনে উদয় হয় নাই,' 'হৃদয়-মাঝে উদয় হও হে,' 'দিবা অবসান হ'ল,' 'কি করিয়া এ দায় উদ্ধার হইব,' 'পুস্তক কেমন বিক্রয় হইতেছে,' 'তিনি এ কথায় স্বীকার হইয়া গেলেন,' 'তিনি আমার স্কন্ধে অধিষ্ঠান হইয়াছেন,' 'প্রণাম হই,' 'তুমি অপমান হইবে' (অপ-মান বহুব্রীহি সমাস করি নাই), 'তাঁহার নাম লোপ হইবে' (নামলোপ সমাস করি নাই), 'তিনি মৌন রহিলেন,' *

* 'মৌনী' অর্থে 'মৌন' রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার চেলারা বহুস্থলে লিখিয়াছেন। যথা

'চৈতন্য হইয়া দেখিলাম' (কমলাকান্তের দপ্তর)। 'স্মরণ থাকিবে' 'স্মরণ রাখিবে'ও এই দলের। এসব স্থলে স্কুল বন্ধ, গল্প আরব্ধ, উপলব্ধ, প্রসূত (প্রসূতা), অবসিত, অরোগ বা নীরোগ, উৎপন্ন, অপমানিত, প্রভৃতি নিতান্ত (pedantic) টুলোগোছের হইয়া পড়ে না কি? বিক্রয়ের বদলে বিক্রীত, স্বীকারের বদলে স্বীকৃত, অধিষ্ঠানের বদলে অধিষ্ঠিত, অন্তর্ধানের বদলে অন্তর্হিত, উদয়ের বদলে উদিত, মৌনের বদলে মৌনী, লোপের বদলে লুপ্ত প্রভৃতি বসাইলে ব্যাকরণশুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু 'বিদায় হওয়া', 'উদয় হওয়া', 'নির্ব্বাহ হওয়া,' 'অন্তর্ধান হওয়া', 'স্বীকার হওয়া', ('লোপ হওয়া' লোপ পাওয়ার ন্যায়), 'স্মরণ থাকা', 'স্মরণ রাখা', 'উৎপত্তি হওয়া', 'অধিষ্ঠান হওয়া', 'উদ্ধার হওয়া', 'প্রণাম হই' প্রভৃতি বাঙ্গালাভাষার প্রচলিত বিশিষ্টতা (idiom) নহে কি? এ সকল স্থলে ভাষাকে জোর করিয়া বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা সফল হইবে কি?

কেহ কেহ অতিরিক্ত শুদ্ধিপ্রিয়তাবশতঃ 'পুস্তক প্রকাশ করা' প্রভৃতি লিখিতেও ইতস্ততঃ করেন এবং 'প্রকাশিত করা' প্রভৃতি লেখেন। তাঁহারা মনে করেন 'প্রকাশ' প্রভৃতি 'করা'র কর্ম্ম, অতএব 'পুস্তক' প্রভৃতি আর কর্ম্মপদ হইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালায় 'প্রকাশ করা' প্রভৃতি একত্র ক্রিয়াপদ বলিয়া পরিগণিত।

৩। পক্ষান্তরে কতকগুলি বিশেষণ বাঙ্গালায় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহাও দেখা যায়। 'অজীর্ণ' ও 'কোষ্ঠবদ্ধ' ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (৮ম পরিচ্ছেদ ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কেহ কেহ অতিসাবধান হইয়া অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা চালাইতেছেন। 'সকল' সংস্কৃতভাষায় বিশেষণ, কিন্তু বাঙ্গালায় বিশেষ্যের পরে বসিলে বিশেষ্য ও বহুবচনের চিহ্ন। এখানে থাকিয়া আর 'ভদ্রস্থ' নাই, তোমার 'মতিচ্ছন্ন' ধরিয়াছে, তাঁহার

'মৌন নভস্তল'। আবার 'মৌন'কে বিশেষণ-ভ্রমে 'মৌনতা'ও চলিয়াছে। 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' একথা ইঁহারা সকলেই ভুলিয়াছেন।

মনে 'খলকপট' নাই, 'সাবধানে'র মা'র নাই, তোমার 'মান্ত' বাড়িয়া গিয়াছে, আমার 'সাধ্য' নাই ('সাধ্য নহে' নহে), সে 'সাক্ষী' দিবে (সাক্ষ্যের অপভ্রংশ ?), 'চেতন' পাইয়া দেখিলাম (কথাবার্ত্তায় চলিত, মাইকেলও লিখিয়াছেন, চেতনহারাও পাইয়াছি), আমার 'সাবকাশ' নাই, তিনি আমাকে 'হতগ্রাহ্' করিলেন (হতশ্রদ্ধা কর্ম্মধারয় বলিয়া রাখা চলে, বহুব্রীহিতে হতশ্রদ্ধ হইত), একেবারে 'অরাজক' হইয়া দাঁড়াইল, 'অগ্রাহে'র সুরে বলিলেন, বিবাহের 'স্থির' হইয়াছে, 'ত্যাজ্য' করিয়া (অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া) ইত্যাদি স্থলে ভদ্রস্থ প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিরলস ও নিরাবিল—এ দুইটি স্থলে 'অলস' ও 'আবিল' বিশেষ্য হয় নাই কি ? কবিগণ নিরানন্দ ও নিরাশা বিশেষ্যভাবে ব্যবহার করেন। 'আবশ্যক' সংস্কৃতভাষায় বিশেষ্য বিশেষণ দুইই হয়—অতএব ইহাতে আবশ্যক নাই, ইহা আবশ্যক নহে—উভয় প্রয়োগই শুদ্ধ। 'সাধ্যসাধনা', 'বিদ্যাসাধ্যি', 'ভবিষ্যুক্ত', 'জন্মাবচ্ছিন্ন', ইত্যাদি স্থলে সাধ্য, অবচ্ছিন্ন ও অপভ্রংশ 'সাধ্যি' ও 'ভবিয্য' বিশেষ্যভাবে বসে নাই কি ? 'সহ্যাতীত', 'সাধ্যাতীত', 'গ্রাহ্যযোগ্য', 'সাধ্যায়ত্ত', 'আয়ত্তাধীন', 'আয়ত্তগম্য' রাখিতে প্রাণান্ত হয় না কি ? 'খ্যাতাপন্ন' ও 'ক্ষমবান্' 'মান্তমান্, 'সম্ভ্রান্তশালী' একেবারেই 'সহ্যাতীত'! 'স্খলিতোন্মুখ' 'ভগ্নোন্মুখ' 'অস্তোন্মুখ' 'বিকচোন্মুখ' 'প্রফুল্লোন্মুখ' এ গুলি কি ? 'অধীনস্থ' কি ব্যাকরণের অধীনতা স্বীকার করে ?

সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা 'মাসিক' 'পাক্ষিক' 'দৈনিক' 'আগামী' ('আগামীতে সমাপ্য') বিশেষ্যভাবে চালাইতেছেন। ব্যবসাদারেরাও বিজ্ঞাপনে 'সুরভি' ও 'সুগন্ধি' (scent অর্থে) বিশেষ্যভাবে চালাইতেছেন। এ সকল স্থলে 'শ্বেতমানয়' দৃষ্টান্তের নজির চলিবে কি ?

ধূম অর্থে ধূম্র দেখিয়াছি। 'প্রাচ্য' ও 'প্রতীচ্য' পূর্ব্বদেশ ও পশ্চিমদেশ অর্থে বিশেষ্যভাবে ব্যবহার করা 'সাহিত্যিক'-মহলে একটা ফ্যাশান

দাঁড়াইয়াছে। একজন প্রবীণ লেখক কালিদাস-বর্ণিত সীতার 'পতিব্রতাত্ব' লইয়া বৈয়াকরণকে বেগ পাইতে দেখিয়া সাবধান হইয়াছেন এবং উক্ত অর্থে 'পতিব্রতা', অর্থাৎ বিশেষণকে গুণবাচক বিশেষ্যভাবে, লিখিয়াছেন। সরলতা মধুরতার সহিত নিকট সম্বন্ধ থাকাতে এই ভ্রমের উদ্ভব কি?

'যৌবনাতীত' 'আদেশপ্রাপ্তে' 'বয়ঃপ্রাপ্তে' 'ঘটনাধীনে' এগুলিকেও বিশেষ্যভাবে ব্যবহার করিতে দেখি। 'পিতা অবর্ত্তমানে' প্রভৃতির স্থলে কেহ কেহ 'পিতার অবর্ত্তমানে' লেখেন। এখানেও কি বিশেষণ বিশেষ্যভাবে বসিয়াছে? না ভাবে সপ্তমী? (অথচ 'পিতা' প্রথমার পদ!) 'পত্নী অবর্ত্তমানে বা অবিদ্যমানে'—এখানে তো ভাবে সপ্তমীতেও সামলান যায় না, কেননা লিঙ্গবিপর্য্যয় ঘটিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পুনরুক্তিদোষ

১। সহ-শব্দ-যোগে। সবিনয়-পূর্ব্বক, সাবধান-পূর্ব্বক, সাবহিত, সানুকূল, সোৎসুক, * সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে (সকৃতজ্ঞ চোখও চোখে পড়িয়াছে), সক্ষম, সঠিক, সচঞ্চল, সচেষ্টিত, সচকিত, সভীত, সশঙ্কিত। প্রথম দুইটী স্থলে 'সহ' যোগ করিয়া আবার 'পূর্ব্বক' লাগান দোষের হইয়াছে। সবিনয়ে সাবধানে লিখিলেই তো চলে। অন্য স্থলগুলিতে বিশেষণের সঙ্গে সহ যোগ করা হইয়াছে। 'সচেতন' 'সকরুণ' 'সপ্রমাণ' ভুল নহে, কেননা 'চেতনা' 'করুণা' 'প্রমাণ' ভাবার্থক বিশেষ্যপদ; 'ক্ষম' বা 'ক্ষমা' শব্দেরও যদি ক্ষমতা অর্থে চল থাকিত, তাহা হইলে 'সক্ষমও' ঠিক হইত। (শক্তিশালী লেখক ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ শব্দটির বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তর্ক করিয়াছিলেন।) 'সচেষ্টিত' প্রভৃতি সম্বন্ধে ৮ম পরিচ্ছেদে (৫৪ পৃঃ)

---

* সোৎসুক ঋতুসংহারে পাইয়াছি; প্রকুর্ব্বতে কস্য মনো ন সোৎসুকম্—গ্রীষ্ম ৬, শেষ চরণ; সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্—বর্ষা, ১৭, শেষ চরণ।

বিচার করিয়াছি। 'সঘনে' ও 'সকাতরে' প্রাচীন কবিতায় পাওয়া যায়। এখানেও বিশেষণের সঙ্গে সহ শব্দের যোগ হওয়া অনুচিত। কিন্তু এরূপ প্রচলিত পদের উচ্ছেদ অসম্ভব।

২। শমতা, শীলতা, প্রসারতা, গোপনতা, লাঘবতা, সৌজন্যতা ইত্যাদিতে ভাবার্থক প্রত্যয় দুইবার লাগান হইয়াছে। (অষ্টম পরিচ্ছেদ ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

৩। অতিবুদ্ধিমান্, সর্ব্বশক্তিমান্, মহাশক্তিশালী, মহাভাগ্যবান্, (চৈতন্যভাগবত)। এ সকল স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া পরে অস্ত্যর্থক প্রত্যয় যোগ করা হইয়াছে। অথচ বহুব্রীহি করিলে আর অস্ত্যর্থক প্রত্যয় যোগ করার প্রয়োজন হইত না। নির্দ্দোষী, নীরোগী, নির্ধনী, নির্ঘৃণী, নিরপরাধী, নির্ব্বিরোধী, নিরুৎসাহী, এগুলিতেও ঐকারণে পুনরুক্তিদোষ ঘটিয়াছে। পশুধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, স্থূলচর্ম্মী, মহারথী, মহাপাপী, সুগন্ধী, বহুরূপী, এগুলি সম্বন্ধেও ঐ কথা। সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে নাকি ইন্‌প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহির (সর্ব্বধনী) উল্লেখ আছে। এগুলি কি সেই দলে ভিড়িবে? বহুরূপী ছাড়িয়া 'বহুরূপ' কেহ লিখিবে না। 'মহাপাপী' বোধ হয় সংস্কৃত-ভাষায়ও আছে। 'নিরুৎসাহিত' 'নিষ্প্রয়োজনীয়' আরও আপত্তিজনক। 'সদানন্দময়ী' 'নিরানন্দময়ী'ও তথৈবচ। 'সাবধানী' বিশেষ্য 'সাবধানে'র জের (৭৬ পৃঃ)। 'কৃতাপরাধী' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন।

'ইনী' প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে স্বীকার না করিলে, নিম্নলিখিত পদগুলিও এই শ্রেণীতে পড়ে। অথচ সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণে এগুলি ইনী প্রত্যয়ের স্থল নহে। যথা—অনাথিনী, দুরাচারিণী, নির্দ্দোষিণী, নিরপরাধিনী, হতভাগিনী, সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, শ্যামাঙ্গিনী, গৌরাঙ্গিণী, স্থূলাঙ্গিনী, কৃশাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, চৈতন্যরূপিণী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী।

৪। ক্ষমবান্, মান্যমান্। বিশেষণের উত্তর আবার বিশেষণবাচক প্রত্যয় করা হইয়াছে। মান্যনীয়, গণ্যনীয়, গ্রাহ্যণীয়, সহ্যনীয়, এ সকল

স্থলে 'য' ও 'অনীয়' উভয় প্রত্যয়ই করা হইয়াছে। আবশ্যকীয় ভুল নহে, কেননা আবশ্যক বিশেষ্য হইতে পারে। (৮ম পরিচ্ছেদ ৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) 'অংশীদার' 'ভাগীদার'-সম্বন্ধে ২৩-২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫। শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দুইবার লাগান হইয়াছে। (অষ্টম পরিচ্ছেদ ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

৬। পরমকল্যাণবরেষু*, কিয়ৎপরিমাণ, বিবিধপ্রকার, কিরূপপ্রকার, এবংপ্রকারে, যদ্যপিস্যাৎ, যদ্যপিও, তথাপিও, (বাঙ্গালা 'ও' 'অপি'র অপভ্রংশ, কেননা সংস্কৃত 'অপি' বাঙ্গালীর মুখে 'ওপি'!) কেবলমাত্র, সমতুল্য (সমতুল ঠিক)। ঊর্দ্ধোন্মুখও এই দলের।

৭। 'তাণ্ডব নৃত্য' খুবই দেখি। এখানেও পুনরুক্তিদোষ। 'সদা সর্ব্বদা' এবং সমার্থক শব্দে দ্বন্দ্ব-সমাস (জনমানব, মানুষজন, লোকজন) বাঙ্গালা-ভাষার বিশিষ্টতা।+ মৌনভাব, কবিত্বশক্তি, দৈন্যদশা, সাম্যনীতি, দাস্যবৃত্তি, নৈকট্যসম্বন্ধ প্রভৃতি স্থলেও সূক্ষ্মভাবে ধরিলে পুনরুক্তিদোষ আছে। তবে ষষ্ঠীতৎপুরুষ বা রূপককর্ম্মধারয় করিয়া রাখা যায়। কৃত্তিবাসের শক্তিশেলে পুনরুক্তি, কেননা শক্তি ও শেল সমার্থক। শ্রীল শ্রীযুক্তও ঐ গোত্র।

---

* পরম-কল্যাণ বহুব্রীহি, তন্মধ্যে বর = শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখা যায়। কিন্তু সে কষ্টকল্পনা।

+ দ্বন্দ্বসমাসে সমার্থক শব্দব্যবহার বাঙ্গালাভাষার একটা বিশিষ্টতা। কখন দুইটি শব্দই সংস্কৃতভাষার শব্দ, কখন একটি সংস্কৃতভাষার শব্দ অপরটি চলিত শব্দ, কখন একটি সংস্কৃতভাষার শব্দ বা অপভ্রংশ অপরটি পারসী বা আরবী। যথা, ভ্রমপ্রমাদ, পসারপ্রতিপত্তি, ভুলভ্রান্তি, বাছবিচার, ঝগড়াবিবাদ, কাজিয়াকলহ। অনেক সময়ে অনুপ্রাসের অনুরোধে পুনরুক্তি ঘটে, এই তত্ত্ব 'অনুপ্রাস'-নামক পুস্তকে বুঝাইয়াছি।

উপসংহার

পাঠকগণের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া এতক্ষণে এই সুদীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ করিলাম। লেখকের জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ যদি কোন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এড়াইয়া গিয়া থাকে অথবা প্রবন্ধনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, সুধীগণ সেগুলি দেখাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। তজ্জন্য এ বিষয়ে রীতিমত আলোচনা করিতে পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছি। এরূপ কার্য্য অনেকের সমবেত চেষ্টা-ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

কেহ কেহ অনুযোগ করিয়াছেন যে, লেখক সর্ব্বত্র লেখ্য ও কথ্য ভাষার মধ্যে প্রভেদ করেন নাই। দুইটি কারণে এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রথমতঃ, কথ্যভাষা হইতে ভাষার প্রকৃতি সহজে বুঝা যায়, তজ্জন্য অনেক স্থলে সেই নজির খাড়া করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, লেখ্য ও কথ্য ভাষার প্রভেদ আজকাল অনেক লেখক মানিতেছেন না, তাঁহারা পুস্তকাদিতেও কথাবার্ত্তার ভাষা চালাইতেছেন; সুতরাং প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার জন্য উক্ত শ্রেণীর উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

অনেক স্থলে লেখক নিজের একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই, কেহ কেহ এই অনুযোগও করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে লেখকের বিনীত নিবেদন যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এমন একটি স্থান অধিকার করেন না যে তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইবে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যাহা শোভন, মদ্বিধ নগণ্য লেখকের পক্ষে তাহা হাস্যাস্পদ। বর্ত্তমান লেখক বিচার করিতে পারেন, ব্যবস্থা দিতে পারেন না। তথাপি পূর্ব্ববারেই বহুস্থলে লেখক 'ভঙ্গিক্রমে' নিজ মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এবারে আর একটু সাহস অবলম্বন করিয়া, তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধিতে যাহা ভাল বোধ হইয়াছে, তাহা

পূর্ব্বাপেক্ষা খোলসা করিয়া বলিয়াছেন। তবে যে সকল বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, সে সকল স্থলে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ, এ সকল জটিল প্রশ্নের রীতিমত বিচার না হইলে সিদ্ধান্ত স্থাপন অসম্ভব। তজ্জন্যই সুধীবর্গকে, প্রশ্নগুলির মীমাংসার জন্য, পুনঃপুনঃ সবিনয়ে আহ্বান করিতেছি। ইহা কি নিতান্তই অরণ্যে রোদন হইবে?

পরিশেষে, আমার নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিবার যদি অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই কথা বলিব—বাঙ্গালাভাষার ধাত (genius) অবশ্য সংস্কৃতভাষার ধাতের সঙ্গে ঠিক এক নহে। অতএব অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে কথাবার্ত্তায় প্রচলিত অশুদ্ধ-পদ-মাত্রই সাহিত্যের ভাষায় চালাইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। তবে যেখানে নাটক-নভেলে কথাবার্ত্তার ভাষাই যথাযথ দিতে হইবে, সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইংরেজীতেও এই নিয়ম দেখিতে পাই।

প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া যে কতকগুলি অপপ্রয়োগ মৌরুসী স্বত্ব ভোগ করিবে, তাহারও কোন যুক্তি দেখি না। যেমন সামাজিক কুপ্রথা উঠানর চেষ্টা আবশ্যক, সেইরূপ মামুলি ভুলগুলিরও সংশোধন আবশ্যক। প্রবন্ধের বহুস্থানে মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। অথবা তাঁহারা দুই চারিটা ভুল করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান লেখক তাহা ধরিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য বর্ত্তমান লেখক যে তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহার মনে এরূপ অভিমানও নাই। চন্দ্রে কলঙ্ক থাকিলেও চন্দ্র সুধাকর; বামনের চন্দ্র ধরিবার সাধ কোন কালেই মিটে না। তবে এ কথা বলিলে কোন দোষ নাই যে, প্রতিভাশালী লেখকগণ অসাবধানতা-বশতঃ যে সমস্ত অপপ্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহাদিগের রচনায় সৌষ্ঠব্য

হইলেও সেই সব নজিরে সাধারণ লেখকদিগের ওরূপ অপপ্রয়োগ করা উচিত নহে। এবং তাহা সাধুসম্মতও হইবে না। মাইকেল 'নায়কী' 'গায়কী' 'ভাগ্যবান্‌তর' লিখিয়াছেন বলিয়া, অথবা ভারতচন্দ্র 'কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান্‌ভরে' লিখিয়াছেন বলিয়াই যে, রামাশ্যামা সকলেই 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' বলিয়া অনুরূপ প্রয়োগ করিবে ইহার অনুমোদন করা যায় না।

আধুনিক লেখকদিগের অসাবধানতা বা খেয়ালবশতঃ যেসব অপপ্রয়োগ সাহিত্যে আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে বিশুদ্ধিপ্রিয় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি। "মাতৃ-ভাষার সেবা করিতে হইলে, ভক্তির সহিত করা কর্ত্তব্য, এবং শব্দপ্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা করা হয়।" "আমরা মাতৃভাষার সেবা করিতে যাইয়া একটুকু ভক্তির ভাব দেখাইব না, ইহা কেমন কথা? হাতে কলম লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া যাইব, শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিব না, ইহা বড়ই অসঙ্গত।" "যা'র যেমন শক্তি, মাকে তেমনই অলঙ্কার দাও, কিন্তু এমন অলঙ্কার কখনই দিও না, যাহাতে মায়ের অঙ্গ বিকৃত দেখায়।"

'বাণী ব্যাকরণেন ভাতি।'

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—বর্ণচোরা শব্দ—১০-১১ পৃষ্ঠায় বসিবে—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলিয়াছেন, 'আলুয়িত' বা 'এলায়িত' সংস্কৃতভাষার 'আলোলায়িত'র অপভ্রংশ হইতে পারে, 'আলুলায়িত' শব্দ ঐ ভাষায় নাই। তিনি 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' শব্দটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যদিও শব্দটি সংস্কৃতভাষার অভিধানে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে শব্দটির প্রয়োগ আছে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের দুই একটি টীকায়ও আছে। (প্রবাসী, মাঘ ১৩২১)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ভোলফেরা শব্দ—১২ পৃষ্ঠায় বসিবে—

উক্ত সমালোচক বলিয়াছেন (প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১), 'চাকচিক্য' 'চাকচক্য' দুইটি শব্দই সংস্কৃতভাষায় আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অর্থঘোরা শব্দ—১৬ পৃষ্ঠায় বসিবে—

উক্ত সমালোচক বলিয়াছেন, 'অথর্ব্ব' শব্দের বাঙ্গালায় প্রচলিত অর্থ (গতিহীন) যাস্কের নিরুক্তে প্রদত্ত হইয়াছে। (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২২)।

৩৭ পৃঃ প্রথম পাদটীকায় 'মহীমা'-স্থলে 'মহিমা' হইবে।

৪৪ পৃঃ পাদটীকায় 'যথা'-স্থলে 'যয়া' হইবে।

সামান্য সামান্য মুদ্রাকরপ্রমাদ এই তালিকায় পরিশোধিত হইল না।

৭৭ পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রে কালিদাস- স্থলে বাল্মীকি- হইবে।

"ব্যাকরণ-বিভীষিকা" প্রবন্ধের

সমালোচনা

" "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, ...বহু চিন্তনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে সমাগত হইয়াছে।......মোটের উপর বলিতে গেলে প্রবন্ধটী সুচিন্তিত এবং সুলিখিত এবং পাঠ করিলে ভাবিবার খোরাক যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটী প্রত্যেক লেখকের পাঠ করা উচিত।" **প্রবাসী (সম্পাদকীয়)**

"প্রবন্ধটীতে ললিত বাবু রসাল ভাষায়, বঙ্গীয় লেখকগণ যে সকল ব্যাকরণগত ভুল করিয়া থাকেন, তাহা প্রদর্শিত করিয়া সভাস্থলে হাস্যরসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিলেন।....."—**নব্যভারত** (শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ)

"ব্যাকরণ কিরূপ ভীষণ-মূর্ত্তিতে আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা অতি মধুর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিস্তৃতভাবে সমবেত সভামণ্ডলীকে ললিত বাবু বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ও ইন্দ্রনাথের পর আর কেহ এরূপ কষাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই।"

আর্য্যাবর্ত্ত (শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত)

"ললিত বাবু সরস রসিকতার সঙ্গে তাঁহার প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের প্রতি যেরূপ তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহাতে অনেক লেখকেরই চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া মনে করি।" **প্রতিভা** (শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ)

"......ললিত বাবু সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পাঠ করিলেও তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে সকল স্থান পড়িয়াছিলেন, তাহাতে নীরস ব্যাকরণের সাহারায় হাসির বিপুল ফোয়ারা ছুটিয়াছিল। সেই সংক্রামক হাস্যে স্বয়ং সভাপতিও বাদ যান নাই। নীরসকে সরস করিতে ললিত বাবুর মত সিদ্ধহস্ত অল্প লেখকই আছেন। Amusement and true knowledge hand in hand—ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এমনটী বড় প্রত্যক্ষ করি নাই।"

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল্)

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

বাঙ্গালা রচনায় বিশুদ্ধিশিক্ষার জন্য এরূপ পুস্তক আর নাই। সরস ভাষায় ব্যাকরণের শুষ্ক তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। বহু সাময়িক পত্রে প্রশংসিত।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন —"আপনার 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে।"

সময়—"এমন কঠিন বিষয় রচনাগুণে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে, যেন কবিতা, যেন উপন্যাস। বইখানি ছোট হইলে কি হয়,—হীরাও ছোট —কিন্তু দাম কত।"

নব্যভারত—"..... তিনি যে নীরস বিষয়কে সরস করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, এগুণ অনন্যসাধারণ। তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছে যে তাঁহার বাঙ্গালা লিখিবার প্রণালী অতি সুন্দর।"

মানসী—"লেখকের স্বাভাবিক রসিকতা ব্যাকরণের নীরস সূত্রের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

ভারতী—"এই দুঃসময়ে, অসাধারণ গবেষণা ও চিন্তার ফলস্বরূপ, গ্রন্থকারের অমূল্য ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হইবেন।"

বসুমতী—"গ্রন্থখানি বাঙ্গালা লেখক ও পাঠকের অবশ্যপাঠ্য, এই গ্রন্থের রীতিমত অনুশীলনে ছাত্রসম্প্রদায় যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।"

হিতবাদী—"যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করেন এই পুস্তকখানি তাঁহাদের পাঠ করা উচিত। ললিতবাবু নীরস ব্যাকরণকে যেরূপ সরস করিয়া লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মুন্সীয়ানা প্রকাশ পাইয়াছে।"

বঙ্গবাসী—"ইহাতে এমন সব তথ্য আছে যে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য।"

বাণান-সমস্যা

"……ললিত বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় বর্ণবিন্যাসের নীরস তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, পাড়তে কোথাও বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ হয় না। যে সব শব্দ লিখিতে প্রায় ভুল হয়, তাহার তালিকা দিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের সবিশেষ উপকার করিয়াছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রবর্গ ইহার এক একখানি সংগ্রহ করিলে বর্ণাশুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার পাইবে, ইহা আমরা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি।" বসুমতী

"এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একটি হীরার টুকরা। আমরা প্রত্যেক সাহিত্য-সেবী, লেখক, সম্পাদক, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষকদিগকে ইহা একবার মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।" নব্যভারত

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা ইহার একখণ্ড করিয়া কাছে রাখিলে যে বহু উদ্ভট ও হাস্যকর বাণান-ভুলের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।" ভারতী

"গ্রন্থখানিতে অনেক আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। আজকাল এগুলি ভাবিবার জিনিষ। লেখা সরস, ব্যাকরণ আলোচনার মধ্যেও বেশ একটু সাহিত্যরস আছে।·· গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের উপকারে আসিবে।" মানসী

"বাংলা শব্দের বানান লিখিতে সচরাচর কি কি ভুল হয় এবং লেখকের মতে কি প্রণালীতে লেখা উচিত তাহাই এই পুস্তিকার আলোচিত হইয়াছে।……পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে চিন্তার খোরাক পুঞ্জিত হইয়া আছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ ও বিচার করিয়া দেখা উচিত।" প্রবাসী

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা

স্যর ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, টি, এম্ এ, ডি-এল্, পি-এচ্ ডির অভিমত ;—"উভয় পক্ষের অনুকূল ও প্রতিকুল সমস্ত কথাগুলি এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন যে, সেই মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য।"

"এরূপ ভাবের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বঙ্গভাষায় আর দেখা যায় না। যুক্তির প্রণালী যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাষা তেমনই সরস ও মধুর।" বঙ্গবাসী

"বাঙ্গলা ভাষার লেখকগণ, বিশেষতঃ নবীন লেখকগণের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। সাধারণ পাঠকেরাও এই পুস্তক-পাঠে জ্ঞান ও আমোদ লাভ করিবেন।" হিতবাদী

"এমন আবশ্যক বিষয় এত সরল, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সরস ভাবে অন্য কেহ লিখিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা সরল, সরস ও বিশুদ্ধ ভাবে বাঙ্গলা ভাষার রচনা করিতে চাহেন তাঁহারা ছাত্রই হউন, শিক্ষকই হউন, লেখকই হউন আর বক্তাই হউন, তাঁহাদের ঐ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" বসুমতী

"অধ্যাপক ললিত বাবু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণার সহিত বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ ও বানান সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিতেছেন তাহা বাংলা সাহিত্যসেবী মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখা উচিত। ঐই পুস্তিকায় নিছক সাধুভাষা ও নিছক চলিত ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি ধীরভাবে প্রয়োগ করিয়া উভয়পক্ষের তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুবিধা অসুবিধা দেখাইয়া বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করিয়া অধ্যাপক মহাশয় শেষ মীমাংসা করিয়াছেন এই যে, আধা ডিক্রী আধা ডিসমিস ছাড়া উপায় নাই।" প্রবাসী